# বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ঃ

## ইউনিয়ন পরিষদের প্রত্যাশা ও সমস্যা শীর্ষক একটি সমীক্ষা

এম. ফিল গবেষণা অভিসন্দর্ভ
২০০৯

GIFT

তত্ত্বাবধায়ক:
অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান

Dhaka University Library
449224
449224

এম. ফিল গবেষক:
মোসাম্মৎ মাহমুদা খাতুন
সেশন ঃ ২০০২-২০০৩
রেজিস্ট্রেশন নং ঃ ৩৩৬

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

লোক প্রশাসন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

449224

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

# প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, *'বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ঃ ইউনিয়ন পরিষদের প্রত্যাশা ও সমস্যা শীর্ষক একটি সমীক্ষা'* শিরোনামে অভিসন্দর্ভটি মাহমুদা খাতুন এর গাবেষণালব্ধ মৌলিক রচনা । এ গবেষণা কর্মটি আমার তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হয়েছে। আমার জানামতে এ গবেষণা কর্মটি বা এর কোন অংশ বিশেষ কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে কোন ডিগ্রী অর্জনের জন্য উপস্থাপিত হয়নি।

আরও প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, এ গবেষণা কর্মটি জমা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত তিনি পূরণ করেছেন এবং এটি এম. ফিল ডিগ্রি প্রদানের জন্য বিবেচনা যোগ্য।

449224

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

২৯।১২।০৭

অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান
লোক প্রশাসন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

# কৃতজ্ঞতাস্বীকার

এ গবেষণা কর্মটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে অনেকেই আমাকে আন্তরিকভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে আগে যাকে কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত তিনি আমার এ গবেষণা কর্মটির তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান । যাঁর যথাযথ তত্ত্বাবধান ছাড়া এ গবেষণা কাজটি কোনভাবেই সম্ভব হত না। গবেষণা কর্মটির শিরোনাম বাছাই করা থেকে শুরু করে গবেষণা পত্রটি লেখা পর্যন্ত প্রত্যেকটি পর্যায়ে তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁর সাহায্য-সহযোগিতা এবং সঠিক সময়ে সঠিক তত্ত্বাবধান ছাড়া এ গবেষণা কর্মটি কখনও আলোর মুখ দেখত না । তাই তাঁর অবদানকে আমি সশ্রদ্ধচিত্তে এবং গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে মূল্যায়নণ করি।

এরপর সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার বিভাগীয় শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সৈয়দ গিয়াস উদ্দিন আহমেদ ও জনাব আ কা ফিরোজ আহমদ যাঁরা আমাকে বিভিন্ন তথ্য ও নির্দেশনা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন এবং উৎসাহ প্রদান করেছেন। তবে গবেষণা কর্মটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি পর্যায়ে যে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে সে আমার ছোট ভাই লিপন কুমার মন্ডল। তার প্রতি রয়েছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতাবোধ। আর এরই পাশাপাশি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার বিভাগের ছোট ভাই বাপ্পী'কে-ওর একটি সময়োপযোগী পরামর্শ আমাকে অনেক বড় প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছে।

449224

একথা অস্বীকার যায় না যে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গবেষণা কর্মটির প্রত্যেকটি পর্যায়ে যারা আমাকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছে তারা আমার প্রাণপ্রিয় দুটি সন্তান আমীর জুবায়ের প্রীতম ও আমীর সাদাব পরশ। গৃহে ওরা ত্যাগ স্বীকার না করলে আমার এ কর্মে পদচারনা সম্ভব হত না। তাই তাদের প্রতি রয়েছে আমার সবিশেষ ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আর সবসময় যিনি আমার পাশে থেকে উৎসাহ যুগিয়েছেন তিনি আমার স্বামী । তাকেও জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

*Dhaka University Institutional Repository*

এ গবেষনা কাজে অনেক ডকুমেন্টারী তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে- যা আমি সংগ্রহ করেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার থেকে। আর এ তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ- তাদের প্রতি রয়েছে আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতাবোধ।

এছাড়া মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে যিনি আমাকে নানা রকম গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন তিনি ত্রিবেণী ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান জনাব জাফর মোল্লা। তাঁর প্রতি রযেছে আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা। সবশেষে, যাদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ছাড়া এ গবেষনা কাজটি কোনভাবেই সম্ভব হত না তারা হলেন মাঠ পর্যায়ের উত্তরদাতা। যাদের মধ্যে রয়েছে ইউপি মেম্বার, সচিব, দফাদার, মহল্লাদার সহ অনেকে - তাদের প্রতি রয়েছে আমার সবিশেষ শ্রদ্ধাবোধ এবং কৃতজ্ঞতা।

সবশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই রূপালি কম্পিউটার হাউজ'কে যারা আমকে কম্পোজ, প্রিন্টিং এবং বাধাইয়ে সাহায্য করেছেন।

মাহমুদা খাতুন

**তারিখঃ ডিসেম্বর ২০০৯**

**মাহমুদা খাতুন**

Dhaka University Institutional Repository

# সার-সংক্ষেপ

## (Abstract)

'বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ঃ ইউনিয়ন পরিষদের প্রত্যাশা ও সমস্যা শীর্ষক একটি সমীক্ষা' শিরোনামে গবেষণা কর্মটি সম্পাদনের জন্য ২০০৯ সালের আগষ্ট থেকে অক্টোবর সময়কালের মধ্যে ঝিনাইদাহ জেলার শৈলকূপা থানার ত্রিবেণী ইউনিয়ন পরিষদকে বেছে নিয়ে সেখান থেকে (ফিল্ড থেকে) তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

এ গবেষণা কর্মে দেশী-বিদেশী পত্রিকার রিপোর্ট, ইউনিয়ন-থানা-জেলা পরিষদের রেকর্ড ব্যবহার করা হয়েছে। তবে গবেষণার মূল অংশটি মাঠ পর্যায়ের তথ্যের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। যেখানে মোট উত্তর দাতা ছিলেন ১২৭ জন যার মধ্যে ১২১ জনকে ইন্টারভিউ করা হয়েছে এবং ৬ জনের সাথে বিস্তারিত কথা বলে ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উত্তরদাতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে পারপাসিভ (purposive sampling) এবং স্নোবল স্যাম্পলিং (snowball sampling) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে এবং Key Respondents ( যেমন- ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, স্থানীয় সাংবাদিক এবং নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ) এর কাছ থেকে সব ধরণের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং উত্তর দাতাদের দেওয়া তথ্যের সত্যতা নিরূপন করা হয়েছে।

এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল - ঐতিহাসিক ও বর্তমান অবস্থার নিরীক্ষে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন, দেশের সার্বিক উন্নয়নকল্পে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ব্যর্থতার কাছে মানুষের প্রত্যাশা তুলে ধরা, মাঠ পর্যায়ের তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার দুর্বলতা ও ব্যর্থতার কারণ খুঁজে বের করা, বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে এবং মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কার্যাবলী পর্যালোচনা, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উপর কেন্দ্রিয় সরকার ব্যবস্থার কোন প্রভাব আছে কিনা তা বিশেষভাবে খতিয়ে দেখা, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা আধিকতর কার্যকর করতে বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সুপারিশমালা তৈরি।

*Dhaka University Institutional Repository*

আর এ গবেষণার মূল ফলাফল (findings) হচ্ছে- যেমন- এ গবেষণায় উত্তরদাতারা দু' ভাগে বিভক্ত। যেখানে একভাগে রয়েছে ৩৬ ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকতা-কর্মচারী (পুরুষ ৩৩ জন এবং মহিলা ৩ জন) ও অন্য ভাগে রয়েছে ৮৫ ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ জনগণ (পুরুষ ৫৯ জন এবং মহিলা ২৬ জন)। এবার দেখা যাক, ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকতা-কর্মচারীরা কী কী কাজ করে থাকেন-যেখানে দেখা যাচ্ছে (টেবিল নং ৫.১০ এ ৩৬ জন উত্তরদাতা প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন) - ভিজিএফ কার্ড বিতরণ করে শতকরা ৯৭.২ জন, ভিজিডি কার্ড বিতরণ করে শতকরা ৮০.৬ জন, স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে কাজ করে শতকরা ৬১.১ জন, বাল্য বিবাহ নিরোধে কাজ করে শতকরা ৪৭.২ জন, প্রয়োজনীয় রাস্তা-সেতু নির্মাণ করে ৮৮.৯% উত্তরদাতা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে ৫৮.৩% উত্তরদাতা, শিক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করেন (৮৬.১%), স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি (৯১.৭%), যৌতুক বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধি করেন ৭২.২% উত্তর দাতা, কৃষি উন্নয়নে সহায়তা করেন শতকরা ৬৬.৭ জন উত্তরদাতা।

৫.১১ নং টেবিলে দেখা যায় - স্থানীয় সরকারের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করতে গিয়ে তারা যে ধরনের সমস্যায় পড়েন তা হলো-স্থানীয় এমপির চাপ (২৭.৮%), স্থানীয় প্রশাসন সহায়তা করে না (৩৬.১%) এবং সরকারের দেওয়া সব সুযোগ-সুবিধা শতকরা ৬৬.৭ জন উত্তরদাতা পান বলে জানান (টেবিল ৫.১২)। তবে সরকারের দেওয়া সব সুযোগ সুবিধা (টেবিল ৫.১৩) না পাওয়ার কারণ হিসাবে তারা মনে করেন- স্থানীয় এমপির হস্তক্ষেপ (২৭.৮%), স্থানীয় প্রশাসনের হস্তক্ষেপ (৩৬.১%) এবং উপজেলা চেয়ারম্যানের হস্তক্ষেপ (১৩.৯%)। স্থানীয় প্রশাসন যেসব কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছেন তাদের মধ্যে প্রধান ব্যর্থতা (টেবিল ৫.১৮) হিসাবে উল্লেখ করেন- গ্রামের অন্তর্কোন্দল দূর করা ( ৯৪.৪%)। আর স্বায়ত্বশাসনকে - বর্তমান স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার গঠন প্রকৃতি, কার্যাবলী ও প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা পেতে সর্ম্পকে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বলে তারা (৮৬.১%) প্রত্যাশা করেন।

আর স্থাণীয় জনগণ তাদের (৩৫.৩%) আইনি সমস্যার সমাধানে ইউপি চেয়ারম্যানের কাছে যান বলে স্বীকার করেন (টেবিল ৫.৪৬) এবং চেয়ারম্যান তাদের সব ধরনের দ্বন্দ্ব সংঘাতের বিচার করতে পারেন বলে মত প্রকাশ করেন ৭৪.১% উত্তরদাতা। চেয়ারম্যান কৃষিকাজের দিকে গুরুত্ব দেয় কি না এ প্রশ্নের জবাবে ৮৫ জনের মধ্যে হ্যা বলেন ৬৭% উত্তরদাতা। তবে কৃষি সংক্রান্ত কাজে ইউপির কাছে

*Dhaka University Institutional Repository*

জনগণের প্রত্যাশা নিম্নরূপ- উপযুক্ত পরিমানে সার পাওয়া (৯৬.৫%), উন্নত জাতের বীজ পাওয়া (৯৪.১%) উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থা (৮২.৪%) এবং পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহের নিশ্চয়তা (৮৮.২%)। আর এ গবেষণায় আমি যে সুপারিশগুলো খুব দরকার বলে মনে হয়েছে তা নিম্নরূপ- (১) ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালনায় বিদ্যমান আইন, অধ্যাদেশ, বিধি, নীতিমালা এবং জনগুরুত্বপূর্ণ সরকারী প্রজ্ঞাপনগুলো জাতীয় প্রচার মাধ্যমের সহায়তায় অবহিত করার উদ্যোগ নেওয়া, (২) জেলা প্রশাসনসহ উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে সরকারীভাবে স্থানীয় সরকারের কার্যক্রম প্রচারের ব্যবস্থা নেওয়া, (৩) সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের মধ্যে সমন্বয় সাধন, (৪) ইউনিয়ন পরিষদ গঠন কাঠামো ও পরিচালনায় সংসদীয় পদ্ধতি প্রবর্তনে প্রয়োজনীয় আইন সংশোধনের বিষয়টি নিয়ে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে আলোচনার সূত্রপাত করা, (৫) প্রতিটি ইউনিয়নের দরিদ্র ও প্রকৃত সাহায্য প্রার্থীর তথ্য সংবলিত ডাটাবেজ তৈরিতে সরকারী উদ্যোগ নেওয়াসহ কেন্দ্র নির্ভরতা কমিয়ে আনা, (৬) উপযুক্ত পরিমানে সার, সেচ ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ, উন্নত জাতের বীজ পাওয়া নিশ্চিত করতে হবে, (৭) উপযুক্ত পারিমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসা ব্যবস্থা, সহজশর্তে ঋণ পাওয়ার সুযোগ, নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা, ভাল যাতায়াত ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে, (৮) ভিজিএফ কার্ড, রেশন কার্ড, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা নিশ্চিত করতে হবে, ফসলের ন্যায্য মুল্য নিশ্চিত করা, এলাকার সব ধরনের দ্বন্দ্ব সংঘাতের বিচার করতে হবে, (৯) নারী ইউপি সদস্যরা যাতে স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করতে পারে তার সুযোগ করে দিতে হবে, (১০) গ্রাম্য আদালতের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে হবে, (১১) সঠিক ভাবে চাষবাস ও বীজ সংরক্ষণের জন্য কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে এবং (১২) জমি সংক্রান্তকোন্দল দূর করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

# সূচীপত্র

পৃষ্ঠা


প্রত্যয়ন পত্র a
কৃতজ্ঞতাস্বীকার b
সার-সংক্ষেপ d
সূচীপত্র f
টেবিলের তালিকা i
চার্টের তালিকা k
মানচিত্রের তালিকা k
সংক্ষিপ্ত শব্দের বিশ্লেষণ (Acronym) k

**অধ্যায় এক ঃ উপক্রমনিকা**
১.১ সমস্যা নির্বাচন ১
১.২ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কার্যকরী সংজ্ঞা ৩
১.৩ গবেষণার যৌক্তিকতা ৪
১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য ৫
১.৫ প্রাসঙ্গিক লিটেরেচার রিভিউ ৬
১.৬ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিবর্তনের ধারা ১০

**অধ্যায় দুই ঃ তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি**
২.১ উদার-গণতান্ত্রিক তত্ত্ব ২২
২.২ অর্থনৈতিক বিশ্লেষণাত্মক তত্ত্ব ২৩
২.৩ উগ্র অভিজাতবাদী তত্ত্ব ২৩
২.৪ মার্ক্সবাদী তত্ত্ব ২৩
২.৫ বিকেন্দ্রীকরণ তত্ত্ব ২৪

**অধ্যায় তিন ঃ গবেষণা পদ্ধতি**
৩.১ গবেষণা অঞ্চল সম্পর্কিত সাধারণ পরিচিতি ২৫
৩.২ গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্যের উৎস ২৮
৩.৩ নমুনায়ন পদ্ধতি ও গবেষণা অঞ্চল নির্বাচন ২৮
৩.৪ উত্তরদাতা নির্বাচন ২৯
৩.৫ নমুনা সংখ্যা ও তথ্য সংগ্রহের কলাকৌশল ২৯
৩.৬ তথ্য সংগ্রহের সময়সূচী ২৯
৩.৭ তথ্য বিশ্লেষণের কলাকৌশল ২৯
৩.৮ গবেষণার সীমাবদ্ধতা ২৯

**অধ্যায় চার ঃ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাঃ সমস্যা ও প্রত্যাশা**
৪.১ স্থানীয় সরকারের গঠন প্রকৃতি ৩০

*Dhaka University Institutional Repository*

৪.২ স্থানীয় সরকারের কার্যাবলী ৩২
৪.৩ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সমস্যা ও প্রত্যাশা ৪১
৪.৪ সামাজিক পরিবর্তনে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা ৪৭

**অধ্যায় পাঁচ ঃ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা- প্রত্যাশা ও সমস্যা সম্পর্কিত জরিপকৃত তথ্যের ফলাফল** ৫৯-৯০

**অধ্যায় ছয় ঃ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাঃ - ঘটনা অনুধ্যান উপস্থাপন** ৯১-৯৬

**অধ্যায় সাত ঃ উপসংহার**
৭.১ উপসংহার ৯৭
৭.২ সুপারিশ মালা ৯৮
৭.৩ গ্রন্থপঞ্জী ১০০

**পরিশিষ্ট**
১. সাক্ষাৎকারসূচী ১০৩
২. স্থানীয় সরকারের গঠন ও নীতিমালা ১১৫

Dhaka University Institutional Repository

# টেবিলের তালিকা


৫.১ আপনার পদ মর্যাদা ৫৯
৫.২ উত্তরদাতার বয়স ৬০
**৫.৩ উত্তরদাতার লিঙ্গ** ৬১
৫.৪ উত্তরদাতার বৈবাহিক মর্যাদা ৬১
৫.৫ উত্তরদাতার পেশা ৬২
৫.৬ উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা ৬২
৫.৭ উত্তরদাতার ধর্ম ৬৩
৫.৮ উত্তরদাতার পরিবারের মাসিক আয় ৬৩
৫.৯ উত্তরদাতার পরিবারের মাসিক খরচ ৬৪
৫.১০ আপনি সরকারের নির্ধারিত কি কি কাজ করেন ৬৫
৫.১১ স্থানীয় সরকারের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করতে গিয়ে কি কি ধরনে সমস্যায় পড়েন ৬৬
৫.১২ সরকারের দেওয়া সব সুযোগ-সুবিধা আপনি পান কিনা ৬৬
৫.১৩ সরকারের দেওয়া সব সুযোগ সুবিধা না পাওয়ার কারণ ৬৭
৫.১৪ জাতীয় সরকার আপনাদের কাজে সহয়তা করে কিনা ৬৭
৫.১৫ উপজেলা ও জেলা পরিষদ আপনাদের কাজে সহায়তা করে কিনা ৬৭
৫.১৬ উপজেলা ও জেলা পরিষদ আপনাদের কাজে সহায়তা করে না কেন ৬৮
৫.১৭ আপনার দায়িত্ব পালন কালে ইউনিয়ন পরিষদের কি কি সফলতা হয়েছে ৬৮
৫.১৮ এ পর্যন্ত কি কি কাজে ব্যর্থ হয়েছেন ৬৯
৫.১৯ বর্তমান স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার গঠন প্রকৃতি কার্যাবলী ও প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা সর্ম্পকে আপনার প্রত্যাশা কি ৬৯
৫.২০ ইউনিয়ন পরিষদের সমস্যাগুলো আপনি কি ভাবে সমাধান করেন ৭০
৫.২১ স্থানীয় জনসাধারণ তাদের সমস্যা নিয়ে আপনার কাছে আসে কি না ৭০
৫.২২ তারা কি কি ধরনের সমস্যার জন্য আপনার কাছে আসে ৭১
৫.২৩ ইউনিয়ন পরিষদের দ্বন্দ্ব সংঘাতের পেছনে কারা থাকে ৭২
৫.২৪ আপনি নিয়মিত সংবাদপত্র পড়েন কি না ৭২
৫.২৫ আপনি কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক কিনা ৭২
৫.২৬ কৃষির উন্নয়ন কল্পে আপনি কি কি কাজ করে থাকেন ৭৩
৫.২৭ জনগণের সুস্বাস্থের জন্য আপনারা কি কি কাজ করেন ৭৪
৫.২৮ সঠিক ভাবে চাষবাস ও বীজ সংরক্ষনের জন্য কৃষকদের আপনারা কোন প্রশিক্ষণ দেন কি না ৭৪
৫.২৯ এলকায় হস্তশিল্প, কুটির শিল্প, মৎসচাষ, পোল্ট্রি - এসব কাজে সহযোগিতা করেন কিনা ৭৫
৫.৩০ গ্রাম্য সমস্যাগুলো কি আপনি গ্রাম্য আদালতে সমাধান করতে পারেন ৭৫
৫.৩১ আপনার এলকায় আত্মহত্যার হার তুলনামূলক ভাবে দেশের মধ্যে বেশি কেন ৭৫
৫.৩২ আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ও অপরাধ দমনে আপনারা সফল কিনা ৭৬
৫.৩৩ পরিবেশ রক্ষায় আপনাদের কার্যক্রম কি ৭৬

*Dhaka University Institutional Repository*

৫.৩৪ আপনার এলাকায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদের আধিকার থেকে বঞ্চিত কিনা ৭৭
৫.৩৫ আপনার এলাকায় নারীর প্রতি কোন কোন ধরনের বঞ্চনা/সহিংসতা আছে ৭৭
৫.৩৬ নারী ইউপি সদস্যরা স্বাধীনভাবে তাদের কাজকর্ম করতে পারেন কি না ৭৮
৫.৩৭ NGO দের কাজে তারা সহযোগিতা করেন কিনা ৭৮
৫.৩৮ উত্তরদাতার বয়স ৭৯
৫.৩৯ উত্তরদাতার লিঙ্গ ৮০
৫.৪০ উত্তরদাতার বৈবাহিক মর্যাদা ৮০
৫.৪১ উত্তরদাতার পেশা ৮১
৫.৪২ উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা ৮২
৫.৪৩ উত্তরদাতার ধর্ম ৮২
৫.৪৪ উত্তরদাতার পরিবারের মাসিক আয় ৮৩
৫.৪৫ উত্তরদাতার পরিবারের মাসিক খরচ ৮৩
৫.৪৬ আপনি আপনার আইনি সমস্যার সমাধানে কোথায় যান ৮৪
৫.৪৭ ইউপি চেয়ারম্যান আপনার এলাকায় সব ধরনের দ্বন্দ্ব সংঘাতের বিচার করতে পারেন কি না ৮৪
৫.৪৮ আপনার চেয়ারম্যান কৃষিকাজের দিকে গুরুত্ব দেয় কি না ৮৫
৫.৪৯ কৃষিকাজের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ইউপি অফিস থেকে পান কিনা ৮৫
৫.৫০ আপনার আপনি ফসলের ন্যায্য মুল্য পান কিনা ৮৫
৫.৫১ ফসলের ন্যায্য মুল্য পান না কেন ৮৬
৫.৫২ কৃষি সংক্রান্ত কাজে ইউপির কাছে আপনাদের প্রত্যাশা কি কি ৮৬
৫.৫৩ আপনারা সময়মত সঠিক পরিমান বীজ, সার, কীটনাশক পান কিনা ৮৭
৫.৫৪ ভিজিএফ কার্ড, রেশন কার্ড, বয়স্ক ভাতা, বিদানভাতা এ গুলো বিতরণে কোন অনিয়ম আছে কিনা ৮৭
৫.৫৫ এলকায় যাতায়াত ব্যবস্থা নিয়ে আপনি সন্তুষ্ট কি না ৮৮
৫.৫৬ সরকারের দেওয়া স্বাস্থ্য সুবিধা সবই আপনি পান কি না ৮৮
৫.৫৭ নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে কিনা ৮৮
৫.৫৮ আপনি ইউপির কাজে সহযোগিতা করেন কি না ৮৯
৫.৫৯ সহজশর্তে ঋণ পাওয়ার কোন সুযোগ আপনার আছে কিনা ৮৯
৫.৬০ আপনার গ্রামে উপযুক্ত পারিমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে কি না ৮৯

*Dhaka University Institutional Repository*

# গ্রাফের তালিকা

*উত্তরদাতা- ঝিকেণী ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসন*

৫.১ আপনার পদ মর্যাদা ৫৯

৫.২ উত্তরদাতার বয়স ৬০

৫.৩ উত্তরদাতার লিঙ্গ ৬১

*উত্তরদাতা- ঝিকেণী ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ জনগণ*

৫.৩৮ উত্তরদাতার বয়স ৭৯

৫.৩৯ উত্তরদাতার লিঙ্গ ৮০

৫.৪১ উত্তরদাতার পেশা ৮১

## মানচিত্রের তালিকা

ঝিনাইদাহ জেলা ২৬

শৈলকূপা উপজেলা ২৭

## সংক্ষিপ্ত শব্দের বিশ্লেষণ (Acronym)

ইউপি : ইউনিয়ন পরিষদ

উপি : উপজেলা পরিষদ

কাবিখা : কাজের বিনিময়ে খাদ্য

জেপি : জেলা পরিষদ

VGF : Vulnerable Group Feeding

SPSS : Statistical Package for Social Sciences

Dhaka University Institutional Repository

# অধ্যায় - এক

## উপক্রমনিকা

### ১.১ সমস্যা নির্বাচন

স্বশাসিত বা স্বায়ত্ত্ব শাসিত স্থানীয় সরকার একটি রাষ্ট্রের সুশাসন প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি। সুদুর অতীত কাল হতেই দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে এ ব্যবস্থা চালু রয়েছে। প্রাচীন কাল হতে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার সূত্রপাত হলেও বৃটিশ আমলে এটি সাংবিধানিক ভিত্তি লাভ করে। স্বাধীনতা উত্তর বর্তমান বাংলাদেশে চার স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মধ্যে আমরা যে স্তরটির সক্রিয় কার্যক্রম খুঁজে পাই সেটি হল ইউনিয়ন পরিষদ। তবে যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়েছে ঠিক সেই অর্থে এই প্রতিষ্ঠানটির বিকাশ তেমন ঘটেনি। কারণ এখানে গনতন্ত্রের চর্চা স্বাধীনতা পূর্বকালে একেবারেই ছিলনা - আর স্বাধীনতা উত্তরকালে এটি ধারাবাহিকভাবে দেখা যায়নি।১ আবার সাংবিধানিক নির্দেশনা মোতাবেক পরিচালিতও হয়নি। দেশের বেশীর ভাগ জনগোষ্ঠী কৃষির উপর নির্ভরশীল। তাই তারা গ্রামে বাস করে। কৃষি প্রধান তথা গ্রাম প্রধান বাংলাদেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে হলে মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করা দরকার।

গ্রাম প্রধান বাংলাদেশে জনগণের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য কার্যকর স্থানীয় প্রশাসনিক ইউনিট গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরী। ঔপনিবেশিক শাসন, পাকিস্তানী সরকারের শোষণ, সামরিক শাসন ও স্বৈরাচারী শোষণের ফলে এদেশের শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রমুখী প্রবণতা সব সময় বিদ্যমান।২ যার ফলে তৃনমূল পর্যায়ে জনগণের সাথে সরকারের যোগাযোগ হয় খুব কম। এই প্রবণতা অত্যন্ত ঝুকিপূর্ণ। তাই স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে স্থানীয় প্রতিনিধির মাধ্যমে কেন্দ্রের সাথে যোগযোগ রক্ষাপূর্বক সকল স্তরের প্রশাসনিক এককের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে দেশে একটি শক্তিমালী নির্ভরশীল অর্থনীতি গড়ে তোলা সম্ভব। স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা শত বছরের পুরাতন হলেও এই অতি প্রাচীন ব্যবস্থাটির সাথে

---

[১] স্থাণীয় সরকার সহায়ক গ্রুপ নিউজ লেটার, ফেব্রুয়ারি ও অক্টোবর; পৃ. ১২; ২০০২, ঢাকা।

[২] কারণ ক্ষমতা আকঁড়ে রাখতে হলে স্বাধীন বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা তার জন্য একটি বাধা।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার আদৌ সমন্বয় ঘটানো সম্ভব হয়নি। নানা অব্যবস্থার মধ্যে পরিচালিত হচ্ছে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম। সেখানে পূর্ণ গণতন্ত্র চর্চ্চা হয়না, নির্ধারিত জন প্রতিনিধিরা উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণের বিষয়টি তোয়াক্কা করেন না। জবাবদিহিতার অভাব, নির্বাচিত নারী সদস্যরা তাদের প্রাপ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত, গ্রাম্য আদালতের কার্যক্রম অনুপস্থিত, জনপ্রিয়তা হারানোর ভয়ে জগণের কাছ হতে কর আদায় করা হয়না। এ সকল কারণেই বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা একটি দুর্বল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা রাজনীতির দুষ্টচক্রে আটকা পড়ে আছে। আর এর সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছে দেশের সাধারণ মানুষ। স্থানীয় সরকার বিষয়ে কোন সরকারের সিদ্ধান্ত পরবর্তী কোন সরকারকে বাস্তবায়ন করতে দেখা যায় না। রাজনৈতিক দলগুলো এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারছে না। ফলে দিন দিন অকার্যকর হয়ে পড়ছে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা। যা বর্তমানে স্থাণীয় এমপি'র একচছত্র দখলে চলে গেছে (আহমেদ, ১৯৯)।[৩]

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে দীর্ঘ দিনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সামরিক ও স্বৈর শাসনের ফলে জন প্রতিনিধি ও জনগণের সেবকদের বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টিকারী দুর্নীতির কারণে গণতন্ত্র যেমন দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারেনি তেমনি স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল করে গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। আমাদের বর্তমান শাসন তান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতার কেন্দ্রমুখী প্রবণতা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে কার্যকার করার ক্ষেত্রে একটি অন্তরায়। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের দাবিটিও আমাদের দেশে বর্তমানে একটি আন্দোলনে রূপ নিয়েছে। এ দাবির মূল লক্ষ্য হল গণতন্ত্র চর্চ্চা, সমাজের সুবিধা বঞ্চিতদের কাছে রাষ্ট্রের সুবিধা পৌছে দেওয়া ও নাগরিক ক্ষমতায়নের পথ সুগম করা। তাই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর ও শক্তিশালী করতে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ বিষয়টিতে বিশেষ আলোচনা করার যৌক্তিকতা রয়েছে। কারণ বিকেন্দ্রীকরণ না হলে স্বায়ত্ত্ব শাসন সম্ভব নয় (রহমান ও আলী, ২০০২)।[৪]

---

[৩] তোফায়েল আহমেদ (১৯৯৯) *বিকেন্দ্রীকরণ, মাঠ প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার*, পৃ. ২০-২৩; গণউন্নয়ন গ্রন্থাগার, ঢাকা।

[৪] হোসেন জিল্লুর রহমান ও খন্দকার সাখাওয়াত আলী (২০০২) *নতুন শতাব্দীতে স্থাণীয় সরকার*, (সম্পাদিত), পৃ. ৩২; পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

দেশের সার্বিক অবস্থার উন্নয়নের জন্যও যুগোপযোগী উন্নয়নকে ত্বরান্বিত ও গতিশীল করতে প্রশাসনের সর্বনিম্ন পর্যায় হতে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত সকল স্তরের প্রশাসনিক এককের সমন্বয় পূর্বক কার্যকর ও ফলপ্রসু প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করণের মাধ্যমে দেশের সকল স্তরের জনগণের জন্য মান সম্পন্ন জীবন যাপন পদ্ধতি, সমান সুযোগ সম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা, চিকিৎসা ব্যবস্থা ও কর্মক্ষেত্র তৈরী করে সমাজ ও দেশের অর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব।

১.২ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কার্যকরী সংজ্ঞা

স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসনিক কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে স্থানীয়ভাবে গঠিত এবং পরিচালিত শাসন ব্যবস্থাকে বলা হয় স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ।৫ এটি মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের একটি অংশ । স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা দেশের আইন পরিষদের তৈরি ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি স্বায়ওশাসিত প্রতিষ্ঠান । স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা পরিচালনা করেন এই প্রতিষ্ঠান । কেন্দ্রীয় সরকারী আইন প্রণয়ন ও বিধিমালা তৈরির মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের গঠন, আর্থিক সংস্থান এবং কার্যাবলী নির্দিষ্ট করে দেয় । কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো সংশ্লিষ্ট এলাকায় কর, ফি ও টোল আরোপ এবং আদায় করতে পারে ।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি দক্ষ প্রতিষ্ঠান ও বটে । বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশ গুলোয় স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা একটি স্থানীয় স্ব-শাসিত বা স্বায়ত্ত্বশাসিত (self-goverment) প্রতিষ্ঠান হিসেবেই অধিক পরিচিত। এ বিষয়ে জাতিসংঘের এক সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-

the term local self-goverment refers to a political sub-division of a nation or state which is constitutued by law and has substantial control of local affairs, including the power to impose taxes or exact labour for prescibecd purposes. The governing body of such an entity is elected or otherwise locally selected[6].

---

[৫] গৌতম মন্ডল (২০০৩) *রাজনীতির দৃষ্টচক্রে বন্দি বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা*, পৃ. ২২; শিউজ নেটওয়ার্ক, ঢাকা।

[৬] United Nations (2006:137) *A Report on Local Self Government* in Developig Countries.

Dhaka University Institutional Repository

আসলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ধারণাটি অত্যন্ত ব্যাপক । তাই সংজ্ঞায়িত করার চেয়ে একে একটি বিষয় হিসেবে দেখাই ভাল । তবুও অনেক গবেষক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছে। এক্ষেত্রে তারা মানদন্ড হিসেবে ধরেছেন স্থানীয় সরকারের কাঠামো, কার্যাবলী, ক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতাকে একে বারে সাধারণভাবে বললে স্থানীয় সরকার বলতে এমন এক জনসংগঠনকে বুঝায় যা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ভৌগোলিক সীমারেখায় একটি দেশের অঞ্চলভিত্তিতে বা জাতীয় সরকারের অংশ হিসেবে কাজ করে। ১৯৪০ এর দশকে জি. মনটগো মরিস তার কম্পারেটিভ লোকাল গর্ভমেন্ট বইয়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেন । তিনি অবশ্য দু ধরনের স্থানীয় সরকার সরকারের কথা বলেছেন। প্রথমত স্থাণীয় সরকার হলো কেন্দ্রিয় সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত সংস্থাসমূহ যারা সরকারের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে এবং দায়িত্বাবলীর জন্য জাতীয় সরকারের কাছে দায়ী থাকে। দ্বিতীয়ত স্থানীয় সরকার কোন এলাকার জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত সরকার । এই স্থানীয় সরকারসমূহ কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে কাজ করে ।৭ কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কিছু কিছু কাজ দায়িত্ব ও এখতিয়ার স্থানীয় সরকারসমূহের ওপর ছেড়ে দেয়া হয় । ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের মুখাপোক্ষী হয়ে না থেকে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিরা অর্পিত দায়ত্বি ও কার্যাবলী পালন করতে পারেন । মরিস বলেছেন , স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষনাতা, এখতিয়ার ও দায়িত্বের মধ্যে পার্থক্য থাকলে ও বিশ্বের অধিকাংশ দেশে স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকার ঠিক এভাবেই পাশাপাশি বিরাজমান । অপরদিকে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে চালর্স ব্যারই বলেছেন, স্থানীয় সরকার বলতে এমন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে বুঝায় যাদের দায়িত্বাবলী নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় কর ধার্য করতে পারে । যদি ও জাতীয় সরকার জনস্বার্থে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠা করে তবু ও ওইসব প্রতিষ্ঠান জাতীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে কাজ করে বা জাতীয় সরকারের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে ।

১.৩ গবেষণার যৌক্তিকতা

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উপর গবেষণায় মূলতঃ মাঠ পর্যায়ের তথ্যের উপস্থিতি কম। বেশিরভাগ লেখালেখি বা গবেষণা সেকেন্ডারি তথ্যের উপর ভিত্তি করে রচিত। কিন্তু এ গবেষণা কর্মটি কিছুটা সেকেন্ডারি তথ্য ব্যবহার করলেও মূলত মাঠ পর্যায়ের তথ্যের উপর

[৭] গৌতম মন্ডল, পৃ. ২৭; (২০০৩) *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

ভিত্তি করেই রচিত। এছাড়া বর্তমান প্রেক্ষাপটে স্থাণীয় সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকলে এবং এ ধারণার উপর ভিত্তি করে উপযুক্ত পদক্ষেপ না নিলে দেশের সার্বিক উন্নয়ন তথা দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যের পরিবর্তন কখনও সম্ভব হবে না। তাই বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে তৈরি এ গবেষণা কর্মটি কিছুটা হলেও বর্তমান পরিস্থিতির জন্য যুক্তি সঙ্গত।

গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন হওয়ার মধ্য দিয়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রসঙ্গে আমার নিজস্ব ধারণা স্বচ্ছ, স্পষ্ট ও বিস্তৃত হয়েছে। আর এর মধ্য দিয়ে জ্ঞানগত ক্ষেত্রে নুন্যতম ভূমিকা পালন করার সুযোগ ঘটলে তা গবেষণাধীন এলাকার বিপর্যস্ত এবং অধিকার ক্ষুণ্ন'দের দশা বদলাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে । এর আবশ্যকতা আমরা অনেকেই উপলব্ধি করি। এই উপলব্ধি গবেষণা কর্মের মধ্য দিয়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সমস্যা, সম্ভাবনা ও সমাধান যথাযথ ভাবে তুলে ধরা সম্ভব হবে যা সমাজের বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা বাড়াবে বলে আশা করা যায় । এ গবেষণা কর্মটি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির সাথে সাথে সামাজিক নীতিমালা প্রণয়নে এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় জনগণের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশাবাদী।

১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য

প্রত্যেকটি গবেষণা কর্মের ক্ষেত্রে গবেষণার উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা উচিত। তাই বর্তমান গবেষণার রয়েছে কিছু নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য। আর এ উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. ঐতিহাসিক ও বর্তমান অবস্থার নিরীক্ষে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন
২. দেশের সার্বিক উন্নয়নকল্পে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ব্যর্থতার কাছে মানুষের প্রত্যাশা তুলে ধরা
৩. মাঠ পর্যায়ের তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার দুর্বলতা ও ব্যর্থতার কারণ খুঁজে বের করা
৪. বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে এবং মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কার্যাবলী পর্যালোচনা

Dhaka University Institutional Repository

৫. সরকারী অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাধা সমূহ চিহ্নিতকরণ ও চিহ্নিত সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণ

৬. স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উপর কেন্দ্রিয় সরকার ব্যবস্থার কোন প্রভাব আছে কিনা তা বিশেষভাবে খতিয়ে দেখা

৭. স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা আধিকতর কার্যকর করতে বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সুপারিশমালা তৈরি

১.৫ প্রাসঙ্গিক লিটেরেচার রিভিউ

প্রাচীন সমাজে স্থানীয় সরকার ছিল গ্রাম প্রধান অথবা গোত্র প্রধান কে কেন্দ্র করে। যারা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাদের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করতো। কিন্তু বর্তমান স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের আওতায় থাকে। তারা কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া কর্মকান্ড পরিচালনা করে। তবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এটির তারতম্য ও পরিলক্ষিত হয়। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিম্নে তুলে ধরা হলো-

Samuel Hume and Eeleen Marten (2007) ***The Structure of Local Government: A Comparative Study of 81 Countries.*** The Hage: International Uninion of Local Authorities. হিউম এভং মার্টিন তাদের উক্ত বইয়ে বিভিন্ন দেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন । যেমন-

আফগানিস্থানঃ

ঐতিহ্যাসিক আফগান স্থানের সরকার ব্যবস্থা দু'ভাগে বিভক্ত। একটা কেন্দ্রীয় সরকার অন্যটি স্থানীয় সরকার। এদেশে বর্তমানে ৩৪টি প্রদেশ রয়েছে। তবে সোভিয়েত ইউনিয়নের যখন আফগাস্থান দখল করে তখন থেকেই স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ক্রমে দুর্বল হয়ে যায় এবং এর নিযন্ত্রন কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে চলে যায় সরাসরি । যেখানে মুজাহিদিন পার্টি এ সরকার ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রন করে।

Dhaka University Institutional Repository

আর্জেন্টিনাঃ

আর্জেন্টিনা ২৩টি প্রদেশ নিয়ে গঠিত। এই প্রদেশিক সরকার গঠিত হয় প্রতি চার বছরের জন্য। প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রনে চলে। তারা ব্যবসা, বানিজ্য, শুল্ক খাজনা আদায় সহ সব কাজে সরকারকে সাহায্য করে।

অষ্ট্রেলিয়াঃ

অষ্ট্রেলিয়া রয়েছে তিন ধরনের সরকার ব্যবস্থা যেখানে ফেডারেল এবং যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি রয়েছে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা। এখানে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে তৃতীয় সরকার ব্যবস্থা হিসাবে ধরা হয়। যারা কেন্দ্রীয় সরকারকে সর্বোত্তমভাবে সাহায্য করে।

কানাডাঃ

কানাডায় রয়েছে তিন ধরনের সরকার ব্যবস্থা। যেমন -ফেডারেল, প্রাদেশিক টেরিটোরিয়াল ব্যবস্থা। এখানে স্থানীয় সরকার টেরিটোরিয়াল সরকার ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রনে থাকে।

মিশরঃ

মিশরে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা, কেন্দ্রী সরকার ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রনে থাকে এবং খুব কমই তারা ক্ষমতার ব্যবহার করতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থার নিচে রয়েছে ২৬টি জেলা যার নিচে রয়েছে স্থানীয় সরকার -৩ গ্রাম।

ফ্রান্সঃ

ফ্রান্সের সংবিধান অনুযায়ী সেখানে তিন স্তরের স্থানীয় সরকার রয়েছে। এটি ২২টি আঞ্চলিক প্রদেশে বিভক্তি এবং এর মধ্যে ৯৬ টি বিভাগ রয়েছে।

জার্মানীঃ

জার্মানী একিট ফেডারেল সরকার ব্যবস্থা বিশিষ্ট দেশ। যার মধ্যে রয়েছে কয়েকটি এষ্টেট যাদের রয়েছে ভেটো দেওয়ার শক্তি। আর এখানে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা এই এষ্টেট এর নিয়ন্ত্রনে থাকে।

ভারতঃ

ভারতে রয়েছে তিন স্তরের সরকার ব্যবস্থা। কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা এখানে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা দু রকমের

১। গ্রামঞ্চলে পঞ্চায়েত এবং

২। শহরাঞ্চরে পৌরসভা।

Dhaka University Institutional Repository

আয়ারল্যান্ডঃ

এখানে স্থানীয় সরকার গড়ে উঠেছে ২৯টি কাউন্টি কাউন্সিল এবং ৫টি সিটি কাউন্সিল নিয়ে। তবে এরা খুব স্বাধীনভাবে তাদের কাজ কর্ম করতে পারে না এবং তাদের কাজ-কর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধান করতে পারে না। কারণ, কেন্দ্রীয় সরকার তাদের নানা বিষয়কে প্রভাবিত করে এবং হস্তক্ষেপ করে।

ইসরাইলঃ

এখানে রয়েছে চার ধরনের স্থানীয় শাসন।

১। শহরাঞ্চলে -পৌরসভা

২। স্থানী পরিষদ একক পৌরসভা (শহর এবং গ্রামে উভয় জায়গায়)

৩। আঞ্চলিক পরিষদ (দুই কক্ষ বিশিষ্টে পৌরসভা)

৪। শিল্পঞ্চল ভিত্তিক পরিষদ (দুই স্তর বিশিষ্ট একক পৌরসভা)

ইতালীঃ

ইতালীর সংবিধানে তিন ধরনের স্থানীয় সরকার রয়েছে। যেমন-

১। আঞ্চলিক - এরা বড় ধরনের কর্মকান্ড বা সিদ্ধান্ত নেয়।

২। প্রাদেশিক - এর রাস্তাঘাট, বনাঞ্চল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি দেখাশুনা করে।

৩। কমিউন- এর স্থানীয় পর্যায়ে নিজেদের কাজ করে।

জাপানঃ

জাপানের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা আঞ্চলিক (Prefectures) সরকার ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে গঠিত। এখানে পৌর সরকার গঠিত হয় কয়েকটি ঐতিহাসিক গ্রাম নিয়ে।

মালেশিয়াঃ

এখানে স্থানীয় সরকার; সরকার ব্যবস্থার সবচেয়ে নিচের ধাপ। এর উপরে রয়েছে প্রাদেশিক/আঞ্চলিক এবং কেন্দ্রীয় শাসন। এখানে স্থানীয় সরকার খাজনা আদায় করে, বিভিন্ন ধরনের নিয়ম কানুন তৈরি ও বিচার কার্য পরিচালনা করে। এছাড়া কেন্দ্রীয় প্রদত্ত সব কাজই করে।

মেক্সিকোঃ

এখানে রয়েছে ৩১টি স্টেট, এবং একটি ফেডারেল জেলা। আর প্রত্যেকটি স্টেট বিভিন্ন পৌরসভায় বিভক্ত। যারা স্থানীয় সরকারের কাজ করে।

Dhaka University Institutional Repository

নেদারল্যান্ডঃ

নেদারল্যান্ডে রয়েছে তিন পর্যায়ের সরকার ব্যবস্থা। যেখানে দুই ধরনের প্রাদেশিক এবং পৌরসভা । এরা কেন্দ্রীয় কাজ করে।

নিউজিল্যান্ডঃ

দু'ধরনের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা রয়েছে। একটা আঞ্চলিক, অন্যটা টেরিটোরিয়াল। বর্তমানে নিউজিল্যান্ডে ৮৬ টি স্থানীয় সরকারের কর্তৃপক্ষ রয়েছে যার মধ্যে ১২টি আঞ্চলিক এবং ৭৪টি টেরিটোরিয়াল ।

যুক্তরাজ্যঃ

যুক্তরাজ্যের চারটি দেশেই স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা রয়েছে -ইংল্যান্ড রয়েছে ৩৫৪টি স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ, ২৬ টি রয়েছে উত্তর আয়ারল্যান্ডে, ৩২টি স্কটল্যান্ডে এবং ২২টি রয়েছে ওয়েলসে।

এছাড়া তিনি তাঁর এ বইয়ে আরও ৬৪ টি দেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সর্ম্পকে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

***Local Government in Bangladesh,*** (2005) Edited by Kamal Siddiqui, the University Press Limited, Dhaka. কামাল সিদ্দিকী (সম্পাদিত) তাঁর এ বইয়ে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি আলোচনার প্রথমেই স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কিত তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। যেখানে তিনি উদার-গণতান্ত্রিক তত্ত্ব, অর্থনৈতিক বিশ্লেষণাত্মক তত্ত্ব, উগ্র অভিজাতবাদী তত্ত্ব, মার্ক্সবাদী তত্ত্ব ও বিকেন্দ্রীকরণ তত্ত্ব আলোচনা করেন। এর পর তিনি স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিবর্তনের এক সুদীর্ঘ ইতিহাস তুলে ধরেন। তিনি তাঁর এ বইয়ের ৩য় এবং ৪র্থ অধ্যায়ে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কাঠামো, গঠন প্রকৃতি ও কার্যাবলী সর্ম্পকে আলোচনা করেছেন। এ বইয়ের ৫ম এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার অর্থনৈতিক দিক এবং এর সদস্যদের বিষয়াবলী আলোচনা করেছেন। তবে তিনি ৭ম অধ্যায়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সাথে কেন্দ্রিয় সরকার ব্যবস্থার যে সম্পর্ক তা তুলে

Dhaka University Institutional Repository

ধরেছেন এবং ৮ম অধ্যায়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার নানারকম গুরুত্বপূর্ণ দিক ও প্রধান বাধা/সমস্যাগুলো আলোচনা করেছেন।

গৌতম মন্ডল তাঁর বই *রাজনীতির দুষ্টচক্রে বন্দি বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা*, ২০০৩, এ বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে তিনি স্থাণীয় সরকার ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিবর্তন, তার কাঠামো ও কার্যাবলী, ইউপি সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, বর্তমান সমস্যা ও এ সর্ম্পকিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাক্ষাৎকার তুলে ধরা সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। তবে এ বইয়ে তিনি তাঁর নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন মূলত স্থাণীয় সরকার ব্যবস্থার বর্তমান সমস্যা নিয়ে। যেখানে তিনি আলোকপাত করেছেন নিম্নলিখিত বিষয় সমূহের উপর- গণতন্ত্র ও সুশাসন বিষয়ক সমস্যা, প্রশাসনিক কর্মকান্ড বিষয়ক সমস্যা, বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে সমস্যা , নিজস্ব তহবিল গঠন বিষয়ক সমস্যা, উন্নয়ন কাজে জটিলতা , স্বাস্থ্য ও শিক্ষ সংক্রান্ত সমস্যা , গ্রাম আদালত ও সালিশ সংক্রান্ত সমস্যা, নারী সদস্যদের সমমর্যাদা দেয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা । এছাড়া তিনি স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় আরও নানা সমস্যা তুলে ধরেন- যেমন অনেক ইউনিয়ন পরিষদে জন্ম ও মৃত্যুর ঘটনা নিবন্ধন করার কাজটি ঠিক মতো করা হয় না । এলাকার ছিন্ন মূল শিশুদের সহায়তা প্রদান করা হয় না । শিশুদের স্বাভাবিক মনোবিকাশে অনেক স্থানে খেলার মাঠ পর্যন্ত নেই । এলাকার অনেক শিশু অভাবের কারণে শিক্ষা গ্রহন করতে পারে না । এক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের তাদের প্রতি সাহয্যের হাত বাড়ায় না । গ্রামঞ্চলে অবাধে চলে শিশুশ্রম । জনপ্রতিনিধিদের সামনেই বিশাল আকারের গাছ কেটে ইটভাটায় পোড়ানো হয় । গ্রামীণ পরিবেশ ধ্বংস করা স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা এসব কাজে বাধা দিতে পারেন । কিন্ত তারা তা করেন না ।

১.৬ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বির্বতন ধারা

বর্তমানে আমরা যে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা দেখছি তার রয়েছে একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। যেমন- বৈদিক সাহিত্য মতে, ভিলজে কাউন্সিল নামে স্থানীয় সরকায়ের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গেছে ১৫০০ খ্রিস্ট্রাব্দ পূর্ব থেকে ১০০০ সময়কালে । তখন ও ব্যবস্থা সাব্হা বা মহা সাব্হা নামে পরিচিত ছিল । এর মাধ্যমে কতগুলো কমিটিকে নিয়ন্ত্রণ এবং গ্রাম

Dhaka University Institutional Repository

প্রশাসনকে পরিচালনা করা হতো ।৮ তবে ইতিহাসবিদদের মতে, দক্ষিন এশিয়ায় স্থানীয় প্রশাসন এবং প্রাচীন স্থানীয় সরকারের মৌলিক কাঠামো গড়ে ওঠে ৩০০ খ্রিস্টাব্দ পূর্ব থেকে। স্থানীয় প্রশাসন তথা মাঠ পর্যায়ে জনপ্রশাসনের বিবর্তনের দীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আমাদের আজকের বিভাগ, জেলা, থানা/ উপজেলা ও গ্রাম ব্যবস্থ যথাক্রমে প্রাচীন, বৌদ্ধ ও হিন্দু আমলের ভুক্তি বিষয়, মন্ডল বীথি ও গ্রামেরই প্রতিরূপ । তবে প্রাচীন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কার্যপরিধি, সাংগঠনিক কাঠামো এবং জনসাধানণের অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে বিবর্তন সাধিত হয়েছে তা ছিল মৌলিক ও যুগান্তকারী পদক্ষেপ ।

*ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে স্থানীয় সরকার প্রশাসনিক একক ও স্থানীয় সরকার ইউনিটের তালিকা*

| বৌদ্ধ/ হিন্দু আমল (৩১২-১৬ খ্রিঃ পূর্ব অব্দ (৬৫০-১২০৬ খ্রিঃ) | | মুসলমান আমল (সুলতানা) (১২০৬-১৫৩৮ খ্রিঃ) | | মুসলমান আমল (মোঘল/নবাবী) (১৫৭৬-১৮৮০খ্রি) | | ব্রিটিশ আমল (১৭৮০-১৯৪৭) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রতিষ্ঠান | প্রশাসক | প্রতিষ্ঠান | প্রশাসক | প্রতিষ্ঠান | প্রশাসক | প্রতিষ্ঠান | প্রশাসক |
| ভুক্তি | উপারিক | ইকলিক | ওজীর | সুয়া | সুবেদার/ নাজিম | | গভর্নর কমিশনার |
| বিষয় | বিষয়পতি/ কুমারমাত্য | আরশা | শার-ই লস্কর | সরকার/ চাকল | ফৌজাদার/ চকলদার | জেলা কালেক্টর | ডিসি ডিএম |
| মন্ডল/ | অধিকরণিক | শহর | ওই | পরগাণা | শিকদার | মহকুমা | এসডিও |
| - | - | কসবা/ থিট্রা | ওই | থানা | থানাদার | সার্কেল/ | সিও/ওসি |
| গ্রাম | গ্রামপ্রতি/ গ্রামিক/মহাত্তার | - | - | মহলা মহলাদার | মহালিক/ গ্রাম | ইউনিয়ন | - |

উৎসঃ মো. আনিসুজ্জামান (১৯৮২), *বাংলাদেশের লোকপ্রশাসনঃ তত্ত্ব ও তথ্য*, সেন্টার ফর সোসাল স্টাডিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তবে ব্রিটিশ আমলের পূর্বে এদেশে কী ধরণের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চালূ ছিল সে বিষয়ে নির্ভরযোগ্য দলিলপত্র পাওয়া যায় না । সমাজ বিজ্ঞানীদের অনেকে মনে করেন, ব্রিটিশদের আগমনের পূর্বে তৎকালীণ বাংলাদেশ ভূখন্ডের অধিকাংশ গ্রামে পঞ্চায়েত প্রথা প্রচলিত ছিল। তখন প্রতিটি গ্রামে পাঁচ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি নিয়ে পঞ্চায়েত গঠিত হত । সামাজিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া ছাড়াও তাদের দায়িত্ব ছিল বিচারকার্য সম্পাদন ও গ্রামের শান্তি শৃংখলা রক্ষা করা । পঞ্চায়েতগুলো দায়িত্ব পালনের জন্য নিজেরাই তহবিল সংগ্রহ করতো । তবে এর কোন আইনগত ভিত্তি ছিল না ।

৮ গৌতম মন্ডল, পৃ. ২৪; (২০০৩) *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৩ সালে সালে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বে শহরে জাস্টিজ অফ পিস নামে প্রথম স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চালু করে । তবে এর ও আগে ১৯৮৯ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী মাদ্রাজ শহরে প্রথম পৌর ব্যবস্থার প্রবর্তন করে । পরে ১৮৪২ সালে পৌর প্রশাসক প্রবর্তন আইন তৈরির মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ওই উদ্যোগ একটি অবয়ব পায় । আর গ্রামীন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সর্বপ্রথম সাংবিধনিক ভিত্তি পায়। ১৮৭০ সালে বেঙ্গল চৌকিদার আইন প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে । এরপর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় ঘটে নানা পরিবর্তন ।

*স্থানীয় সরাকার ব্যবস্থার বিবর্তন*

গ্রাম চৌকিদারী আইন, ১৮৭০

↓

বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন আইন, ১৮৮৫

↓

বঙ্গীয় পল্লী স্বায়ত্বশাসন আইন, ১৯১৯

↓

মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ, ১৯৫৯ (পাকিস্তান আমল)

↓

স্বাধীনতা উত্তর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা

↓

রাষ্ট্রপতি আদেশ নং ৭, ১৯৭২

↓

রাষ্ট্রপতি আদেশ নং ২২, ১৯৭২

↓

স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ, ১৯৭৬

↓

স্থানীয় সরকার সংশোধন অধ্যাদেশ, ১৯৮০

↓

স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা প্রশাসন পুণর্গঠন) অধ্যাদেশ ১৯৮২

↓

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩

↓

স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন, ১৯৮৮

↓

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ)(সংশোধন) আইন, ১৯৯৩

↓

প্রজ্ঞাপন, ১৯৯৩

↓

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধন ) আইন, ১৯৯৭

Dhaka University Institutional Repository

স্থানীয় সরাকার ব্যবস্থার এই বিবর্তনকে এবার আমরা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করতে পারি -

*ক. গ্রাম চৌকিদারী আইন, ১৮৭০*

আইনগতভাবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয় ১৮৭০ সালে গ্রাম চৌকিদারী আইন পাসের মাধ্যমে । ব্রিটিশ লর্ড মেয়ো-এর শাসনামলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সুবিধার্থে এবং পল্লী অঞ্চলে ব্রিটিশ প্রশাসনের ভিত্তি দৃঢ় করার লক্ষ্যে গ্রাম চৌকিদারী আইনের অধীনে কয়েকটি গ্রামকে একটি ইউনিয়নে অন্তর্ভূক্ত করা হয় । এরপর প্রতি ইউনিয়নে পাঁচ সদস্যের চৌকিদারী পঞ্চায়েত গঠন করা হয়। তিন বছর মেয়াদকালের জন্য পঞ্চায়েতের সদস্যদের সরকারের পক্ষে নিয়োগ দিতেন জেল ম্যাজিস্ট্রেট । শান্তি-শৃংখলা রক্ষার্থে চৌকিদার নিয়োগ করা এবং চৌকিদারী কর আদায়ের মাধ্যমে চৌকিদারের বেতনের ব্যবস্থা করা ছিল পঞ্চায়েতের দায়িত্ব । তবে জনকল্যাণমূলক কোন কাজের দায়িত্ব ওই পঞ্চায়েতের ছিল না । চৌকিদারী পঞ্চায়েতগুলো মূলত আইন-শৃংখলা রক্ষার্থে এবং রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রশাসনকে সাহায্য করতো । এর সদস্যরা তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিনিধি না হয়ে সরকারী কর্মচারী হিসেবে বিবেচিত হতেন ।

*খ. বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ওশাসন আইন, ১৮৮৫*

নানা কারণে চৌকিদারী পঞ্চায়েতের পরিবর্তে একটি প্রতিনিধিত্বশীল স্থানীয় সরকার গঠনের জন্য ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন আইন-এর প্রবর্তন করা হয় । স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় প্রতিনিধিত্বশীল নীতি গ্রহণের কারণে এটি স্থানীয় সরকারের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয় । এই আইনের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় । স্তরগুলো হলো : (ক)ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন কমিটি ; (খ) মহকুমা পর্যায়ে লোকাল বোর্ড এবং (গ) জেলা পর্যায়ে জেলা বোর্ড । সে সময়ে ও কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হত । এর আয়তন ছিল প্রায় ১২ বর্গমাইল এবং সদস্য সংখ্যা ছিল পাঁচ থেকে নয় জন । গ্রামবাসীরা ইউনিয়ন কমিটির সদস্যদের নির্বাচিত করতেন । অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন কমিটিগুলো জেলা বোর্ডের অনুদানের উপর নির্ভরশীল ছিল । কমিটির সদস্যরা মূলত রাস্তা তৈরি, জনস্বাস্থ্য রক্ষা এবং প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলো তত্ত্বাবধান করতেন । অবশ্য

Dhaka University Institutional Repository

ইউনিয়ন কমিটির পাশাপাশি চৌকিদারী পঞ্চায়েত ও বহাল ছিল। ফলে সেকালে পল্লী অঞ্চলে এক ধরনের দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল ।

মহকুমা পর্যায়ে লোকাল বোর্ড গঠিত হত ছয় জন সদস্য নিয়ে । সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশ সরকার মনোনয়ন দিতেন । তাদের মধ্য থেকে একজনকে চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হত । এ বোর্ডের নির্দিষ্ট কোন দায়িত্ব ও আয়ের উৎস ছিল না । লোকাল বোর্ড মূলত জেলা বোর্ডর এজেন্ট হিসেবে কাজ করতো জেলা বোর্ড গঠিত হত নির্বাচিত ও মনোনিত সদস্যদের নিয়ে । বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচন করতেন প্রাদেশিক সরকার অথবা বোর্ডের সদস্যরা তাদের নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে চেয়ারম্যান মনোনিত করতেন । ১৯৬৩ সালে লোকাল বোর্ড বিলুপ্ত করা হয় এবং জেলা বোর্ডের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য ভোটারের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচনের বিধান রাখা হয় । প্রাথমিক শিক্ষা, পল্লী এলকার সড়ক ও সেতু নির্মাণ সনস্বাস্থ্য এবং পয়; নিস্কাশন সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব পালন করতো জেলা বোর্ড । জেলা বোর্ডের আয়ের মূল উৎস ছিল সেচ,ফি এবং এ সংক্রান্ত বিধান লঙ্ঘনের জন্য জরিমানা থেকে প্রাপ্ত অর্থ ও সরকারি অনুদান । [৯]

*গ. বঙ্গীয় পল্লী স্বায়ত্তশাসন আইন, ১৯১৯*

পরবর্তী সময়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা হয় ১৯১৯ সালের বঙ্গীয় পল্লী স্বায়শাসন আইন পাসের মাধ্যমে । এই আইনের দ্বারা দুই স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রবর্তন করা হয় । স্তর দু'টি হলো-ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন বোর্ড এবং জেলা পর্যায়ে জেলা বোর্ড। ইউনিয়ন বোর্ডের মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ মনোনয়ন দিতে সরকার এবং বাকীরা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতেন । এ পর্যায়ে মহিলাদের কোন ভোটধিকার ছিল না । নিরাপত্তা বিধান, রাস্তা ও সেতু/ কালভার্ট নির্মাণ, স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান দাতব্য চিকিৎসালয় ও স্কুল সংরক্ষণ, পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা এবং জেলা বোর্ডকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবারাহ করাই ছিল ইউনিয়ন বোর্ডের প্রধান কাজ । কর আরোপ ও ছোটখাটো ফৌজদারী বিবাদ মীমংসার ক্ষমতা তখন ইউনিয়ন বোর্ডকে দেয়া হয় । অন্যদিকে জেলা বোর্ডের সদস্যরা সরাসরিভাবে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে একজন চেয়ারম্যান এবং বা দুই জন ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত করতেন। জেলা বোর্ডকে অন্যান্য কার্যাবলীর সাথে সব ধরনের নৌ

[৯] গৌতম মন্ডল (২০০৩) *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

যান (ফেরি) ব্যবহারের টোল আদায়ের ক্ষমতা দেয়া হয় এবং সরকার থেকে মটর-যান ট্যাক্সের অংশ ছেড়ে দেয়ার বিধান করা হয় ।

*ঘ. মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ, ১৯৫৯ (পাকিস্তান আমল)*

১৯৭৪ সালে ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে ভারত এবং পাকিস্তান দু'টি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এ বিভক্তির পর পাকিস্তানে ইউনিয়ন ও জেলা বোর্ডের মাধ্যমেই স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা পরিচালিত হতে থাকে । ১৯৫৮ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে শুরু হয় এক দীর্ঘমেয়াদি সামরিক শাসন । অভ্যুত্থানের এক বছরের মধ্যে জারি করা হয় মৌলিক গণতন্ত্রে আদেশ, ১৯৫৯। এর মাধ্যমে আবার চার স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার গঠন করা হয় স্তরগুলো হলো - ১.ইউনিয়ন কাউন্সিল ২. থানা কাউন্সিল ৩. জেলা কাউন্সিল এবং ৪. বিভাগীয় কাউন্সিল ।

এই আদেশ অনুযায়ী গড়ে দশ হাজার লোকের বসবাস- এলাকা নিয়ে একেকটি ইউনিয়ন কাউন্সিল গঠন করা হতো । এর সদস্য সংখ্যা ছিল দশ থেকে পনের জন । মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ জনগণ নির্বাচন করতেন এবং বাকী সদস্যদের মনোনিত করতো সরকার । তবে ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের পর মনোনয়ন প্রথা বাতিল করা হয় । তখন সদস্যদের থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে একজন চেয়ারম্যান ও একজন ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত করার বিধান প্রবর্তন হয় । কৃষি উন্নয়ন, পানি সরবারহ , শিক্ষা, যোগাযোগ,সমাজকল্যাণসহ মোট ৩৭টি কার্যাবলী সম্পাদনের দায়িত্ব ইউনিয়ন কাউন্সিলকে দেয়া হয় । মৌলিক গণতন্ত্র আদেশে ইউনিয়ন কাউন্সিলকে তহবিল গঠন করার জন্য চৌকিদারী কর ছাড়া ও সম্পত্তির উপর করারোপ ও অন্যান্য করারোপের ক্ষমতা দেয়া হয় । এছাড়া সালিশী আদালত গঠন করার মাধ্যমে বিচার বিভাগের ক্ষমতা দেয়া হয় । এরপর ১৯৬১ সালে মুসলিম পারিবারিক ও বিবাহ আইনের মাধ্যমে ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যরা সালিশী আদালতে বিচার করার ক্ষমতা পান । ১০

অন্যদিকে জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে থানা কাউন্সিল গঠিত হতো । মহকুমা প্রশাসক এর চেয়ারম্যান হিসেবে ও সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) ভাইস-চেয়ারম্যান

---

[১০] গৌতম মন্ডল (২০০৩) *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। সংশ্লিষ্ট থানার অন্তর্গত সকল ইউনিয়নের ও টাউন কমিটির কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন করাই ছিল থানা কাউন্সিলের মূল কাজ । এর যাবতীয় কার্যাবলীর ব্যয় বহন করতো সরকার । তাই নিজস্ব তহবিল গঠনের জন্য থানা কউন্সিলকে কর ধার্য করা বা কর আদায়ের কোন ক্ষমতা দেয়া হয়নি । অপরদিকে জেলা কাউন্সিলে সংশ্লিষ্ট জেলার অন্তর্ভূক্ত সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও টাউন কমিটির চেয়ারম্যান মিলে কাউন্সিলের অর্ধেক সদস্যকে নির্বাচন করতেন । বাকী সস্যরা হতেন সরকারি কর্মকর্তা ও সরকার কর্তৃক মনোনিত ব্যক্তি । তখন সরকারি অনুদান ছাড়া ও কর আদায় ও বিভিন্ন ধরনের টোল আদায়ের মাধ্যমে জেলা কাউন্সিলের তহবিল গঠন করা যেত । বিধান অনুযারী জেলা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করতন জেলা প্রশাসক । একইভাবে বিভাগীয় কমিশনার বিভাগীয় কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করতেন । বিভাগীয় কাউন্সিল সরকারী ও বেসরকারি সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হত । এর মূল দায়িত্ব ছিল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা ।

মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ' ধারণাটি ছিল একটি আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা । কেননা, জেলা কাউন্সিলের প্রধান হতেন সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক । ফলে জেলা কাউন্সিল ব্যবস্থা কখনই আমলাতন্ত্র থেকে মুক্ত হতে পারেনি । এক্ষেত্রে অবশ্য জেলা বোর্ডের সঙ্গে জেলা কাউন্সিলের একটা স্পষ্ট পার্থক্য ছিল । যেমন, জেলা কাউন্সিল আমলাতান্ত্রিকতার মধ্যে ঘুরপাক খেলে ও জেলা বোর্ড ছিল আমলাতন্ত্র থেকে আলাদা । কারণ, জেলা বোর্ডের প্রধান ছিলেন একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান, সরকারের কোন আমলা নন । তবে জেলা কাউন্সিলে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা ছিল না ।

*ঙ. রাষ্ট্রপতি আদেশ নং ৭, ১৯৭২*

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশের স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা রাখে । বাংলাদেশকে ৬১টি জেলায় বিভক্ত করে প্রতিটি জেলায় একজন করে প্রশাসক নিয়োগ দেয়া হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল সার্বিক জেলা প্রশাসনকে রাজনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা রাষ্টপতি আদেশ নং ৭,১৯৭২- এর মাধ্যমে ইউনিয়ন কাউন্সিল বাতিল করে ইউনিয়ন পঞ্চায়েত করা হয় এবং একজন প্রশাসক

Dhaka University Institutional Repository

নিয়োগ দেয়া হয় । থানা কাউন্সিলের নাম রাখা হয় থানা উন্নয়ন কমিটি এবং জেলা কাউন্সিলের রাখা হয় জেলা বোর্ড ।

*চ. রাষ্ট্রপতি আদেশ নং ২২, ১৯৭২*

রাষ্ট্রপতি আদেশ নং ২২, ১৯৭২-এর মাধ্যমে আবার ইউনিয়ন পঞ্চায়েতের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ইউনিয়ন পরিষদ । এই আদেশ বলে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদকে তিনটি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয় । প্রতি ওয়ার্ড থেকে তিন জন করে সদস্য এবং পুরো ইউনিয়ন থেকে একজন চেয়ারম্যান ও একজন ভাইস-চেয়ারম্যানসহ মোট ১১ জন সদস্য নিয়ে প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করা হতো । তবে তখনও মহিলাদের জন্য কোন আসন সংরক্ষিত ছিল না ।

*ছ. স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ, ১৯৭৬*

১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশের মাধ্যমে বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদ গঠনে বেশ পরিবর্তন আনা হয় । এ অধ্যাদেশটি নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়। তিন স্তর বিশিষ্ট এ সরকার ব্যবস্থায় ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পর্যায়ে থানা পরিষদ এবং জেলা পর্যায়ে জেলা পর্যায়ে জেলা পরিষদ প্রবর্তন করা হয় । স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ এর মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ গঠনে যেসব পার্থক্য আনা হয সেগুলো হল ভাইস-চেয়ারম্যানের পদটি বাতিল করে একজন চেয়ারম্যান ও৯ জন সদস্য সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন । প্রথমবারের মত দু'জন মনোনীত মহিলা সদস্য ও দু'জন প্রতিনিধি সদস্য (কৃষকের মধ্য থেকে একজন) ইউনিয়ন পরিষদে অন্তর্ভুক্ত করা হয় । নির্ধারিত ৪০ টি কার্যাবলী ছাড়াও অনির্ধারিত কাজ যেমন, জাতীয়তা ও চরিত্রগত সার্টিফিকেট প্রদান এবং আদমশুমারীর কাজে সহায়তার দায়িত্ব ইউনিয়ন পরিষদকে দেয়া হয় ।[১১]

এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী থানা কমিটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় থানা পরিষদ । থানা পরিষদ সরকারি ও বেসরকারি সদস্যদের সমন্বয়ে গঠনের বিধান করা হয় । থানা পরিষদের

---

[১১] গৌতম মন্ডল, পৃ. ২৯; (২০০৩) *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান হিসাবে যথাক্রমে মহকুমা প্রশাসক ও সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) দায়িত্ব পালন করতেন । থানা পরিষদের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হতো ইউনিয়ন পরিষদগুলোর উন্নয়ন পরিকল্পনার ভিত্তিতে । থানা পরিষদের মূল দায়িত্ব ছিল ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন কর্মকান্ডে সহযোহিতা করা । তাছাড়া স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ অনুসারে নির্বাচিত সরকারি কর্মকর্তা এবং মহিলা সদস্যদের সমন্বয়ে জেলা পরিষদ গঠনের বিধান করা হয় । সিদ্ধান্ত হয়, নির্বাচিত ও মহিলা সদস্যদের মধ্য থেকে একজন চেয়ারম্যান ও একজন ভাইস-চেয়ারম্যান রাখা হবে । তবে এই অধ্যাদেশ জারি হওয়ার পর একবার ও জেলা পরিষদ নির্বাচন হয়নি । পাঠাগার ,হাসপাতাল সরকারি সড়ক , কালভার্ট সেতু সরকারি বাগান , খেলার মাঠ, রেস্টহাউস ইত্যাদি নির্মাণ ও রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করতো জেলা পরিষদ । উল্লেখ্য,১৯৭৮ সালে এক বিজ্ঞাপ্তির মাধ্যমে পুনরায় থানা উন্নয়ন কমিটি গঠন করা হয় । ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ পদাধিকার বলে থানা উন্নয়ন কমিটির প্রতিনিধি সদস্য ছিলেন । কমিটি তিনি থেকে আট জন সরকারি কর্মকর্তাকে সদস্য হিসেবে অর্ন্তভুক্ত করতে পারতো । কিন্ত ১৯৮২ সালে থানা কমিটি বিলুপ্ত করে উন্নয়ন কার্যক্রমের সমস্ত দায়িত্ব উপজেলা পরিষদের কাছে হস্তান্তর করা হয় ।

*জ. স্থানীয় সরকার সংশোধন অধ্যাদেশ, ১৯৮০*

স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ ১৯৭৬ সংশোধনের মাধ্যমে ১৯৮০ সালে গ্রাম পর্যায়ে স্বনির্ভর গ্রাম সরকার প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় । স্থানীয় সরকারকে আর ও শক্তিশালীকরণ,অধিক স্বাধীনতা প্রদান এবং তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের উন্নয়নে সহায়তা করতে স্বনির্ভর গ্রাম সরকার ভিত্তিক স্থানীয় সরকার প্রবর্তন কর হয় । এ উদ্দেশ্যে প্রতর্তিত গ্রাম সরকার বিধি অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে প্রতিনি গ্রামে একজন গ্রাম প্রধান ও দু'জন মহিলাসহ ১২ জন সদস্য নিয়ে গ্রাম সরকার গঠন করা হয় । গ্রাম প্রধান ও গ্রাম সরকারের সকল সদস্য গ্রাম সভার সদস্যদের ঐকত্যের ভিত্তিতে মনোনীত হতেন । গ্রাম প্রধান সদস্যদের মধ্যে থেকে এক জনকে সচিব নিয়োগ করতেন । স্বনির্ভর গ্রাম সরকারের কাজ ছিল প্রধানত চারটি । যথা- অধিক খাদ্য উৎপাদন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, জন্মনিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনার প্রসার এবং আইন-শৃংখলা রক্ষা ।

Dhaka University Institutional Repository

স্বনির্ভর গ্রাম সরকারকে গুরুত্বপূর্ন কিছু দায়িত্ব দেয়া হলে ও সরকারের পক্ষে থেকে একে কোন আর্থিক সমর্থন দেয়া হয়নি । নিজের আয়ের জন্য করা ধার্যের ক্ষমতা না থাকায় এর কোন আর্থিক সংস্থানও ছিল না । তারপর ও স্বনির্ভর গ্রাম সরকারকে ঘিরে গ্রামাঞ্চলে নানা ধরনের কোন্দল এবং প্রাতিষ্ঠানিক দ্বন্দ্বের মধ্যে নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা গেছে । ওই সব দ্বন্দ্বের মধ্যে নেতৃত্বের দ্বন্দ্বই ছিল বেশি । ১৯৮২ সালে স্বনির্ভর গ্রাম সরকার পদ্ধতি বিলুপ্ত করা হয় ।

*ঝ. স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা প্রশাসন পুণর্গঠন) অধ্যাদেশ, ১৯৮২*

ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জারি করা হয় স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা প্রশাসন পুনর্গঠন) অধ্যাদেশ ১৯৮২ । এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান, প্রতিনিধি সদস্য, সরকারি কর্মকর্তা এবং মনোনীত সদস্য নিয়ে উপজেলা পরিষদ গঠিত হতো । উপজেলা পরিষদে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারের প্রতিনিধি ছাড়া অন্য সদস্যাদের ভোটাধিকার ছিল । উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উপজেলা পরিষদের সচিবের দায়িত্ব পালন করতেন এবং বিভাগের মধ্যে কাজের সমন্বয় সাধনে সহায়তা করতেন । স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রথমবারের মত এই অধ্যাদেশে দু'টি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয় । বিষয় দুটি হলো, জনগণের অংশগ্রহণ এবং মেধাভিত্তিক প্রশাসনিক ইউনিট ।

*ঞ. স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩*

১৯৮৩ সালে জারি করা এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের গঠন ও এর নিজস্ব আয়ের ক্ষেত্রে পরিবর্তণ আনা হয় । পরবর্তী সময়ে এই অধ্যাদেশে কিছু পরিবর্তন করা হয়। এবং তার ওপর ভিত্তি করে বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে । এ অধ্যাদেশ অনুযায়ী প্রত্যক্ষ ভোট নির্বাচিত একজন চেয়ারম্যান, তিনটি ওয়ার্ডের প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে তিন জন করে মোট নয় জন সদস্য এবং তিন জন মনোনীত মহিলা সদস্যের সমন্বয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করা হতো । এক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদকে কিছু নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেয়া হয়, যেমন রাজস্ব আদায়, প্রশাসন পরিচালনা , নিরাপত্তা রক্ষা ও উন্নয়নমূলক কার্যাদি সম্পাদন । কিন্তু এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব আয়ের উৎস

Dhaka University Institutional Repository

২৮টি হতে কমিয়ে পাঁচটিতে সীমাবদ্ধ করা হয় । ওই পাঁচটি উৎস হলো (১) বাড়ি ও দালান-কোঠার উপর কর (২) গ্রাম পুলিশ কর (৩) জন্ম বিবাহ ও ভোজের উপর ফি (৪) জনকল্যান সহায়ক কাজের অর্থ সংগ্রহের জন্য এলাকার প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের উপর কর এবং (৫) ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত জনস্বার্থে বিশেষ কল্যাণকর কাজের জন্য ফি।

*ট. স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন, ১৯৮৮*

তিন বছরের জন্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নিয়োগ দেয়ার বিধান করে জারি করা হয় স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন-১৯৮৮। এ আইন অনুসারে প্রতিনিধি সদস্য,মনোনীত সদস্য , মহিলা সদস্য এবং সরকারী সদস্যের সমন্বয়ে জেলা পরিষদ গঠন করা হয় । জেলা পরিষদের আবশ্যিক কার্যাবলী ছিল ১২টি এবং ঐচ্ছিক কার্যাবলী ৬৯ টি । তবে এ আইন অনুযায়ী সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে জেলা পরিষদ যে কোন বানিজ্যিক কার্যক্রম বা প্রকল্প গ্রহন, বাস্তবায়ন বা পরিচালনা করতে পারবে । তবে ও পর্যন্ত জেলা পরিষদে কাউকে চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হয়নি ।১২

*ঠ. স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ)(সংশোধন) আইন, ১৯৯৩*

এ আইনের মাধ্যমে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদকে তিনটির পবিবর্তে নয়টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয় । এ আইন অনুযায়ী ইউনিয়নের বাসিন্দাদের প্রত্যক্ষ ভোটে একজন চেয়ারম্যান এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডবাসীর ভোটে প্রতি ওয়ার্ড থেকে একজন করে মোট নয় জন সদস্য নির্বাচিত হতেন । মহিলাদের জন্য তিনটি আসন সংরক্ষিত রাখা হয় এবং তারা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ভোট নির্বাচিত হতেন। পরিষদের মেয়াদকাল করা হয় পাঁচ বছর । এই সংশোধনী আইন অনুযায়ী প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের সাতটি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠনের বিধান করা হয । তাছাড়া এ আইনের দ্বিতীয় তফসীলে ছয়টি উৎস হতে ইউনিয়ন পরিষদকে কর রেট ও ফি আদায়ের ক্ষমতা দেয়া হয় ।

*ড. প্রজ্ঞাপন, ১৯৯৩*

১৯৯৩ সালের ২৬ সেপ্টম্বর এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যেমে প্রতিটি থানায় গঠন করা হয় একটি থানা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি । ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের মধ্য থেকে একজন (প্রতি

---

১২

Dhaka University Institutional Repository

সভার জন্য) পালাক্রমে কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন । কমিটির সদস্যরা হলেন থানার সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রতি থানার ইউনিয়ন পরিষদসমূহের নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের মধ্য হতে তিন জন (সরকার মনোনীত), থানায় কর্মরত বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানগণ, সংশ্লিষ্ট এলাকার সংসদ সদস্য থানা উন্নয়ন কমিটির উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন ।

*ঢ. স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধন ) আইন, ১৯৯৭*

১৯৮৩ সালের স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ এবং ১৯৯৭ সালে সর্বশেষ সংশোধিত আইন অনুযায়ী বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে । এ আইনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থ ইউনিয়ন পরিষদ কাঠমোর কিছু পরিবর্তন আনা হয় । এখন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানসহ ১৩ জন নিবাচিত প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হয়। এ নতুন ব্যবস্থায় মহিলাদের জন্য তিনটি সংরক্ষিত আসনের বিধান রাখা হয়েছে । এই বিধান অনুযায়ী জনগণের সরাসরি ভোট নির্বাচিত হয়ে মহিলারা বর্তমানে জনপ্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন।

Dhaka University Institutional Repository

# অধ্যায়- দুই

## তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

সামগ্রিকভাবে সরকার রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে যতগুলো তত্ত্ব আছে তা পর্যাপ্ত বলে মনে হলেও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে খুব সামান্যই তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ রয়েছে। এবং যা আছে তার বেশির ভাগই পশ্চিমা বিশ্বের অভিজ্ঞতার আলোকে তৈরী। তাই এ তত্ত্ব দিয়ে তৃতীয় বিশ্বের স্থানীয় সরকার বা রাষ্ট্র ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করা দুরূহ। তা সত্ত্বেও আমরা বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে ব্যাখ্যা করতে নিম্নে উল্লেখিত চারটি তত্ত্ব ব্যবহার করতে পারি। [১৩]

১. উদার-গণতান্ত্রিক তত্ত্ব
২. অর্থনৈতিক বিশ্লেষণাত্মক তত্ত্ব
৩. উগ্র অভিজাতবাদী তত্ত্ব
৪. মার্ক্সবাদী তত্ত্ব
৫. বিকেন্দ্রীকরণ তত্ত্ব

### *২.১ উদার গণতান্ত্রিক তত্ত্বঃ*

উদার- গণতান্ত্রিক তত্ত্ব স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে ব্যাখ্যা করে দুটি ধারায়। আর এই দুটি ধারার মূল প্রবক্তারা হলেন, আর এ ডাল, এ ডি টকভিল, হেরাল্ড লাস্কি, স্টুয়ার্ট মিল এবং পি-জিভিসাকের। প্রথম ধারার মূল বক্তব্য হচ্ছে- স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গণতন্ত্রের সুযোগ সুবিধা সহজেই জনগনের কবছে পৌছে দিতে পারে। যেমন- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চাকুরি, বাসস্থান, বস্ত্র, হাট-বাজার, যোগাযোগ, সহ সবধরনের নিত্যপ্রয়োজনীয় সুবিধা সরকার সহজেই স্থানীয় প্রশাসন দিয়ে সরকারী সব কাজ কর্ম করাতে পারে। দ্বিতীয় ধরনের বক্তব্য হচ্ছে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ব্যক্তির গোষ্ঠীর সুবিধানুযায়ী কর্মকান্ড পরিচালনা না করা। যেখানে রাষ্ট্রের জনপ্রতিনিধি তৈরি হবে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার আদলে এভং যেখানে জণগনের স্বার্থ থাকবে সর্বোচ্চ পর্যায়ে।

---

[১৩] যেভাবে কামাল সিদ্দিকী (সম্পাদিত) তাঁর বইয়ে আলোচনা করেছেন, *Local Government in Bangladesh,* University Press Limited, Dhaka. পৃ. ৯-২২;

### ২.২ *অর্থনৈতিক বিশ্লেষনাত্মক তত্ত্বঃ*

এই তত্তেবর প্রবক্তা টিবাইট। এই তত্ত্ব মতে, জনগন যেখানেই বাস করে যেখানের অর্থনৈতিক সুবিধা বেশি এবং সেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা স্থানীয় জনগন বা ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই তত্ত্বমতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা দুটো উপায়ে ভালভাবে বলতে পারে। যেমন (ক) চাহিদার দিক (খ) সরবরাহের দিক। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা তখন কার্যকর হতে পারে যখ্ন জনগনের চাহিদা অনুযায়ী সরকার স্থানীয় সরকার নিজে তাদের সুযোগ সুবিধা সরবরাহ করতে পারে। সেটা রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক যেখানে চাহিদাই হতে পারে।

### ২.৩ *উগ্র- অভিজাতবাদী তত্ত্বঃ*

এই তত্ত্বের প্রবক্তারা হলেন, সি ডব্লিউ, ডব্লিউ ডমহফ এবং নরড্লিংগার। এই তত্ত্বের মূল বক্তব্য হচ্ছে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা অনেক বেশী গণতান্ত্রিক এবং বিকেন্দ্রী করনের চূড়ান্ত পর্যায়। যা কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য মঙ্গল জনক নয়। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার তখন এককভাবে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এই তত্ত্ব মতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা দক্ষ রাজনৈতিক সমাজ তৈরি করে এবং অনেক সময় সমাজে নানা রকম বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয়। আবার অন্যদিকে এই তত্ত্ব মনে করে সাধারণ জনগন রাজনৈতিক ভাবে কম সচেতন এবং অনেকটা নিষ্ক্রিয়। তাদের দ্বারা পরিচালিত সরকার ব্যবস্থা (স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা) মোটেও সমাজের জন্য তথা দেশের জন্য ভাল নয়।

### ২.৪ *মার্ক্সবাদী তত্ত্বঃ*

মার্ক্স নিজে কখনও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলেননি। তবে তার দর্শনে বিশ্বাসী যারা তারা হলেন মার্ক্সবাদী। তাদের মধ্যে যারা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তারা হলেন- বকবার্ন, আরখুসের, পোলানজাস, সুন্দারস, ওকন্নব, উলফ, কওসন, প্রমুখ। তাদের মতে, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সব সময় পুজিবাদ বা কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত। যেখানে স্থানীয় সরকার উৎপাদন ব্যবস্থাকে শক্ত ভাবে প্রভাবিত করতে পারে না। কারণ, পুঁজিবাদকে সাধারণ জনগন নিয়ন্ত্রন করলে, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র বা সরকার তাদের দখলদারিত্ব বা খেয়ালীপনা চালিয়ে যেতে পারে না।

Dhaka University Institutional Repository

*২.৫ বিকেন্দ্রীকরণ তত্ত্ব ঃ*

এই তত্ত্বের প্রবক্তারা হলেন ম্যানর, টার্নার, ক্লুক, রণডিনেলি প্রমুখ। তাদের মধ্যে বিকেন্দ্রীকরণ হলে স্থানীয় সরকার শক্তিশালী হবে এবং রাষ্ট্র তথা জনগনের নানা রকম সুবিধা হয়। যেমন-

ক) উন্নয়নের জন্য সঠিকভাবে কাজ করা ।

খ) জনগনের অংশগ্রহণকে বাড়ানো যায়

গ) কর্মদক্ষতা বাড়ানো যায়

ঘ) স্থানীয় সম্পদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়

ঙ) সব কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন সম্ভব।

চ) সমতা বা অধিকার বঞ্চিতদের অধিকার সংরক্ষণ করা যায়।

ছ) জণগন সরকারের কাজে কর্ম সম্বন্ধে সহজে অবহিত হতে পারে।

জ) রাজনৈতিক স্থিরতা বিরাজ করে।

ঝ) জণগনের উপর সরকারের বিশ্বাস বেড়ে যায় এবং জনগন ও সরকারকে সহযোগিতা করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

# অধ্যায় - তিন

## গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণা হচ্ছে মানুষের আত্ম জিজ্ঞাসা। গবেষণা নুতন তথ্য, সত্য ও জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করে। বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে প্রকৃত তথ্য ও সত্যের উন্মেষ ঘটানো গবেষণার কাজ। তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতির মাধ্যমে এই গবেষণা কর্মটি সম্পাদনের চেষ্টা করা হয়েছে। আর এ গবেষণা কর্মটি করার জন্য নিম্নলিখিত পর্যায়সমুহ অনুসরণ করা হয়েছে ঃ

### ৩.১ গবেষণা অঞ্চল সর্ম্পকিত সাধারণ পরিচিতি

এই গবেষণা কর্মটির মূল অংশ হচ্ছে মাঠ ভিত্তিক তথ্যের বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনা । আর এটি করতে গিয়ে আমি ঝিনাইদাহ জেলাকে বেছে নিয়েছি। কারণ, এটা আমরা নিজের জেলা এবং এ জেলার শৈলকূপা থানার ত্রিণী ইউনিয়নেই আমার জন্ম। তাই এ ইউনিয়ন সম্পর্কে আমার ধারণা দীর্ঘ দিনের। এই জেলা,থানা এবং ইউনিয়নের সাধারণ বর্ণনা নিম্নরূপ।

ঝিনাইদাহ জেলাঃ

এই জেলায় রয়েছে ৬টি উপজেলা, ৫টি পৌরসভা, ১১৫২ টি গ্রাম, ২৭টি ওয়ার্ড এবং ১৩৪টি মহল্লা। উপজেলা গুলো হচ্ছে - ঝিনাইদাহ সদর, শৈলকূপা, কালিগঞ্জ, হরিণাকুণ্ড, কোটাচাঁদপুর ও মহেশপুর। এ জেলার আয়তন ১৯৫০ বর্গকিলোমিটার । এর জনসংখ্যা ১৫৫৪৫১৪ জন। যাদের মধ্যে পুরুষ ৫১% এবং মহিলা ৪৯%। মুসলিম ৮৮% এবং হিন্দু ১১% অন্যান্য ১%।

*Dhaka University Institutional Repository*

## ঝিনাইদাহ জেলার মানচিত্র

### শৈলকূপা থানা

শৈলকূপা থানা ঝিনাইদাহ জেলার অন্তর্গত। এই উপজেলার আয়তন প্রায় ৩৭২ বর্গকিলোমিটার। এই উপজেলায় রয়েছে ১ টি পৌরসভা, ৯ টি ওয়ার্ড, ১৪ টি ইউনিয়ন পরিষদ, ১৮১ টি মৌজা, ২৫৮ টি গ্রাম । এর মোট জনসংখ্যা ১৯৩৩৪১ জন। যেখানে ৫১% পুরুষ এবং ৪৯% মহিলা ও ৮৫% মুসলমান, ১৩% হিন্দু, এবং ২% অন্যান্য । এখানে মোট মসজিদ রয়েছে ৩১২ টি, মন্দির রয়েছে ১৬১ টি। এখানকার মানুষের স্বাক্ষরতার হার ২৬%। মানুষের প্রধান পেশা কৃষি। এখানে বেশ কিছু এনজিও ও সংগঠন কাজ করে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে - BRAC, ASA, PROSHIKA, দিশা ও ফোকাস।

Dhaka University Institutional Repository

শৈলকুপা থানার মানচিত্র

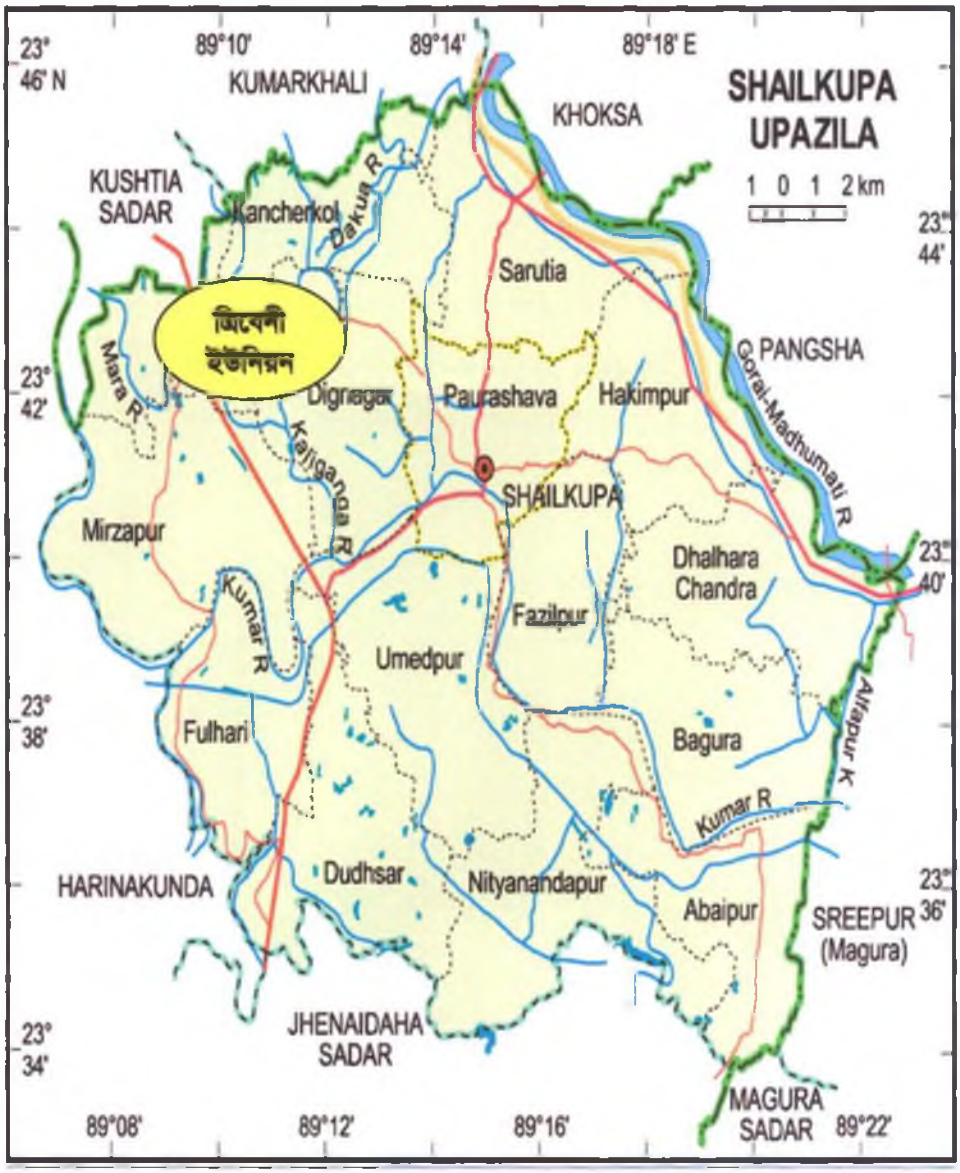


**ত্রিবেণী ইউনিয়ন (এটি একটি পাইলট ইউনিয়ন) :**

ত্রিবেণী ইউনিয়নের মৌজা ৮, আয়তন ১৬০০ একর বা ৭.৪২ বর্গমাইল, জন সংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইল ২১৫৩ জন, মোট জনসংখ্যা ১৯৯২৭ জন, পুরুষ ১০,০৩৬ জন এবং মহিলা ৯০০৯১ জন। এখানে গভীর নলকুপ ১টি (প্রায় ২০ বছর যাবৎ অকেজ), অগভীর নকলকুপ ২১৬ টি, পুকুর ২০ টি (মাছ চাষ হয়না), জলাশয় ২টি (non productive), আবাদী জমি ১৪০০ হেঃ, আনাবাদী জমি ৮০ হেঃ, এই অনাবাদী জমিকে চাষ যোগ্য করার কোন উদ্যোগ নেই। কৃষি পরামর্শ দেওয়ার জন্য একজন ব্লক সুপারভাইজার আছেন যিনি মাস

Dhaka University Institutional Repository

শেষে বেতন নেন। কৃষি উন্নয়নে তেমন কোন আবদান রাখেন না বা কৃষকের কাছাকাছি যাওয়া বা কৃষি পরামর্শদানে তার উল্লেখযোগ্য অবদান নেই। এখানে পাওয়ার টিলার আছে ৮৫টি , মোট গ্রামের সংখ্যা ১৭টি, মোট পরিবার ৪৭৫৫টি, মোট খানা ৪০০৪টি, মোট সক্ষম দম্পতি ৪২০৬ জন, পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ কারীর সংখ্যা ২৮৪০ জন, স্যাটে লাইট ক্লিনিক ৮টি (অস্থায়ী যেমনঃ- সবুজ ছাতা, সূর্যের হাসি), কমিউনিটি ক্লিনিক ১টি (স্থায়ী), ই,পি,আই ৮টি, শিক্ষার হার ৮৫%, প্রাথমিক বিদ্যালয় - সরকারী ৪টি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়- বেসরকারী ৩টি, স্যাটেলাই প্রাঃ বিদ্যালয় ১টি (সরকার সহযোগী), মাধ্যমিক বিদ্যালয় (সহশিক্ষা) ২টি (বসন্তপুর ও ত্রিবেনী), মাধ্যমিক বিদ্যালয় বালিকা ২টি (শেখপাড়া, বসন্তপুর), কলেজ ১টি ডি,এম (দুঃখী মাহমুদ) যা মদনডাঙ্গায় অবস্থিত, মাদ্রাসা (ফুরকানিয়া) ৮টি (বৈশিষ্ঠ শুধুমাত্র আরবী শিক্ষা), মসজিদ ২টি, মন্দির ৩টি, এন জি ও ৭টি, ব্যাংক ১টি সোনালী ব্যাংক- শেখ পাড়া বাজারে। এছাড়া এখানে ক্লাব ১০টি, হাট বাজার ৪টি (মদন ডাঙ্গ, শেখ পাড়া, ত্রিবেনী তমাল তলা), নলকুপের সংখ্যা ২০৫২টি, আর্সেনিক মুক্ত ১৮০০টি, পাকা রাস্তা ১৫ কিঃ মিঃ, কাঁচা রাস্তা ১০ কিঃ মিঃ, আধা পাকা ৩ কিঃ মিঃ, ডাকঘর ৩টা, টেলিফোন এক্সেঞ্জ (মোবাইলের প্রচলন হওয়ার কার্যকারিতা নেই), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে ১টি মদনডাঙ্গা বাজারে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র, ইউনিয়ন ভূমি আফিস ১টি, আখড়া ২টি (ত্রিবেনী, নিশ্চিন্তপুর)। এ ইউনিয়নে গ্রাম পুলিশ ১১ জন, ২ জনদফাদার , ৯ জন মহল্লাদার, ইউপি সদস্য ১২ জন (৩জন মাহিলাসহ) এদের মধ্যে ১জন ইউপি সদস্য মৃত; সচিব ১ জন, সহকারী সচিব ১জন, চেয়ারম্যান ১জন।

৩.২ গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্যের উৎস

ইউনিয়ন পরিষদের দেওয়া তথ্য, পত্র-পত্রিকা ও সরাসরি মাঠ পর্যায়ের তথ্য - গবেষণার তথ্য সূত্রের উৎস হিসাবে কাজ করেছে ।

৩.৩ নমুনায়ন পদ্ধতি ও গবেষণা অঞ্চল নির্বাচন

বাংলাদেশের ৬৪ জেলার মধ্যে একটি জেলা ঝিনাইদাহকে বেছে নেওয়া হয়েছে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে। আর এ জেলার শৈলকূপা থানার ত্রিবেণী ইউনিয়ন পরিষদকে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে বর্তমান গবেষণার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে।

### ৩.৪ উত্তরদাতা নির্বাচন

উত্তরদাতা নির্বাচনের ক্ষেত্রেও উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন (purposive sampling) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে যেখানে ইউনিয়ন পরিষদের ৩৬ কর্মকর্তা- কর্মচারী এবং ৮৫ সাধারণ জনগণকে উত্তর দাতা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

### ৩.৫ নমুনা সংখ্যা ও তথ্য সংগ্রহের কলাকৌশল

এই গবেষণায় মোট উত্তর দাতার সংখ্যা (নমুনা সংখ্যা) ১২১ জন। এর মধ্যে ৩৬ জন ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তা- কর্মচারী এবং ৮৫ জন সাধারণ জনগণ। আর এ ১২১ জনকে জরিপের জন্য বেছে এ ইউনিয়ন পরিষদের ১৭ টি গ্রাম থেকে। আর ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতির জন্য নেওয়া হয়েছে ৬ জনকে যাদের মধ্যে রয়েছে ইউপি চেয়ারম্যান, ১ জন মহিলা মেম্বার, ১ জন পুরুষ মেম্বার, ১ জন ইউপি সচিব, ১ জন চৌকিদার ও ১ জন সাধারন জনগণ।

### ৩.৬ তথ্য সংগ্রহের সময়সূচী

এ গবেষণার জন্য মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ করা হয়েছে আগষ্ট ২০০৯ থেকে অক্টোবর ২০০৯ পর্যন্ত।

### ৩.৭ তথ্য বিশ্লেষণের কলাকৌশল

এ গবেষণায় এস. পি. এস. এস. (SPSS) প্রোগ্রাম এবং উীববব এর মাধ্যমে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে ।

### ৩.৮ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

গবেষণার বিষয়বস্তু কিছুটা সংবেদনশীল হওয়ায় এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা ছিল কঠিন কাজ। এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহকালে নানারকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল । উত্তরদাতা অনেক সময় উত্তর দিতে গিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়েছেন। অনেক উত্তরদাতা চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে বল্লেও স্থাণীয় এম পি'র বিরুদ্ধে বলতে সাহস পাননি- অথবা অনেক ক্ষেত্রে তাঁর সর্ম্পকে সত্য কথা বলেননি। তাই সামান্য কিছু সীমাবদ্ধতা থাকলেও এ কাজটি নিঃসন্দেহে অনেক নির্ভরযোগ্যতার দাবি রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

# অধ্যায় চার

## স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাঃ গঠন প্রকৃতি, সমস্যা ও প্রত্যাশা

### ৪.১ স্থানীয় সরকারের গঠন প্রকৃতি

আমাদের দেশে বিদ্যামন স্থানীয় সরকার কাঠামোকে দু'টি অংশে ভাগ করা যায় যথা; (১) গ্রামীণ স্থানীয় সরকার কাঠামো এবং (২) শহর স্থানীয় সরকার কাঠামো । এছাড়া তিন পার্বত্য এলাকার জন্য রয়েছে বিশেষ স্থানীয় সরকার কাঠামো । স্থানীয় সরকারের কার্যক্রম তদারকি করার জন্য সরকারের একটি মন্ত্রণালয় রয়েছে । সংশ্লিষ্টি এ মন্ত্রণালয়েল নাম স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় নাম স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় । স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সবচেয়ে উপরের স্তরটি হল জেলা পরিষদ; কিন্ত এই স্ত রটি এখনো সক্রিয় নয় । স্থানীয় সরকারের জেলা পরিষদ ব্যবস্থাকে এক সময় বলা হতো জেলা বোর্ড । স্বাধীনতা পরবর্তী দীর্ঘদিন আমাদের স্থানীয় সরকার কাঠামোয় জেলা পরিষদের কোন অস্তিত্ব ছিল না । এরপর ২০০০ সালে সরকার জেলা পরিবদ বিষয়ে নতুন একটি আইন প্রণয়ন করে । জেলা পরিষদ আইন ২০০০ এ পরিষদের কাঠামো সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, জেলা পরিষদের প্রধান হিসেবে থাকবেন একজন চেয়ারম্যান এবং তাকে সহাযোগিতা করবেন ১৫ জন সদস্য । তবে ১৫টি সদস্য পদের বাইরে ৫টি সদস্য পদ থাকবে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত । জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যরা সবাই নির্বাচিত হবেন সংশ্লিষ্ট জেলার অধীনস্ত সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য পৌরসভার চেয়ারম্যান ও কমিশনার এবং সিটি কর্পোরেশনের মেয়ের ও কমিশনারদের (যদি থাকে) সরাসরি ভোটে । আমাদের চার স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার কাঠামোর এর পরের স্তরটি হলো উপজেলা পরিষদ । ১৯৯৮ সালে তৎকালীন আওয়ামী লাগী সরকার নতুন করে উপজেলা পরিবদ আইন প্রণয়ন করে ।১৪ উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ নামে প্রনীত ওই আইনে বলা হয়েছে যে, উপজেলা পরিষদের প্রধান হবেন একজন চেয়ারম্যান , যিনি জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন । সংশ্লিষ্টি উপজেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান

[১৪] গৌতম মন্ডল, পৃ. ৩৩-৩৫ (২০০৩) *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

হবেন এর সদস্য । উপজেলা পরিষদের সদস্যদের এক- তৃতীয়াংশ হবেন মহিলা এবং তারা ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হবেন । স্থানীয় সংসদ হবেন ওই উপজেলা পরিষদের একজন উপদেষ্টা । স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় তৃতীয় স্তরটি হলো ইউনিয়ন পরিষদ । এদশের স্থানীয় সরকার কাঠামোয় এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন একটি স্তর । এটি দেশের তৃণমূল পর্যায়ে একটি প্রতিনিধিত্বশীল সরকার ব্যবস্থা, কেননা জনগনের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এটি পরিচালনা করেন । সরকার ও জনগণের মধ্যে যোগাযাগের একটি গুরুত্বপূর্ন মাধ্যম হিসেবে কাজ করে ইউনিয়ন পরিষদ । স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় ইউনিয়ন পরিষদ স্তরে সরকার বেশ কয়েকবার পরিবর্তন এনেছে । ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশে ১৯৯৭ সালে যে পরিবর্তন আনা হয় তার মাধ্যমে সংরক্ষিত তিনটি সদস্য পদে মহিলাদের সরাসরি নির্বাচনের বিধান করা হয় । এক্ষেত্রে তিনটি ওয়ার্ড মিলে একজন মহিলা সদস্য নির্বাচিত হন । আর পুরুষ সদস্যদের জন্য পূর্বের নিয়মই বহাল আছে, অর্থাৎ প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে একজন করে পুরুষ সদস্য নির্বাচিত হন ।

বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদের কাঠামো নিচে একটি ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো :

*ইউনিয়ন পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামো*

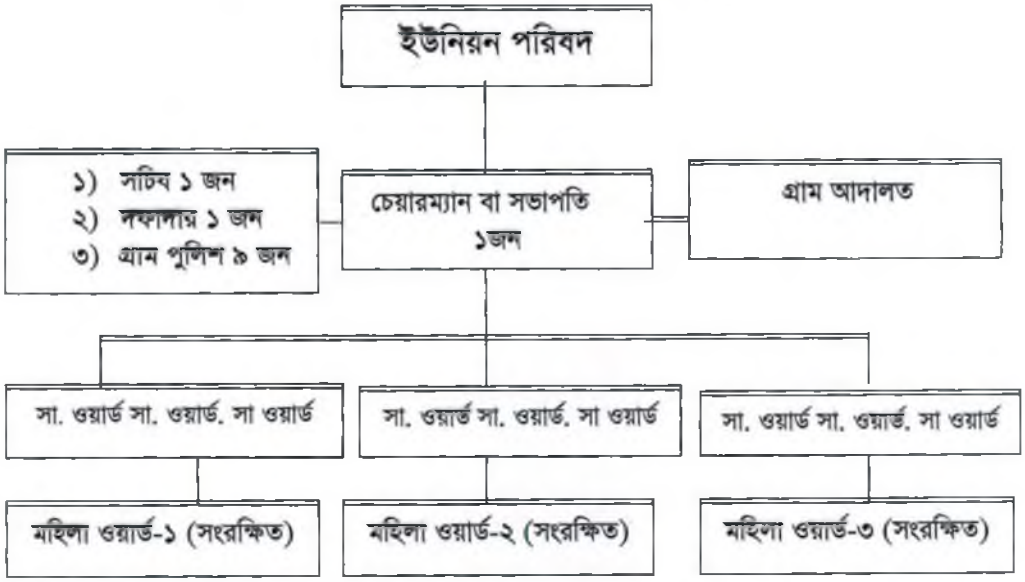


আমাদের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সর্বনিম্ন স্তর হলো গ্রাম পরিষদ । বর্তমান এর কোন কার্যকারিতা নেই তবে এ সংক্রান্ত আইনের বলা হয়েছে, প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের নয়টি ওয়ার্ডে নয়টি গ্রাম পরিষদ গঠিত হবে । প্রতি ওয়ার্ডের নির্বাচিত সদস্য পদাধিকার বলে ওই

Dhaka University Institutional Repository

ওয়ার্ডের গ্রাম পরিষদের চেয়ারম্যান বা সভাপতি হবেন । গ্রাম পরিষদে সদস্য সংখ্যা হবে ১৩ জন । এরা হলেন-নয়জন সদস্য , তিনজন মহিলা সদস্য ও একজন চেয়ারম্যান । গ্রাম পরিষদের ১২ জন সদস্যের প্রত্যেকেই স্থানীয় ভোটেরদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন । স্থানীয় সরকার কাঠামো নিচে একটি ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো-

***স্থানীয় সরকার কাঠামো***

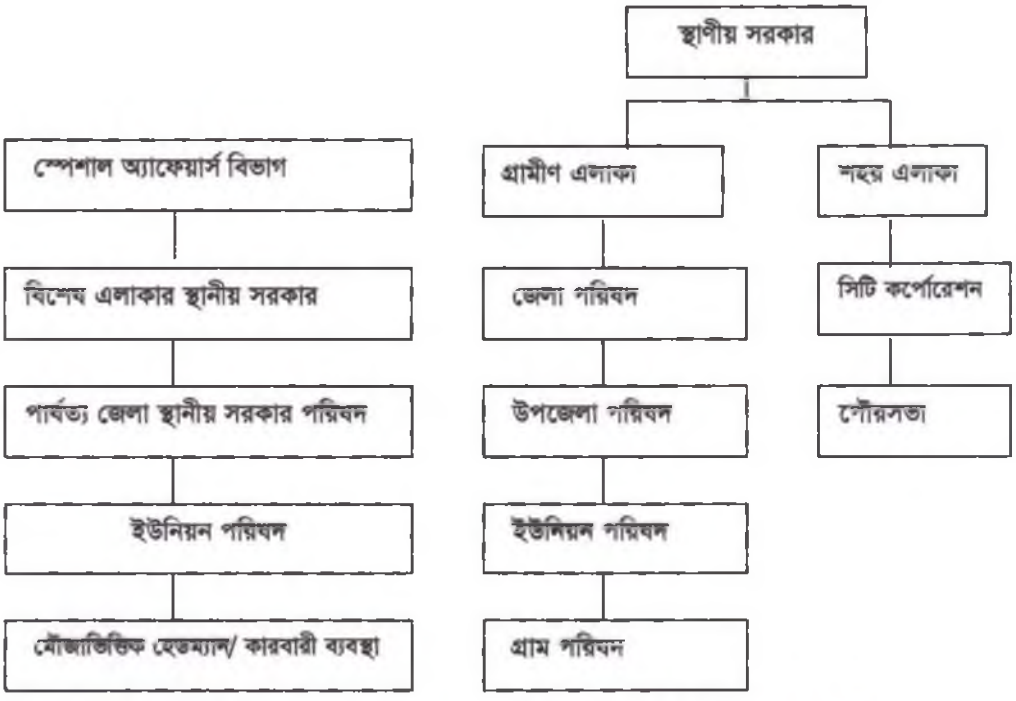


*সূত্র: তোফায়েল আহমেদ (১৯৯৯) স্থাণীয় সরকারের সংস্কার ভাবনা, কোস্ট ট্রাস্ট*

### *৪.২ স্থানীয় সরকারের কার্যাবলী*

স্থানীয় সরকারের কার্যাবলী অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত । এদেশের গণমানুষের একেবারে কাছের একটি প্রতিষ্ঠান হওয়ায় স্থানীয় প্রশাসনকে ঘিরে তাদের আশা আকাঙ্খা ও অনেক বেশি । তাই খুব স্বাভাবিকভাবে স্থানীয় মানুষের উন্নয়ন ও কল্যাণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ওপর দায়িত্ব অনেক বেশি। বলা হয়ে থাকে, স্থানীয় সরকারে অন্তর্ভূক্ত প্রত্যেক সদস্যের অন্তর্নিহিত তাগিদ, দেশপ্রেম, দায়িত্ববোধ এবং স্বপ্ন বাস্তবায়নের ইচ্ছা এই সরকার ব্যবস্থার কাজের প্রধান চালিকা শক্তি । সংবিধানে স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে

Dhaka University Institutional Repository

স্থানীয় প্রয়োজনে করারোপ, বাজেট প্রস্তুত, নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রশাসনিক কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে। চার স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় কাঠামোর মধ্যে যেহেতু শুধু ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থা চালু তাই এই সরকার ব্যবস্থার কার্যাবলী বলতে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলীকে আলোচনা করতে হয় । স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ অনুসারে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলীকে প্রধানত ছয় ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ

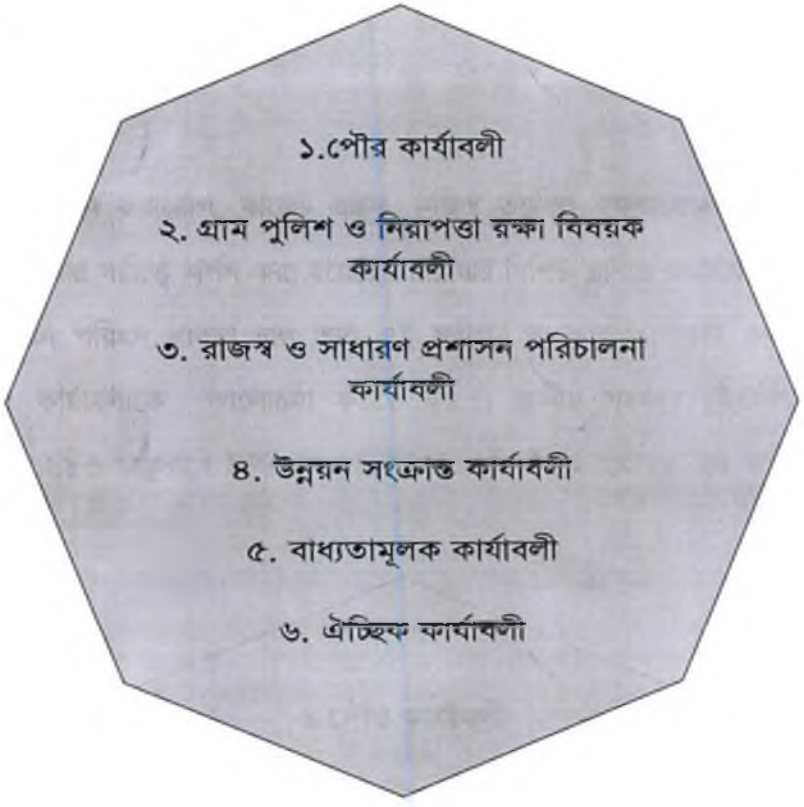


*ক. পৌর কার্যাবলী*

ইউনিয়ণ পরিষদকে পৌর কার্যক্রমের আওতায় বিবিধ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে । ওইসব দায়িত্বকে বিশ্লেষণ করলেক আমরা চার ধরনের দায়িত্ব পাই । যথা- যোগযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা, পনীয় জল সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা এবং সাংস্কৃতিক ও সমাজ কল্যাণমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করা ।

Dhaka University Institutional Repository

*খ. গ্রাম পুলিশ ও নিরাপত্তা রক্ষা বিষয়ক কার্যাবলী*

স্থানীয় পর্যায়ে নিরাপওার জন্য প্রয়োজীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান তথা ইউনিয়ন পরিষদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব । এ দায়িত্ব পালনের জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে কিছু সংখ্যাক চৌকিদার ও দফাদার নিয়োগর বিধান রয়েছে । এছাড়া স্থানীয় লোকজনের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য রয়েছে গ্রাম পুলিশ । স্থানীয় সরকার প্রশাসনের কাজ হলো । চৌকিদার-দফাদার ও গ্রাম পুলিশের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রত্যেকটি মানুষের নিরাপত্তা বিধান করা ।

*গ. রাজস্ব ও সাধারণ প্রশাসন পরিচালনা*

নিজস্ব দায়িত্ব সম্পাদন ছাড়া ও ইউনিয়ন পরিষদ প্রয়োজনে রাজস্ব আদায় ও সাধারণ প্রশাসনের কাজে সহায়তা করে থাকে । ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের অন্যতম কর্তব্য হলো রাজস্ব আদয়ের রেকর্ড ও তালিকা প্রণয়ন, এলাকায় উৎপাদিত শস্যের উপর জরিপের কাজ সম্পাদন, শস্য পরিদর্শন ঋণ আদায়, অপরাধ দমনসহ বিভিন্ন কাজে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে সহায়তা করা । জনগুরুত্ব সম্পন্ন কোন বিষয়ে স্থানীয় লোকজনকে সচেতন করে তোলার দায়িত্ব স্থানীয় সরকারী প্রতিষ্ঠানের ।

*ঘ. উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী*

তৃণমূল পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ । বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে ইউনিয়ন পরিষদকে ব্যাপক ক্ষমতা দেয়া হয়েছে । কৃষি ও কুটির শিল্পের উন্নতি, বন, পশু, ও মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধি এবং অন্যান্য কার্যক্রমের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে । স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ এলাকার উন্নয়নের জন্য নিজেরাই পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করতে পারে । এছাড়া স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এর ৩০ নং ধারা অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদকে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ পৌর কার্যভার অর্পন করা হয়েছে, যার মধ্যে কিছু কার্যাবলী বাধ্যতামূলক এবং কিছু ঐচ্ছিক ।

*ঙ. বাধ্যতামূলক কার্যাবলী*

ইউনিয়ন পরিষদের বাধ্যতামূলক পৌর কার্যাবলী ১০ টি । নিচে এর বিবরণ দেয়া হলো

Dhaka University Institutional Repository

১. আইন-শৃংখলা রক্ষার কাজে প্রশাসনকে সহায়তা করা ;

২. অপরাধমূলক কার্যকলাপ, বিশৃংখাল সৃষ্টি ও চোরাচালান বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা ।

৩. জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়নকল্পে কৃষি, বন, মৎস্য, গবাদিপশু, শিক্ষা স্বাস্থ্য, কুটির শিল্প যোগাযোগ সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করা ।

৪. পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের প্রসার ঘটানো

৫. স্থানীয় সম্পদের উন্নয়ন ও তার সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা ।

৬. জনগনেণর সম্পত্তি যেমন-সড়ক, সেঁতু, খাল, বাঁধ, টেলিফোন ও বিদ্যুৎ লাইন ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণ করা ।

৭. ইউনিয়ন পর্যায়ের সকল প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কার্যাবলী পর্যালোচনা করা এবং সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট থানা পরিষদে সুপারিশ উপস্থান করা

৮. স্যানিটারী পায়খানা স্থাপনের জন্য জনসাধারণের মধ্যে আগ্রহ ও সচেতনতা সৃষ্টি

৯. জন্ম, মৃত্যু অন্ধ ভিক্ষুক ও দুঃস্থদের নিবন্ধন করা বা তাদের সম্পর্কে তথ্য রেকর্ড করা ।

১০. সব ধরনের শুমারী পরিচালনা করা ।

এছাড়া আর ও দু'টি কাজ ইউনিয়ন পরিষদকে বাধ্যতামূলক কাজ হিসেবে সম্পাদন করতে হয় । যথা-

ক) সাধারণভাবে ইউনিয়ন পরিষদসমূহের জন্য বা কোন নির্দিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব যথাযতভাবে পালন করা ।

খ) প্রচলিত অন্য 'কোন আইনের অধীনে (স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত আইনের বাইরে) ইউনিয়ন পরিষদসমূহের উপর ন্যস্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

*চ. ঐচ্ছিক কার্যাবলী*

ইউনিয়ন পরিষদের ঐচ্ছিক কার্যাবলী ৩৮ টি। যথা-

১. জনপথ ও রাজপথের ব্যবস্থা ও রক্ষাণাবেক্ষণ

২. সরকারি স্থান, উন্মুক্ত জায়গা , উদ্যান ও খেলার মাঠের ব্যবস্থা ও রক্ষাণাবেক্ষন।

Dhaka University Institutional Repository

৩. জনপথ রাজপথ ও সরকারি স্থানে আলো জ্বালানো।

৪. সাধারণভাবে গাছ লাগানো ও সংরক্ষণ এবং বিশেষভাবে জনপথ, রাজপথ ও সরকারি জায়গায় গাছ লাগানো ও সংরক্ষন।

৫. কবরস্থান শ্মাশান জনসাধারণের সভার স্থান ও জনসাধারণের অন্যান্য সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা।

৬. পর্যটকদের থাকার ব্যবস্থ ও তা রক্ষণাবেক্ষণ।

৭. জনপথ, রাজপথ ও সরকারি স্থানে উৎপাত বন্ধ করা ।

৮. ইউনিয়নের পরিচ্ছন্নতার জন্য নদী বন ইত্যাদির তত্ত্বাবধান, স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন এবং অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ

৯. গোবর ও রাস্তার আবর্জনা সংগ্রহ, অপসারণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকারণ।

১০. অপরাধমূলক ও বিপজ্জনক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকরণ।

১১. মৃত পশুর দেহ অপসারণ ও নিয়ন্ত্রণকরণ।

১২. পশু জবাই নিয়ন্ত্রণ।

১৩. ইউনিয়নে দালান নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ নিয়ন্ত্রণকরণ।

১৪. বিপজ্জনক দালান ও সৌধ নির্মাণ নিয়ন্ত্রণকরণ।

১৫. কূপ পানি তোলার কল জলাধার পুকুর এবং পানি সরবরাহের অন্যান্য কাজের ব্যবস্থাকরণ ও সংরক্ষণ।

১৬. খাবার পানির উৎস দুষিতকরণ রোধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহন।

১৭. জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর সন্দেহযুক্ত কুপ পুকুর বা পানি সরবাহের অন্যান্য স্থানে পানির ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ

১৮. খাবার পানির জন্য সংরক্ষিত কূপ পুকুর বা পানি সরবরাহের অন্যান্য স্থানে বা নিকটবর্তী স্থানে গোসল কাপড় কাঁচা বা পশুর গোগল নিষিদ্ধকরণ ও নিয়ন্ত্রণকরণ

১৯. পুকুর বা পানি সরবারাহের অন্যান্য স্থানে বা তার কাছাকাছি শন পট বা অন্যান্য গাছ ভিজানো নিষিদ্ধ ও নিয়ন্ত্রণ করা

২০. আবাসিক এলাকার মধ্যে চামড়া রং করা বা পাকা করা নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করা

২১. আবাসিক এলাকায় ইট মাটির পাত্র বা অন্যান্য ভাটি নির্মাণ নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করা ।

Dhaka University Institutional Repository

২২.গৃহপালিত পশু বা অন্যান্য পশু বিক্রয় তালিকাভুক্ত করা ।

২৩.মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা ।

২৪.জনসাধারনের উৎসব পালন

২৫.অগ্নি, বন্যা, শিলাবৃষ্টিসহ ঝড় ভূমিকম্প বা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থ গ্রহণ ।

২৬.বিধাব, এতিম, গরীব ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের সাহায্য করা ।

২৭.খেলাধুলার উন্নতি সাধন করা

২৮.শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়ন সমবায় আন্দোলন ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়ন সাধন ও উৎসাহ দান

২৯.বাড়তি খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহন

৩০.পরিবেশ ব্যবস্থাপনার কাজ

৩১.গবাদি পশুর খোয়াড় নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা ।

৩২.প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা

৩৩.গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের ব্যবস্থা করা

৩৪.ইউনিয়ন পরিষদের মত সদৃশ্য কাজে নিয়োজিত অন্যান্য সংস্থার সাথে সহযোগিতা সম্প্রসারণ

৩৫.জেলা প্রশাসকের নির্দেশক্রমে শিক্ষার মান উন্নয়নে সাহায্য করা ।

৩৬.ইউনিয়নের বাসিন্দাদের উন্নয়ন, স্বাস্থ্য নিরাপত্তা আরাম-আয়েশ বা সুযোগ সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহন । ১৫

তবে অধ্যাদেশে উল্লেখিত কার্যাবলীর বাইরেও ইউনিয়ন পরিষদ আর ও কিছু অনির্ধারিত কাজ করে থাকে । ওইসব কাজকে আবার চার ভাগে ভাগ করা যায় যথা ক) বিচার বিষয় কার্যাবলী খ) অনির্ধারিত কার্যাবলী গ) বিভিন্ন কমিটি ও প্রকল্প কমিটি কর্তৃক অনুষ্ঠিত কার্যাবলী এবং ঘ) সামাজিক উন্নয়ন কমিটি বিষয়ক কার্যাবলী । এলাকায় বিচার বিষয়ক কার্যাবলী সম্পাদনে ইউনিয়ান পরিষদের চেয়ারম্যানগণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে

[১৫] গৌতম মন্ডল, পৃ. ৩৭-৩৯ (২০০৩) *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

থাকেন । ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গ্রাম আদালতের প্রধান হিসেবে বিভিন্ন মামলার নিস্পত্তি করেন । ফলে জনসাধারণ থানা/ উপজেলা ও জেলা আদালতে মামলা চালাতে গেলে যেমন সমস্যা হয় তা থেকে রেহাই পান । এছাড়া চেয়ারম্যানগন ছোটখাটো ঝগড়া-বিবাদ , দাঙ্গ-হাঙ্গামা ও জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ ব্যক্তিগত উদ্যোগে সালিশের মাধ্যমে নিস্পত্তি করে থাকেন । সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দাদের নাগরিকত্ব চারিত্রিক ও উওরাধিকার বিষয়ক সনদপত্র প্রদানের কাজ করে থাকে ইউনিয়ন পরিষদ । এছাড়া রেশন কার্ড প্রদান ডিলার নিয়োগ, ব্যাংক ঋণ গ্রহণের ব্যাপারে সনাক্তকরণ , স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসা সুবিধা গ্রহণের জন্য রোগী প্রেরণ ও প্রত্যয়ন পত্র প্রদানের কাজ ও ইউনিয়ন পরিষদ করে থাকে । তৃণমূলে সংগঠন হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ আরো যেসব অনির্ধারিত দায়িত্ব পালন করে তাহলো স্বাস্থ্য ও পরিবার- পরিকল্পনা কর্মসুচী বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সাহায্য-সহযোগিতা করা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকা ও পরিকল্পিত পরিবার গড়ে তোলার ব্যাপারে-এলকাবাসীকে উদ্বুদ্ধ করা ও সচেতন করে তোলা ।

বয়স্ক শিক্ষা প্রসারে সরাকারি কার্যক্রম বাস্তাবায়নে সহযোগিতা করা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি অন্যতম দায়িত্ব । এলাকার সব শিশুদের স্কুলে পাঠাতে তাদের বাবা-মাকে উদ্বুদ্ধ করা এবং আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জনে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠায় জনগণকে উৎসাহী করে তোলার দায়িত্ব ও ইউনিয়ন পরিষদকে দেয়া হয়েছে নারী ও শিশুদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা ইউনিয়ন পরিষদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ । ইউনিয়ন পরিষদের এই কার্যবলীর ভিত্তিতে এর চেয়রম্যান ও সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে দেয়া হয়েছে। যেমন, চেয়ারম্যানকে স্থানীয় জনগণের কল্যাণের দিকে বেশি নজর রাখতে হয় । পরিষদের যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের অনুমোদন প্রয়োজনীয় । তিনি ইউনিয়ন পরিষদের সকল কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করে থাকেন। পৌর কার্যাবলী উন্নয়ন কার্যাবলী এবং রাজস্ব ও প্রশাসন বিষয়ক কার্যালীর সবগুলোই তদারক করার ভার চেয়ারম্যানের উপর ন্যাস্ত । বিভিন্ন ওয়ার্ডের সাধারণ সদস্য ও নির্বাচিত মহিলা সদস্যগণ চেয়ারম্যানকে এসব দায়িত্ব পালন সহায়তা করে থাকেন ।

Dhaka University Institutional Repository

এদিকে ১৯৯৮ সালের প্রনীত আইনে উপজেলা পরিষদকে ১৮ টি কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে । এগুলোর মধ্যে অন্যতম কয়েকটি হলো-উপজেলা পর্যায়ৈ বাস্তবায়নের জন্য পাচঁ বছর মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা ও অন্যান্য পরিকল্পনা প্রণয়ন সরকারি নীতিমালা ও উপজেলা স্তরে স্থানান্তরিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন আন্ত ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ ও সংস্কার স্থাস্থ্য পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে জনগণকে সচেতন করে তোলা, পানি সরবারাহ নিশ্চিত করা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন, সংশ্লিষ্ট উপজেলার অভ্যন্তরে বিভিন্ন সমাবায় সমিতি ও বেসরকারি সংস্থায় কাজ সমন্বয় করা, বৃক্ষরোপন ও কৃষি সম্প্রসারণ ইত্যাদি। অপরদিকে জেলা পরিষদের কাজ অনেক ব্যাপক । এগুলোকে মূলত দু'টি ভাগে ভাগে করা যায় জেলা পরিষদের ২৭ টি কাজ বাধ্যতামূলক এবং ৭০ টি কাজ রয়েছে ঐচ্ছিক।

*ছ. ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য*

স্থানীয় সরকারে(ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ ও অন্যান্য বিধির অধীন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের সত্যিকার হিসেবে যেসব দায়িত্ব পালন করে থাকেন তাহলো [১৬]-

১. সংশ্লিষ্ট এলাকায় জরুরি পরিস্থিতিতে, যেমন-বন্যা ঘূর্ণিঝড় বা যে কোন দুর্যোগের সময়ে ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা তৈরি ও ত্রান সামগ্রী বন্টন
২. নিজ নিজ ওয়ার্ডের শান্তি-শৃংখলা রক্ষায় গ্রাম পুলিশকে সহায়তা করা ।
৩. ইউনিয়ন পরিষদের মাসিক সভার নিয়মিত উপস্থিত থাকা ও সিদ্ধান্ত ও গ্রহনে মতামত প্রদান করা
৪. উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নে অন্তর্ভূক্তির জন্য নিজ নিজ ওয়ার্ডের সমস্যার তালিকা প্রস্ত তকরা ।
৫. বাজেট প্রণয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন
৬. নিজ নিজ ওয়ার্ডের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা পালন
৭. বিভিন্ন স্ট্যান্ডিং কমিটিতে আহবায়ক / সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন
৮. গ্রাম আদালতে মনোনীত সদস্য হিসেবে বিচার কার্য পরিচালনায় সহায়তা দান
৯. এলাকার নারীসমাজের উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি প্রদান

[১৬] গৌতম মন্ডল, পৃ.৪১-৪২ (২০০৩) *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

১০.কুটির শিল্প, শিক্ষা কৃষি স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে গ্রামীণ নারীসমাজকে কর্মতৎপর করে তোলা

*জ. সংরক্ষিত আসন নির্বাচিত মহিলা ইউপি সদস্যদের দায়িত্ব*

১৯৯৭ সালে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন আনা হয় দেশের পিছিয়ে পড়া নারী সমাজের উন্নয়নে তা একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত । ওই অধ্যাদেশ অনুযায়ী প্রতি ইউনিয়ন পরিষদে তিনটি করে সদস্যপদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের বিধান করা হয় ।স্থানীয় সরকার বিষয়ক অধ্যাদেশগুলোর ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্যদের কাজের ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে তেমন কিছু বলা নেই । তবে সরকার পরবর্তী সময়ে এক নির্বাহী আদেশ বলে মহিলা সদস্যদের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ন দায়িত্ব অর্পণ করেছে । যেমন মহিলা সদস্যরা ইউনিয়ন পরিষদের এক-তৃতীয়াংশ প্রকল্পে বাস্তবায়নত কমিটির সভাপতি হবেন এলাকার দুঃস্থ মহিলাদের তালিকা তৈরির দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের মহিলা সদস্যদের । বিধান অনুযায়ী স্থানীয় পর্যায়ে রাস্তা ঘাট নির্মাণ প্রক্রিয়ায় মহিলা সদস্যদের প্রতিটি ওয়ার্ডকে ইউনিট ধরে একটি করে সামাজিক উন্নয়ন কমিটি গঠনের বিধান রয়েছে । পদাধিকারবলে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের মহিলা সদস্য আট সদস্যর ওই সামাজিক উন্নয়ন কমিটির সভাপতি হবেন । কমিটির সদস্যদের নির্বাচন করবেন সভাপতি নিজই প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক ওয়ার্ড কমিটিগুলোর ও সভাপতি হওয়ার কথা ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্যদের । স্থানীয় সরকার বিষয়ক অধ্যাদেশে বলা হয়েছে মহিলা সদস্যাদের মধ্য থেকে একজন বয়স্ক ভাতা কর্মসূচীর নির্বাচন কমিটির সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন পরিষদের পুরুষ সদস্যদের ন্যায় মহিলা সদস্যরাও তাদের নিজ নিজ ওয়ার্ডের সমস্যার কথা পরিষদের সভায় তুলে ধরবেন । দুর্যোগকালে ত্রাণ বিতরণে মহিলা সদস্যদের ভূমিকা থাকবে সক্রিয় । মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে তার ভিত্তিতে কর্মসূচী নেবেন সরকারের নির্বাহী ক্ষমতা বলে প্রত্যেক ইউনিয়নের জন্য গঠিত নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সদস্য হিসেবে প্রত্যেক ওয়ার্ডের মহিলা সদস্যগণ দায়িত্ব পালন করবেন ।

Dhaka University Institutional Repository

## ৪.৩ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সমস্যা ও প্রত্যাশা

### *৪.৩.১ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সমস্যা*

আমাদের বর্তমান শাসনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতার কেন্দ্রমুখী প্রবণতা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে একটি অন্তরায় । আর সে কারণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর ও শক্তিশালী করতে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ একটি বিশেষ আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, স্থানীয় সকরকার ব্যবস্থাকে ঘিরে সঠিক এবং সুদূরপ্রসারি পরিকল্পনার অভাবে স্বাধীনতা উত্তর ৩১ বছরেও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা যায়নি । ফলে তৃণমূল পর্যায়ের এই জনপ্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে জনগণ তাদের কাঙ্খিত ফল পাননি, পাচ্ছেন ও না তাদের মতে, আমাদের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বর্তমানে নানাবিধ সমস্যার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে । গ্রাম পর্যায়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ঠিকভাবে কাজ করছে না । অর্থনীতিবিদ ও জনমিতি বিশেষজ্ঞদের ধারণা, বাংলাদেশের জনসংখ্যা ২০২০ সাল নাগাদ বর্তমান প্রবৃদ্ধির আলোকে ১৮ কোটিতে বৃদ্ধি পেতে পারে । এই ১৮ কোটি মধ্যে শহরে বসবাসকারীর সংখ্যা দাঁড়াবে ৮ কোটি (মন্ডল, ২০০৩) ।

এক্ষেত্রে সবকিছু ঢাকা কেন্দ্রিক হয়ে পড়ায় অধিকাংশ গ্রাম কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বাইরে চলে গেছে । অথবা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সরকার সেখানে কাঙ্খিত উন্নয়ন করতে পারছে না বর্তমানে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বাজেটে বরাদ্দ অর্থের প্রায় তিন চতুর্থাংশ নগর স্থানীয় সরকারের পেছনে ব্যয় হয় । গ্রামীণ অবকাঠামো ও সুযোগ সুবিধার উন্নয়ন না হলে ভবিষ্যতে এই ব্যয় আরো বাড়বে । তখন বাংলাদেশে গ্রামীণ প্রশাসন বা গ্রামীণ সরকার ব্যবস্থা বলে আর কিছু থাকবে না । দেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসক বিভাগের শিক্ষক ড. তোফায়েল আহমেদ । মাঠ প্রশাসন নামক একীভূত বা একক কোন কাঠামো নেই ।জেলা পর্যায়ে সাধারণ প্রশাসন বলতে এক সময় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেসী, ভূমি ব্যবস্থাপনা রাজস্ব আইন শৃংখলা রক্ষা, জনগণের সকল ধরনের সাধারণ অভিযোগ শুনার একমাত্র ব্যবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

হিসাবে জেলা প্রশাসনকে প্রশাসন তথা কালেক্টরেট নামক একটি সরকারি ভবনকে জেলার প্রশাসনিক কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে গণ্য করা হতো ।১৭

জেলা প্রশাসক সাধারণ প্রশাসন ছাড়া ও এক ধরনের অছি বা মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করতেন । জেলার সামগ্রিক প্রশাসনের মুখপাত্র এবং ঐক্যের প্রতীক হিসাবেই তাকে ধরে নেয়া হতো । ব্রিটিশ আমলে নির্বাহী, বিচার ও রাজনৈতিক ক্ষমতার একক অধিকারী হিসাবে এই পদটিকে গড়ে তোলা হয়। ক্ষমতার আইনগত ভিত্তি অত্যন্ত স্পষ্ট না হলে ও অনানুষ্ঠানিক ও সনাতনী ভূমিকা ছিল অত্যন্ত ব্যাপক । জেলা প্রশাসকের অফিসের ও বাসভবনের বিভিন্ন আয়োজন, রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান দেখলে মনে হতো এটি মধ্যযুগের কোন সামন্ত রাজার দরবার । সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে জেলা প্রশাসনের দপ্তর ও বাংলোর বাহ্যিক খোলস থাকলে ও সামন্তের দাপট এখন বিলুপ্ত । অপর দিকে আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজের চাহিদা অনুযায়ী যৌক্তিক আইন কাঠামোর আওতায় একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক বিকল্প কাঠমো এখনো সেখানে গড়ে উঠেনি । তাই জেলা প্রশাসনে এখনকার সংকট বহুমুখী । এক্ষেত্রে সাধারণ জেলা প্রশাসন সনাতনী একটি সমন্বিত প্রিফেক্টরাল পদ্ধতি প্রাণহীন অবয়ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তেমনি জনপ্রতিনিধিত্বশীল বিকেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থা সৃষ্টির দৃঢ় সাংবিধানিক অঙ্গীকার সত্ত্বে ও সে ব্যবস্থা হালে পানি পাচ্ছে না । তাই একদিকে যেমন সনাতনী আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ অকেজো ও শিথিল, অপর দিকে জনগণের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসন,উন্নয়ন ও সেবা কার্যক্রম পরিচালনার কোন কাঠামো গড়ে উঠেনি । এরকম না ঘরকা না ঘাটকা একটি অবস্থা এদেশে দীর্ঘ দুই যুগের ও বেশি সময় ধরে জেলা পর্যায়ে চলে আসছে । তিনি আরো বলেছেন বর্তমানে আমাদের মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনে কোন কেন্দ্রবিন্দু, কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং মনিটর কোনটাই নেই । প্রত্যেকটি বিভাগ দপ্তর অধিদপ্তর স্ব স্ব বিভাগীয় সদর দপ্তরের কাছ থেকেই সিদ্ধান্ত পায় । মাঠ সত্যিকার অর্থে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয় হয় না । মাঠ পর্যায় থেকে সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন এবং সফলতা বা বিফলতার সঠিক কোন মূল্যান ও হয় না । শুধু মাঠ প্রশাসন নিয়েই নয় প্রশ্ন উঠেছে বিদ্যমান স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার স্তরায়ন নিয়ে ও । অনেক বলছেন, আমাদের বর্তমান চার স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার কাঠমোর কোনই দরকার নেই ।

---

[১৭] গৌতম মন্ডল, পৃ.১০-১২ (২০০৩) *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা উওর সময়ে এই চারটি স্তরের সবগুলো পুরোপুরি কার্যকর করা যায়নি এবং কখন ও হয়তো তা করা ও সম্ভব হবে না । তাদের মতে, বর্তমান স্থানীয় সরকারী কাঠামো একটি জটিল ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। আর এ অবস্থায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে কখনই কার্যকর ও শক্তিশালী করা যাবে না । তাই বিদ্যমান স্থানীয় সরকার চার স্তর থেকে কমিয়ে আনতে হবে । এই প্রেক্ষাপটে মাঠ পর্যায়ে গিয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলে জানা গেছে তাদের নানা সমস্যা সম্পর্কে । দেশের বেশ কয়েকটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পর্যালেচনা করে দেখা গেছে, ওইসব প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরেই প্রশাসনিক কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালিত হয না কেন্দ্রীয় সরকার ও এ ব্যাপারে কোন নজরদারি করে না । ইউনিয়ন পরিষদের কথাই যদি ধরি তবে দেখযায়, স্থানীয় সরকারের এই স্তরটির প্রশাসনিক কাজ কর্মের মূল্যায়ন এখন পর্যন্ত সরকারিভাবে করতে দেখা যায়নি । কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন নির্দেশনা সম্বলিত বা উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত চিঠি কখন আসে তা চেয়ারম্যান ছাড়া আর কেউ জানেন না । কোন কোন চেয়ারম্যান ইচ্ছা করে সে বিষয়ে পরিষদের সদস্যদের জানান না । এর ফলে এক সময় চেয়ারম্যান ও পরিষদের অন্য সদস্যদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়ে ।

অর্থায়নের ক্ষেত্রে শতকরা ৯৯টি ইউনিয়ন পরিষদ কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তার মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকে । উন্নয়ন কর্মকান্ডে পরিচালনা করা তো দূরের কথা নিজস্ব অর্থে তারা অত্যাবশকীয় কাজগুলোই সারতে পারে না । স্থানীয়ভাবে সম্পদ সংগ্রহের কোন ব্যবস্থ বা চেষ্টা ও সেখানো নেই । সরকারি বাধ্যবাধকতা না থাকায় এ ব্যাপারে চেয়ারম্যান-মেম্বাদের মধ্যে কোন আগ্রহ লক্ষ করা যায় না । অথচ প্রতিবেশি রাষ্ট্র ভারতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের স্থানীয় পর্যায়ের অনেক চাহিদা পূরণে নিজস্ব তহবিল ব্যবহার করে থাকে। এক জরিপের ফলাফলে দেখাযায়, আমাদের স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ কাঠামোটি বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে স্থানীয় বিত্তবান ও প্রবাবশারীদের স্বার্থে। গ্রামাঞ্চলের সাধারণ দরিদ্র মানুষ ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম ও সেবা থেকে বহু দূরে রয়েছেন। 'স্থানীয় সরকার উদ্যোগ নামে' একটি সংস্থা ওই জরিপ রিপোর্ট ২৬ মে ২০০৩, ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করে।

Dhaka University Institutional Repository

স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ বিষয়ে পরিচালিত এই রিপোর্টে বলা হয়, দেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীভূত না হওয়ায় জনগণকে নানাভাবে এর খেসারত দিতে হচ্ছে। সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয় দেশের ৬টি বিভাগের ৩ হাজার পরিবারের মধ্যে ওই জরিপটি চালানো হয়েছে । জরিপে অংশগ্রণকারীদের মধ্যে ৬৮ দশমিক ৯ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন. ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ দলীয় রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্টি এবং ৬৮ দশমিক ৫ শতাংশ উত্তরদাতার মনে করেন, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যগণ ও একইভাবে দলীয় রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । অপরদিকে স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের বিভিন্ন প্রয়োজনে ইউনিয়ন পরিষদের যান খুব কম দরিদ্র জনগোষ্ঠর ৪০ শতাংশ লোক তাদের সমস্যা নিরসনে ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে কেবলমাত্র যোগাযোগ করেছেন বলে জানা । উত্তরদাতাদের ৫৮ দশমিক ৮ শতাংশ মনে করেন, স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ একটি যথার্থ প্রতিষ্ঠান । তবে তাদের মধ্যে ৯৭ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, স্থানীয় বড় ধরনের উন্নয়ন কাজ সংশ্লিষ্ট এলাকার সংসদ সদস্য সরাসরি ক্ষমতা প্রয়োগ করেন । আমাদের দেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল ও অকার্যকর হয়ে পড়ার আরেকটি কারণ হলো, সরকারের কেন্দ্রমুখী ক্ষমতা ।

তাই দাবি উঠেছে কেন্দ্রীয় সরকারের কুক্ষিগত হয়ে থাকে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটাতে হবে। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের এই কাজটি দু' ভাবে সম্ভব । যেমন, কেন্দ্র থেকে বিভাগে, জেলা, থানা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্তৃত্ব বন্টন এবং অপরটি হলো, কাজের প্রকৃতি বিবেচানা করে বিভিন্ন সংস্থাকে অধিকতর ক্ষমতা প্রদান বা স্বাধীনতা দান । বাস্তাবতা হলো ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকনণের দাবিটি আমাদের দেশে বর্তমানে একটি আন্দোলনের রূপ নিয়েছে । কেননা গত কয়েক দশকে এ দাবি আদায় সম্ভব হয়নি যদি ও এ দাবির মূল লক্ষ্য হলো- গণগন্ত্র চর্চা, সমাজের সুবিধা বঞ্চিতদের কাছে রাষ্ট্রের সুবিধা পৌঁছে দেয়া ও নাগরিক ক্ষমতায়নের পথ সুগম করা । স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বর্তমান বিশৃংখল অবস্থা সম্পর্কে ড. মুহাম্মদ ইউনূস তার শক্তিশালী স্থানীয় সরকার তৈরি করবে শক্তিশালী জাতি' শীষক প্রবন্ধে বলেছেন সমগ্র বাংলাদেশ কেন্দ্রশাসিত একটি দেশ। ১৩ কোটি মানুষের একটি অতি দরিদ্র দেশের জন্য এটা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবস্থা । গরীব দেশে যে কোন বিষয়ে সমাধান পেতে সময় লাগে । কেন্দ্রীভূত সরকারের কাছ থেকে যেকোন একটি বিষয়ে সমাধান না পেলে বা

Dhaka University Institutional Repository

তা পেতে বিলম্ব হলে মানুষকে সরকার বিরোধী করে তোলা খুবই সহজ হয়ে যায়। একারণে কেন্দ্রীভূত সরকার গলাবাজ ও অস্ত্রবাজদের উপর ক্রমে ক্রমে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে ।ত্রতে সংকট থেকে পরিত্রাণ তো পাওয়া যায়ই না বরং সংকট দ্রুত রাজনৈতিক দুর্যোগের দিকে ছুটতে থাকে । তিনি আরো বলেছেন, বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের খাদ্য সমস্যা কর্মস্থান সমস্যা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যের সমস্যা প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা, বাল্যবিবাহের সমস্যা, নারী নির্যাতনের সমস্যা, অর্থনীতিকে ব্যাপকভিত্তিক করার সমস্যা,আইন- শৃংখলা রক্ষার সমস্যা, ধর্মীয় উগ্রতার সমস্যা-এগুলির প্রত্যেকটা কাজই স্থানীয় সরকার যত দক্ষতার সঙ্গে এবং অল্প আয়াসে নাগরিক বাৎসল্যের মধ্যে করতে পারে, কেন্দ্রীভূত সরকার কোন কালেই সেটা পেরে উঠবে । না একটা অতি সহজ কাজ করতে হলে ও কেন্দ্রীভূত সরকারকে তা করতে হবে স্তরানুক্রমিক আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে । তাতেই সৃষ্টি হয় যাবতীয় বিপদ।" তার মতে, "এই মুহূর্তে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা খাপছাড়া অবস্থায় আছে। পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ অত্যন্ত দুর্বলভাবে চলে আসছে ব্রিটিশ আমল থেকে। এগুলি এখনো টিম টিম করে চলছে। সিটি করপোরেশনগুলি এখনও নিজের অস্তিত্ব নাগরিকদের কাছে প্রকাশ করে উঠতে পারছে না। সিটি করপোরেশনগুলি এখনও নিজের অস্তিত্ব নাগরিকদের কাছে প্রকাশ করে উঠতে পারছে না। সিটি করপোরেশনকে শুধু মশা মারা আর আবর্জনা টানা জাতীয় কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হলে তার মূল দায়িত্ব পালন হলো না।"

দেশে গণতন্ত্র, সুশাসন ও নারীর ক্ষমতায়নসহ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উন্নয়নে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে বেসরকারি সংস্থা বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ (বিএনপিএস)। ইউনিয়ন পরিষদ তথা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বেশ কিছু সমস্যাও চিহ্নিত করেছে। সে সবের মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নিচে উল্লেখ করা হলো।

১. বর্তমান পরিস্থিতিতে ইউনিয়ন পরিষদ পূর্ণ গণতন্ত্র চর্চা করতে পারে না। এটা শুধুমাত্র চেয়ারম্যানের ক্ষমতার কারণে নয় বরং পরিষদ সদস্য বিশেষ করে নবনির্বাচিত নারী সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অসচেতনতা ও বাস্তবায়নের নিয়মাবলী সম্পর্কে অদক্ষতার কারণে হয়ে থাকে। পরিকল্পনা, বাজেট তৈরি, সম্পদ

Dhaka University Institutional Repository

আহরণ ও বিতরণ বিষয়ে তাদের দক্ষতা কম। ট্যাক্স নির্ধারণ ও সংগ্রহ বিষয়ে চেয়ারম্যান ও পরিষদ সদস্যদের ক্ষমতা সম্পর্কে তারা অবহিত নন।

২. স্ট্যান্ডিং কমিটিসহ বিভিন্ন কমিটি গঠন, কার্যকরভাবে কমিটিগুলোকে সক্রিয় করা ও তা পরিষদের উন্নয়নে কাজে লাগানো হয় না। অনেক পরিষদে স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠিত হয় না। অথচ সরকারি পরিপত্রে বলা হয়েছে, বিভিন্ন কমিটি তৈরি করে নারী সদস্যদের সেখানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩. পরিষদ সদস্যগণ জনসাধারণের অংশগ্রহণমূলক ভূমিকাকে মর্যাদা দেয়ার বিষয়ে চিন্তা করতে পারেন না। তারা মনে করেন, সমস্যাগুলো তাদের জানা এবং সেগুলোর সমাধানেও তারা পারদর্শী। অর্থাৎ স্থানীয় উন্নয়ন ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে জন অংশগ্রহণ বিষয়ে তাদের মধ্যে প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে।

৪. পরিষদ পরিচালনায় জবাবদিহিতা, জনগণের কাছে বাজেট উপস্থাপন, সভার মিনটস তৈরি, পরিষদের হিসাব সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। পরিষদের সভায় বাৎসরিক হিসাব উপস্থাপন করা হয় না, বাৎসরিক অডিটও সময় মত হয় না।

৫. ইউনিয়ন পরিষদে মাত্র একজন সচিব। অথচ পরিষদের সমস্ত কাজে তাকে সহায়তা করতে হয়। বেশিরভাগ পরিষদ ভবনে স্যানিটারি পায়খানা, পানির ব্যবস্থা ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নেই। অনেক পরিষদে কাগজপত্র রাখার জন্য প্রয়োজনীয় আলমিরা, ফাইল ক্যাবিনেট এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নেই।

৬. পরিষদে স্থানীয় সম্পদ আহরণ ব্যবস্থা কম। বেশিরভাগ পরিষদের ট্যাক্স আদায়ের হার নির্ধারিত ট্যাক্সের চেয়ে অনেক কম। স্থানীয় সম্পদ আহরণে পরিষদ সদস্যদের আগ্রহ, সচেতনতা, দক্ষতা অনেক ক্ষেত্রে কম। পরিষদের নিজস্ব আয়বৃদ্ধির জন্য নতুন ক্ষেত্র তৈরিতে আদের উৎসাহ দেখা যায় না।

৭. ইউনিয়ন পরিষদের কর্মীদের স্বল্প বেতন এবং বেতন পেতে দীর্ঘসূত্রতা তাদের মধ্যে কাজের আগ্রহ কমিয়ে দেয়।

৮. পরিষদের সাথে উপজেলা ও জেলা প্রশাসনের কাজে সমন্বয়ের অভাব।

৯. নারী সদস্যদের পরিষদে অংশগ্রহণ এখনও সহজ ও মানবিক হয়নি। নারী সদস্যরা পরিষদের পুরুষ সদস্যদের কাছ থেকে এখনও মানবিক আচরণ পান না। শুধু নারী

Dhaka University Institutional Repository

হওয়ার কারণে অনেক কাজে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ হয়না। চেয়ারম্যান, পুরুষ সদস্য ও সচিবদের অনেকেই নারী সদস্যদের অদক্ষ, অনাহুত ও বাড়তি ঝামেলা মনে করেন।

১০. ইউনিয়ন পরিষদ কোন কর্মী নিয়োগ করতে পারে না। কর্মী নিয়োগের বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করে । সচিবের নিয়োগ ও বদলি করেন সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক । দফাদার ও চৌকিদারদের নিয়োগ ও বদলি করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও থানার ভারপাপ্ত কর্মকর্তা । চৌকিদার প্রতিমাসে থানায় রিপোর্ট করতে হয় । যদি ও নিয়ম রয়েছে চৌকিদারদের যৌথভাবে তত্ত্বাবধান করবে ইউনিয়ন পরিষদ ও থানা । থানায় নিয়মিত মাসিক রিপোর্ট করার কারণে থানার প্রতি তাদের (চৌকিদারদের) এক ধরনের আনুগত্য সৃষ্টি হয় ।

১১. পরিষদ কর্মীদের বেতননের শতকারা ৫০ ভাগ প্রদান করে কেন্দ্রীয় সরকার । তাই বলা যায়, পরিষদের কর্মীরা অনেকাংশে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নির্ভরশীল ।

১২. পরিষদের বাজেট প্রণয়নের পর তা অনুমোদনের জন্য থানা নির্বাহী অফিসারে স্থানীয় সরকার বিভাগের সহকারী পরিচালক ও জেলা প্রশাসক-কেন্দ্রীয় সরকারের এই তিন স্তরের কর্মকর্তাদের পরীক্ষণের মধ্যদিয়ে যেতে হয় ।

১৩. পরিষদের প্রায় সকল ক্ষমহতা সবসময় চেয়ারম্যানের কাছে কেন্দ্রীভূত থাকে । তাই বর্তমান নিয়মে পরিষদে যৌথ নেতৃত্ব ও যৌথ সিদ্ধান্ত প্রয়োগ কররা সম্ভাবনা কম ।

১৪. কেন্দ্রীয় সরকার পরিকল্পনায় ইউনিয়ন পরিষদের মতামত প্রয়োগের সুযোগ খুবই কম । এমনকি পরিষদের মাধ্যমে জনগণের মতামত সংগ্রহ করা ও সম্ভব হয় না ।

১৫. ইউনিয়ন পরিষদের স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের নীতিমালা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক আগেই তৈরি করা । সেগুলো সাধারণত যেভাবে গৃহীত হয় তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বাজেটের সাথে সঙ্গতিপূর্ন হয় না । ওই পারিকল্পনা জন অংশগ্রহন মূলক ও হয় না ।

১৬. উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধানে ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা এখন ও সীমিত ।

Dhaka University Institutional Repository

১৭. বলা যায় ইউনিয়ন পরিষদ তথা আমাদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো এখন ও স্বশাসিত স্থানীয়সরকারপ্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠ লাভ করতে পারেনি । নারীর জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহায়ক করে তোলা সম্ভব হয়নি । আর্থিক দিক থেকে ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বয়ংসম্পূর্ন নয় ।১৮

এর বাইরে ও অনেক সমস্যা আছে । যা এখন আলাদাভাবে এবং আর ও সুনির্দিষ্টভাবে আলোচনা করা হলো--

*ক. গণতন্ত্র ও সুশাসন বিষয়ক সমস্যা*

দেশে গণতন্ত্রকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে হলে স্থানীয় সরকার পর্যায়েই আগে গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে । কিন্ত দুঃখজনক হলে ও সত্য যে, আমাদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ সদস্য গণতন্ত্র ও সুশাসন সম্পর্কে যথেষ্টে ওযাকিবহাল নন । ফলে স্থানীয় সরকার পর্যায়ে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা কার্যকর হয় না । দেশের কেন্দ্রীয় সরকার যেসব ক্ষমতা স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের ওপর অর্পণ করেছে । তাও সঠিকভাবে প্রয়োগ হয় না । শুধু তাই নয় ওইসব আদেশ, নির্দেশ ও ক্ষমতা সম্পর্কে তাদের মধ্যে অজ্ঞতা রয়েছে । স্থানীয় সরকার সদস্যদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবাধের অভা পরিলক্ষিত হয় বেশ স্পষ্টভাবেই । এছাড়া, অবৈধ কালো টাকা দুর্নীতি ও পেশী শক্তি স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসনকে নষ্ট করে দেয় (গৌতম, ২০০৩)।

*খ. প্রশাসনিক কর্মকান্ড বিষয়ক সমস্যা*

আমাদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল হয়ে পড়ার একটি অন্যতম কারণ হলো প্রশাসনিক কাজে দুর্বলতা । দেশে বেশিরভাগ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক কর্মকান্ড সঠিকভাবে পরিচালিত হয় না । ইউনিয়ন পরিষদসহ কোন স্থানীয় সরকারী প্রতিষ্ঠানের কাজই সরকার গভীরভাবে পর্যালোচনা করে দেখা না । তবে ইউনিয়ন পরিষদের কাজে কেন্দ্রীয় সরকারের অসহযোগিতার রয়েছে । আমলাতান্ত্রিক জটিলতা

[১৮] বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ (২০০২) *কার্যকর নারী-সহায়ক ইউনিয়ন পরিষদ ও নারী প্রগতি সংঘের উদ্যোগ* (বিএনপিএস) ।

Dhaka University Institutional Repository

এক্ষেত্রে একটি বড় সমস্যা । প্রশাসনিক কাজকর্ম ঠিক মত না হওয়ার আরেকটি কারণ হলো জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতা । পাশা পাশি স্থানীয় সংসদ সদস্যও ইউনিয়ন পরিষদের কাজে সরাসরি হস্তক্ষেপ করার কারণে ইউনিয়ন পরিষদগুলোয় প্রশাসনিক কাজ সঠিকভাবে পরিচালিত হয় না । রাজনৈতিক স্বার্থে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহারের ঘটনায় নতুন নয় । সদস্যদের মধ্যে আন্তরিকতা ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাবের কারণেও প্রশাসনিক কাজ ব্যাহত হয় । জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে জবাবদিহিতা না থাকার কারণে সরকারি বিধি মোতাবেক বৈঠক হয় না । প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রশাসনিক কর্মকান্ড পরিচালনার বিষয়ে দক্ষতার অভাব ও স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের বেতন-ভাতা ঠিক মত না হওয়ার কারণে তারা অর্পিত দায়িত্ব পালনে উৎসাহ বোধ করেন না । আবার জনপ্রতিনিধিরা তাদের জনপ্রিয়তা হ্রাস ও জনগণের বিরাগভাজন হওয়ার ভয়ে অনেক সময় গুরুত্বপূর্ন অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন থেকে পিছু হটেন । এর ফলের ও প্রশাসনিক কাজকর্ম ব্যাহত হয় ।

*গ. বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে সমস্যা*

বাজেট প্রণয়ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম একটি কাজ । অথচ এই বাজেট তৈরির কাজটি সঠিকভাবে হয় না । ইউনিয়ন পর্যায়ে চেয়ারম্যানরা তাদের সচিবদের দিয়ে নাম মাত্র একটি বাজেট তৈরি করে নেন এবং পরিষদের অন্য সতদস্যদের দিয়ে সই করিয়ে সেটাই বাস্তবায়ন করেন । শুধু তাই তাই নয়, তাই নয় ইউনিয়ন পর্যায়ে ঠিকমত বাজেট বৈঠক ও হয় না । বাজেট তৈরির ক্ষেত্রে ও ধারনের গুরূত্বহীনতার কারণে সঠিক খাতে সঠিক বরাদ্দ রাখাত্ত সম্ভব হয় না । ফলে স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন মারত্নকভাবে ব্যাহত হয় । স্থানীয় প্রশাসনের এই বাজেট সম্পর্কে জনগণও কিছুই জানতে পারেন না । নিয়ম হলো , প্রস্তাবিত বাজেটের একটি খসড়া কপি ১৪ দিন আগে সদস্যদের হাতে পৌঁছাতে হবে এবং সদস্যরা তা পর্যালোচনা করে দেখার পর সিদ্ধান্ত নেবেন সেটিতে সই করবেন কিনা । কিন্ত এই নিয়ম মানা হয় কদাচিৎ ।

*ঘ. নিজস্ব তহবিল গঠন বিষয়ক সমস্যা*

একথা ঠিক আমাদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজস্ব আয়ের উৎস খুবই কম । সেকারণে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সম্পদ আহরণ সম্ভব হয় না । তবে ইচ্ছে করলে স্থানীয়

Dhaka University Institutional Repository

জনপ্রতিনিধিরা তাদের অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে নিজস্ব তহবিল গঠন করতে পারেন । তবে লক্ষ্য করা গেছে যে, নিজস্ব তহবিল গঠনের বিষয়টি জনপ্রতিনিধিরাই খুব একটা গুরুত্ব দেন না । গ্রামাঞ্চলে আয় বৃদ্ধিমূলক অনেক প্রকল্প হাতে নেয়া সম্ভব । তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্ভরশীলতা বহুলাংশ হ্রাস পাবে । যেমন পঁচা পুকুর বা বিল পরিস্কার করে মাছ মাছ প্রকল্প হাতে নিলেও ইউনিয়ন পরিষদের মত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো ভালো আয় করতে পারে । তবে নিজস্ব তহবিল গঠনে সরকারি কোন বাধ্যবাধকতা না থাকার কারণে জনপ্রতিনিধিরা অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে তহবিল গঠনের কথা ভাবেন না । তেমনি ইউনিয়ন পরিষদের তহবিল সংগ্রহের অন্যতম একটি উৎস হলো সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের কাছ থেকে কর আদায় করা । কিন্তু জনপ্রিয়তা হ্রাস পাওয়ার ভয়ে বেশিরভাগ চেয়ারম্যানই তার এলকার জনগণের কাছ থেকে কর আদায় করেন না ।

*ঙ. উন্নয়ন কাজে জটিলতা*

স্থনীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অন্যতম একটি কাজ । কিন্তু এই কাজটি সুষ্ঠুভাবে হয় খুবই কম । সেখানে তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের অংশগ্রহন থাকে না বললেই চলে। তবে জনপ্রতিনিধিদের অভিযোগ হলো স্থানীয় পর্যায়েলর উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণের বিষয়টিও এখন আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় বাধা । আবার ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল ও নেতাদের ইচ্ছ-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে উন্নয়ন কাজের কার্যক্রম ও বরাদ্দ । এছাড়া নিজস্ব তহবিল না থাকার কারণে সবধরনের উন্নয়ন কাজের জন্যই সরকারি অর্থের মুখাপেক্ষি হয়ে থাকতে হয় । সে সংগে সৃষ্টি হয় সীমাহীন দুর্নীতি। কেননা প্রকল্প অনুমোদন করাতে সরকারি কর্মকর্তাদের ঘুষ দিতে হয় । ঘুষ ছাড়া কোন কাজ হয় না ।

*চ. স্বাস্থ্য ও শিক্ষ সংক্রান্ত সমস্যা*

স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সুবিধা নিশ্চিত করা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অপরিহার্য দায়িত্বগুলোর মধ্যে একটি । জনগণকে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন করে তোলার দায়িত্ব ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের । কিন্তু বাস্তবে তা পালন করা হয় না । দেশের অনেক এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সরবারাহের ব্যবস্থা নেই । দূষিত পানি পান করে পেটের পীড়া ও ডায়ারিয়াসহ বিভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

ধরনের রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন ওই সব এলাকার মানুষ গ্রাম পর্যায়ে ভালো চিকিৎসা কেন্দ্র নেই, পারিবারিক স্বাস্থসেবাও তারা পান না। বিশেজ্ঞগণ মনে করেন তৃণমূলের মানুষের প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদ নিজ উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট এলাকারজনগণকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সুবিধা দিতে পারে, মানুষকে শিক্ষ ও স্বাস্থ্য সচেতন করে তুলতে পারে । কিন্তু সে কাজটি হয় না। অনেক এলাকার রাস্তা-ঘাট খারাপ হওয়ায় ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা স্কুলে যাতায়াত করতে পারে না,আর্থিক অনটনেক লেখাপড়া হয় না, অনেক গ্রামে ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই-এসব ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা স্থানীয় সরকার পরিষদের দায়িত্ব । আমাদের দেশে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কাজগুলো ঠিক মতো করছে না। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তাদের জবাবদিহিতা না থাকার কারনেই হয়তো এ অবস্থা ।

*ছ. গ্রাম আদালত ও সালিশ সংক্রান্ত সমস্যা*

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় ইউনিয়ন পরিষদে একটি গ্রাম আদলত রয়েছে । সেখানে নির্দিষ্ট ফি নিয়ে ছোট-খাটো বিচার কার্য হওয়ার কথা । কিন্ত অধিকাংশ ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম আদালত কার্যকর নয় । ফলে জনগণ প্রাথমিক বিচার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন । ইউনিয়ন পরিষদের অনেক সদস্যের মধ্যে সালিশ ও গ্রাম আদালত সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই । আবার অনেকের গ্রাম আদালতে বিচার করার মতো যোগ্যতা নেই । শুধু তাই নয় অনেক এলাকার লোকজন জানেনই না ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম আদালতে স্বল্প খরচে মামলা করা যায় । ইউনিয়ন পরিষদে কিছু সালিশি কর্মকান্ড চললে ও গ্রাম আদালতে মামলা মেটানোর কাজটিকে ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধিরা তেমন গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেন না ।

স্থানীয় বিরোধ স্থানীয়ভাবে নিস্পত্তি করার প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব দিয়ে ১৯৬১ সালে সালিশী আদালত অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছিল । পর প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি রেখে সালিশী আদালত বাতিল করে ১৯৭৬ সালে গ্রাম আদালত অধ্যাদেশ জারি করা হয় । গ্রাম আদালত অধ্যাদেশের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদকে বিচারকার্য সম্পাদনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে । স্থানীয় বিরোধ স্থানীয়ভাবে নিস্পত্তি ও বিচার ব্যবস্থা সহজ করার উদ্দেশ্যেই গ্রাম আদালতের উদ্ভব । অধ্যাদেশ অনুযায়ী পরিষদের চেয়ারম্যান এবং বাদী ও বিবাদী

Dhaka University Institutional Repository

উভয়পক্ষের দু'জন করে চার জন প্রতিনিধিসহ মোট ৫ জন সদস্য নিয়ে গ্রাম আদালত গঠিত হবে । তবে বাদী ও বিবাদী পক্ষের মনোনীত প্রতিনিধিদের একজন অবশ্যই ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হতে হবে । পরিষদের চেয়ারম্যান হবেন গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান । তিনি এ দায়িত্ব পালনে অক্ষম হলে অথবা তার নিরপেক্ষতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠলে ইউনিয়ন পরিষদের অন্য সদস্য আদালতের প্রধান মনোনীত হবেন । ফৌজদারী অপরাধের জন্য জরিমানা বা দন্ড প্রদানের ক্ষমতা গ্রাম আদালতের নেই । তবে ফৌজদারী অপরাধের ক্ষেত্রে গ্রাম আদালত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ দশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্য দোষী পক্ষকে নির্দেশ দিতে পারে । দেওয়ানী মামলঅর ক্ষেত্রে ও ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে সম-পরিমাণ টাকা প্রদানের জন্য আদেশ দিতে পারে । এছাড়া গ্রাম আদালত অবমাননায় দায়ে সর্বোচ্চ পাঁচ' শ টাকা এবং রাষ্ট্রের গোপনীয় নয়- এমন দলিল দাখিল করতে অস্বীকার বা সমন নিতে অস্বীকার করলে সর্বোচ্চ দু'শক পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করতে পারে । গ্রাম আদালতের এই কার্যক্রমকে ইতিবাচক বলে বিবেচনা করা হলে ও বর্তমানে এর নিক্রিয়তা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার দুর্বলতাই তুলে ধরে ।

*জ. নারী সদস্যদের সমমর্যাদা দেয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা*

আমাদের সমাজে নারীরা তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত । স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের পরিস্থিতি ও এর ব্যক্তিম নয় । সেখানেও নারীর নানাভাবে বৈষম্যের শিকার । ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যদের অভিযোগ, পরিষদের পুরুষ সদস্যরা তাদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব প্রদর্শন করেন । তারা নারী সদস্যদের প্রতি যথাযথ সম্মান দেখন না । বিভিন্ন কমিটিতে তাদের অন্তর্ভূক্ত করা হয় না । পরিষদের অভ্যন্তরে প্রকল্প বন্টনের ক্ষেত্রে ও তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয় । অর্থাৎ তাদেরকে নির্ধারিত পাওনা থেকে বঞ্চিত করা হয় । সবকিছু মিলিয়ে নারীর সঠিক মূল্যায়ণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোয় হয় না । স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় ইউনিয়ন পর্যায়ে সাধারণ সদস্য পদ ছাড়া ও সংরক্ষিত আসন থেকে তিন জন নারী নির্বাচিত হন । শুধু সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত হওয়ার কারণে ইউনিয়ন পরিষদে তাদের সঠিক মূল্যায়ন করা হয় না । মাসিক সভা বা অণ্য কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় তাদের মতামতোর গুরুত্ব দেয়া হয় খুব কম । ফলে জনগণকে যেসব প্রতিশ্রিতি দিয়ে তারা নির্বাচিত হন পরে তা রক্ষা করতে পারেন না । জনগণের বিরাগভাজন

Dhaka University Institutional Repository

হন । এটা তাদের জন্য একটা বড় সমস্যা । তৃণমূল পর্যায়ে নারীর ক্ষমাতায়নের বিষয়টি এভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে ।

*ঝ. অন্যান্য সমস্যা*

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় উল্লিখিত সদস্যাগুলোর বাইরেও রয়েছে আর ও নানা সমস্যা ।সব সমস্যা মিলে একটি বিশাল তালিকা তৈরি করা সম্ভব । সমস্যার পাশাপাশি অব্যবস্থাও রয়েছে প্রচুর । যেমন - অনেক ইউনিয়ন পরিষদে জন্ম ও মৃত্যুর ঘটনা নিবন্ধন করার কাজটি ঠিক মতো করা হয় না । এলাকায়র ছিন্ন মূল শিশুদের সহায়তা প্রদান করা হয় না । শিশুদের স্বাভাবিক মনোবিকাশে অনেক স্থানে খেলার মাঠ পর্যন্ত নেই । এলাকার অনেক শিশু অভাবের কারণে শিক্ষা গ্রহন করতে পারে না । এক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের তাদের প্রতি সাহয্যের হাত বাড়ায় না । গ্রামঞ্চলে অবাধে চলে শিশুশ্রম (গৌতম, ২০০৩)। স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের দায়িত্ব ওই ধরনের শিশুশ্রম বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা । কিন্তু তা করা হয় কদাচিৎ । জনপ্রতিনিধিদের সামনেই বিশাল আকারের গাছ কেটে ইটভাটায় পোড়ানো হয় । গ্রামীণ পধিবেশ ধ্বংস করা স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা এসব কাজে বাধা দিতে পারেন । কিন্ত তারা তা করেন না । অর্থাৎ পরিবেশ রক্ষা, শিশুশ্রম বন্ধ ইত্যাদি বিষয়ে তারা নিজেরাই তেমন সচেতন নন । ইউনিয়ন পরিষদের পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে দেখাগেছে , অধিকাংশ সদস্যই বিয়ে নিবন্ধনকরণ, বহু বিবাহ বাল্যবিয়ে তালাক ,হিলা বিয়ে, উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত নন । এছাড়া, গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় আইন শৃংখলা নিশ্চিত করা ও নিরাপত্তাদান স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অন্যতম একটি দায়িত্ব কিন্তু এ দায়িত্ব স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা সঠিকভাবে পালন করছেন না বা করতে পারছেন না ।

### ৪.৩.২ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কাছে প্রত্যাশা

*জনগণের প্রত্যাশা*

১. উপযুক্ত পরিমানে সার পাওয়া
২. উন্নত জাতের বীজ পাওয়া
৩. উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থার নিশ্চয়তা পাওয়া

Dhaka University Institutional Repository

৪. পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ পাওয়া

৫. উপযুক্ত পারিমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসা ব্যবস্থা পাওয়া

৬. শিক্ষার হার বৃদ্ধিকল্পে এলাকার প্রতিটি শিশুর বিদ্যালয়ে গমন নিশ্চিত করা

৭. সহজশর্তে ঋণ পাওয়ার সুযোগ

৮. নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা

৯. এলকায় ভাল যাতায়াত ব্যবস্থা তৈরি

১০. ভিজিএফ কার্ড, রেশন কার্ড, বয়স্ক ভাতা ও বিধবা ভাতা পাওয়ার সুযোগ

১১. ফসলের ন্যায্য মুল্য পাওয়া

১২. কৃষিকাজের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম পাওয়া

১৩. এলাকার সব ধরনের দ্বন্দ্ব সংঘাতের বিচার করা

১৪. স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করার সুবিধা দেওয়া

১৫. নারী ইউপি সদস্যরা যাতে স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করতে পারে তার সুযোগ দেওয়া

১৬. যৌতুক প্রথার অবসান করা

১৭. অন্যায়ভাবে তালাক দেওয়ার বিধানের অবসান করা

১৮. বাল্য বিবাহ রোধ করা

১৯. সব মেয়ে শিশুকে স্কুলে দেওয়া ব্যবস্থা করা

২০. মেয়েদের স্বাধীনভাবে বাইরে বেরোতে দেওয়া

২১. রাস্তা ঘাটে নিরাপদভাবে চলতে পারা

২২. সামাজিক বনায়ন করা

২৩. জলাশয় রক্ষা করা

২৪. বর্জ পদার্থ আপসারণ করা

২৫. নিয়মিত খাল বিল, নদী-নালা পরিস্কার করা

২৬. এলকার আত্মহত্যার হার কমানো

২৭. গ্রাম্য আদালতের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা

২৮. সঠিক ভাবে চাষবাস ও বীজ সংরক্ষনের জন্য কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা

২৯. পরিবার পরিকল্পনার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা

৩০. সঠিকভাবে টিকাদান কর্মসূচী পালন করা

Dhaka University Institutional Repository

৩১.প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থার নিশ্চয়তা থাকা

৩২.নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা

৩৩.সবার জন্য স্যানিটারি ল্যাট্রিনের সুযোগ থাকা

৩৪.কৃষি ঋণ সহায়তা দেওয়া

৩৫.উপযুক্ত কীটনাশক সরবরাহ করা

৩৬.পর্যপ্ত খাল ও কূপ খনন করা

৩৭.জমি সংক্রান্ত কোন্দল দূর করা

৩৮.বিবাহ বিচ্ছেদ কমানো

৩৯.সহজে লাইসেন্স প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা

৪০.নারী নির্যাতন বন্ধ করা

৪১.আইনি সমস্যার সহজ ও দ্রুত সমাধান করা

*ইউপি প্রশাসনের প্রত্যাশা*

১. লোকবল বাড়ানো

২. বাজেট বাড়ানো

৩. নিজেদের মধ্যে অন্তর্কোন্দল দূর করা

৪. বেতন বৃদ্ধি করা

৫. বিশেষ কর্মকান্ডে স্থানীয় এমপির হস্তক্ষেপ বন্ধ

৬. প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের হস্তক্ষেপ বন্ধ

৭. উপজেলা চেয়ারম্যানের হস্তক্ষেপ বন্ধ

৮. স্থানীয় সন্ত্রাসীদের হস্তক্ষেপ বন্ধ

৯. স্বায়ত্ব শাসনের পরিপন্থী পরিপত্র জারি বন্ধ করা

১০.ইউপির আয়ের উৎস হাট-বাজার, জলমহাল, খেয়াঘাট, খাস জমি ইজারা দেয়ার ক্ষমতা অবিলম্বে ফিরিয়ে দেওয়া[১৯]

১১.ইউপির সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন ইউপির মাধ্যমে দেওয়া

[১৯] প্রথম আলো, ৪ ঠা অক্টোবর, ২০০৯

*Dhaka University Institutional Repository*

১২. ইউপির আওতাধীন সরকারী বিভাগের বাস্তবায়িত সব উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে উপজেলা পরিষদের ছাড় পত্রের মাধ্যমে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করা

১৩. নারী সদস্যদের কাজের পরিধি নির্দিষ্ট করে দেওয়া

১৪. গ্রাম আদালতের বিচারিক ক্ষমতা ২৫ হাজার টাকার পরিবর্তে ১ লাখ টাকা নির্ধারন করা

১৫. দুস্কৃতকারীদের হাতে নিহত চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্যদের এক কালীন যথাক্রমে ১ লাখ ও ৫০ হাজার টাকা দেওয়া।

১৬. ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ভাতা যতাক্রমে ১০ হাজার ও ৩ হাজার টাকা করা

১৭. উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষমতা ৭৫ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ২ লাখ টাকা করা।

১৮. টি আর, কাবিখা ও এডিপি সহ সব বরাদ্ধ সরাসরি ইউনিয়ন পরিষদে দেওয়া।

Dhaka University Institutional Repository

## ৪.৪ সামাজিক পরিবর্তনে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা

একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে আমরা একটি তৃতীয় বিশ্বের নাগরিক হয়ে সামাজিক পরিবর্তনে স্থানীয় সরকারের যে ভূমিকা দেখি তা সত্যিই দুঃখজনক। কারণ সামাজিক পরিবর্তনে যেখানে সরকারই সফল নয় সেখানে সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকা স্থানীয় সরকারের কার্যক্রম কিভাবে সফল হবে। তবে কিছু কাজে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা রয়েছে নিসন্দেহে যা নিম্নরূপ-

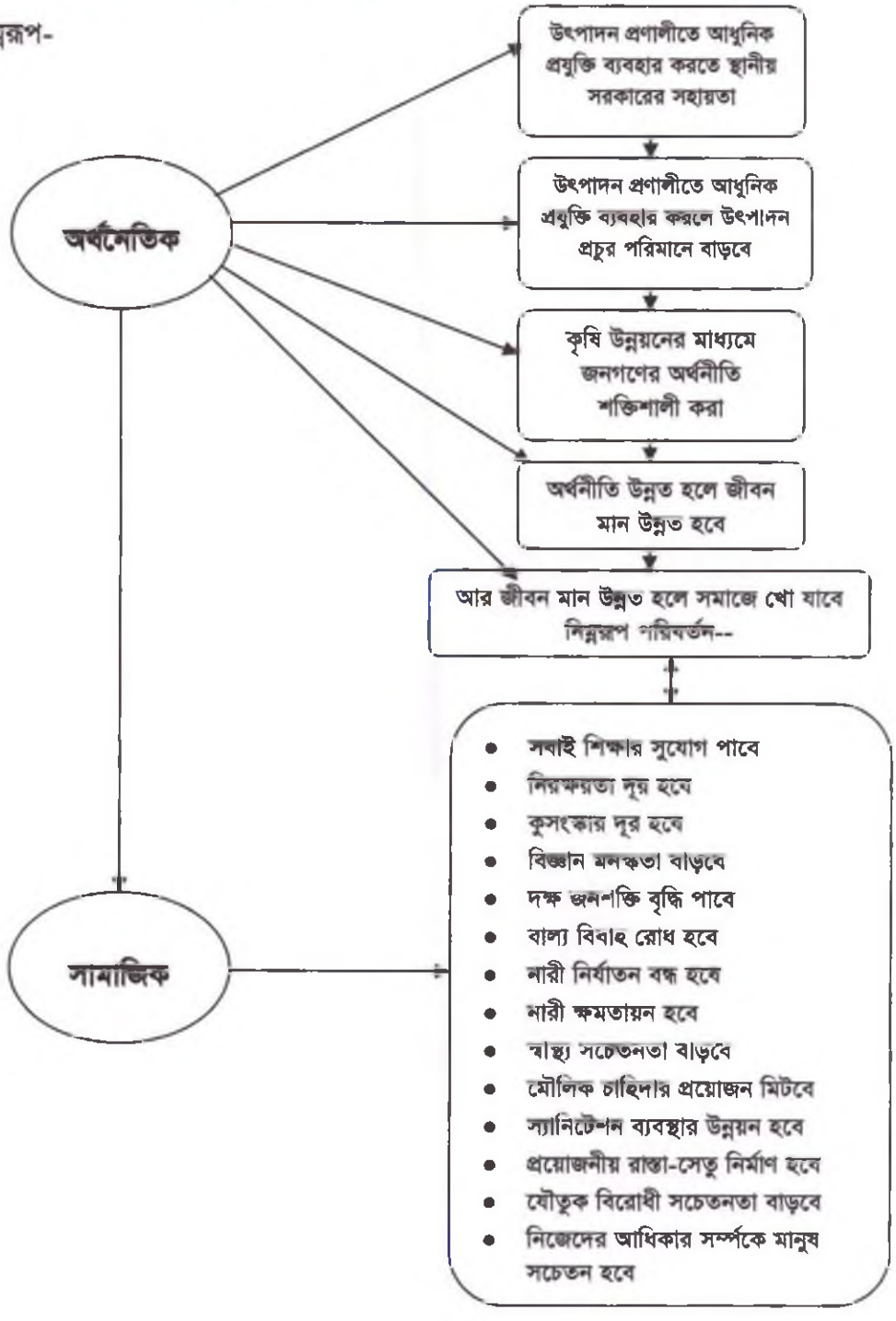

Dhaka University Institutional Repository

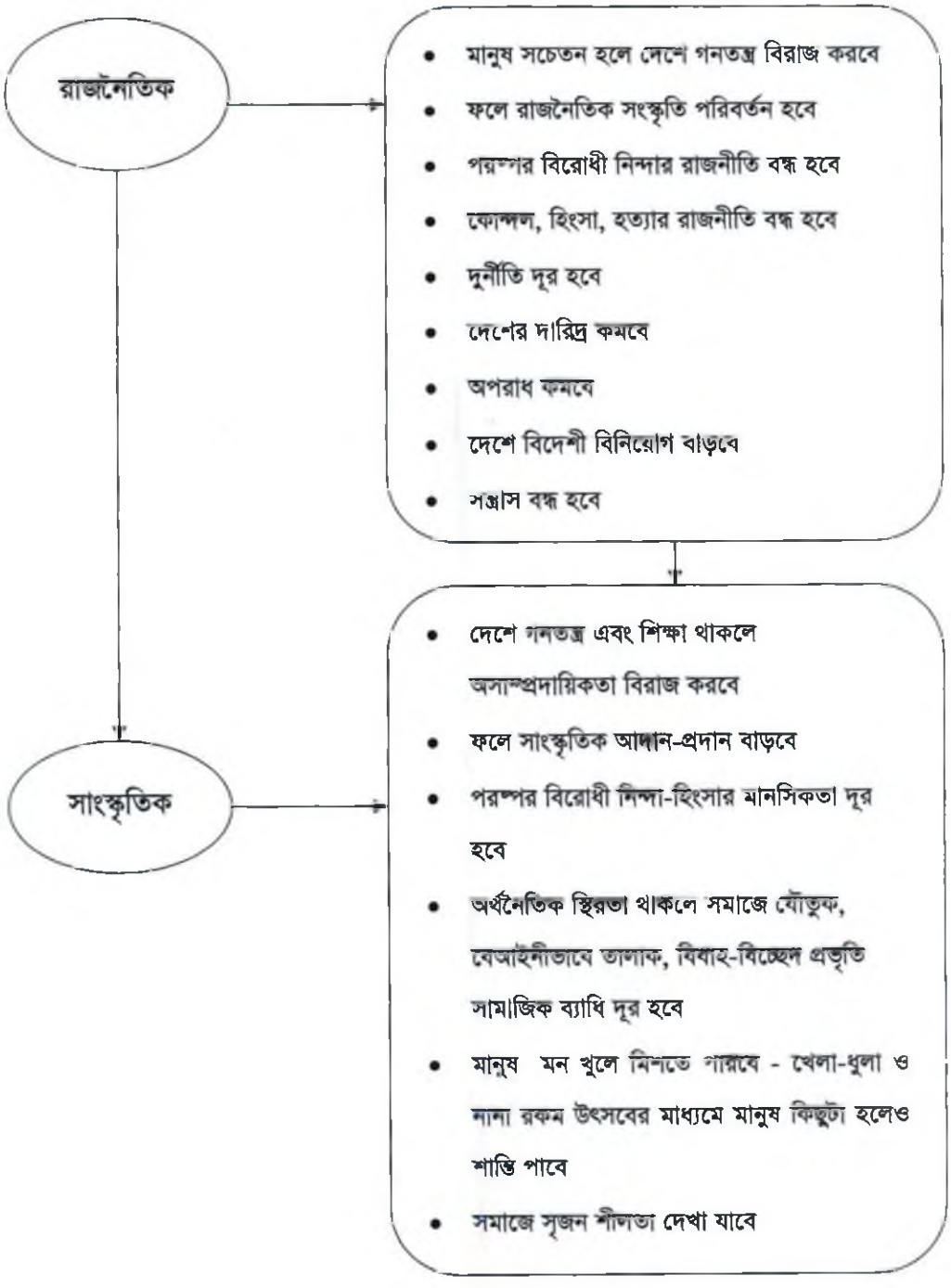

Dhaka University Institutional Repository

# অধ্যায় পাঁচ

## স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাঃ - জরিপকৃত তথ্যের ফলাফল

*(উত্তরদাতা- ত্রিবেণী ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারী)*

### ৫.১ উত্তরদাতার পদ মর্যাদা

| উত্তরদাতার পদ মর্যাদা | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| চেয়ারম্যান | ১ | ২.৮ |
| সেক্রেটারী | ২[২০] | ৫.৬ |
| মেম্বার | ১১[২১] | ৩০.৬ |
| গ্রাম পুলিশ | ১১ | ৩০.৬ |
| দফাদার | ২ | ৫.৬ |
| মহল্লাদার | ৯ | ২৫.০ |
| **মোট** | **৩৬** | **১০০.০** |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, আগষ্ট-অক্টোবর, ২০০৯*

### ৫.১ নং টেবিলের ব্যাখ্যা ঃ

৫.১ নং টেবিলের ব্যাখ্যায় দেখা যায় যে, ত্রিবেণী ইউনিয়নে চেয়ারম্যান ১, সেক্রেটারী ২, মেম্বার ১১, গ্রাম পুলিশ ১১, দফাদার ২, মহল্লাদার ৯। এটি একটি পাইলট ইউনিয়ন। তাই এখানে ইউনিয়ন পরিষদো সব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

### ৫.১ নং টেবিলের গ্রাফ ঃ

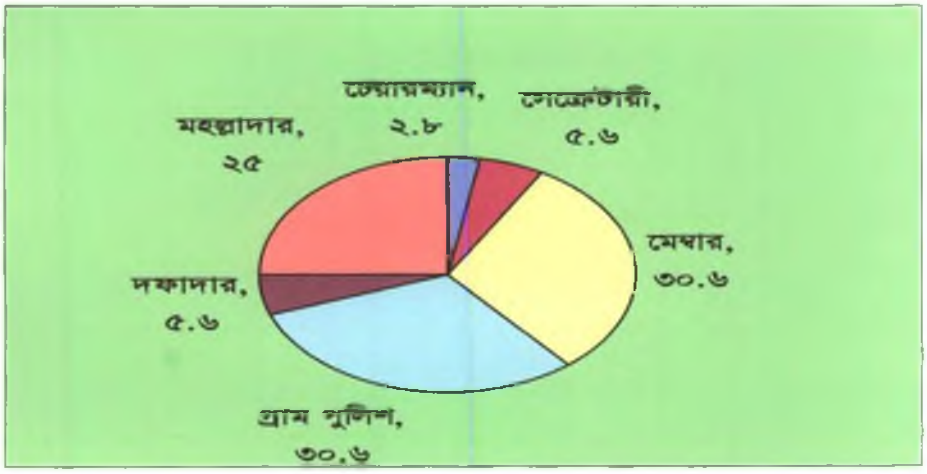


[২০] ত্রিবেণী একটি পাইলট ইউনিয়ন হওয়ায় এর কর্মকাণ্ড অনেক বেশি তাই এখানে চেয়ারম্যান নিজস্ব অর্থায়নে অতিরিক্ত একজন সচিব নিয়োগ দিয়েছেন

[২১] একজন মেম্বার মারা যাওয়ায় সদস্য সংখ্যা এখন ১১ জন

Dhaka University Institutional Repository

## ৫.২ উত্তরদাতার বয়স

| উত্তরদাতার বয়স | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| ৩০-৩৪ | ৬ | ১৬.৭ |
| ৩৫-৩৯ | ১০ | ২৭.৮ |
| ৪০-৪৪ | ১২ | ৩৩.৩ |
| ৪৫-৪৯ | ৫ | ১৩.৯ |
| ৫০-৫৪ | ৩ | ৮.৩ |
| মোট | ৩৬ | ১০০.০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, আগষ্ট-অক্টোবর, ২০০৯*

### ৫.২ নং টেবিলের ব্যাখ্যা ঃ

৫.২ নং টেবিলে দেখা যাচ্ছে যে - উত্তর দাতার বয়স বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা আছে। যেখানে শতকরা ১৬.৭ জন ৩০-৩৪ বছর বয়সের মধ্যে আছে, ৩৫-৩৯ বছর বয়সী লোক আছে ২৭.৮% জন, ৪০-৪৪ বছর বয়সী উত্তরদাতা আছে শতকরা ৩৩.৩ জন, ৪৫-৪৯ বছর বয়সী উত্তর দাতা আছে শতকরা ১৩.৯ জন, ৫০-৫৪ বছর বয়সী উত্তর দাতা আছে শতকরা ৮.৩ জন ।

### ৫.২ নং টেবিলের গ্রাফ ঃ

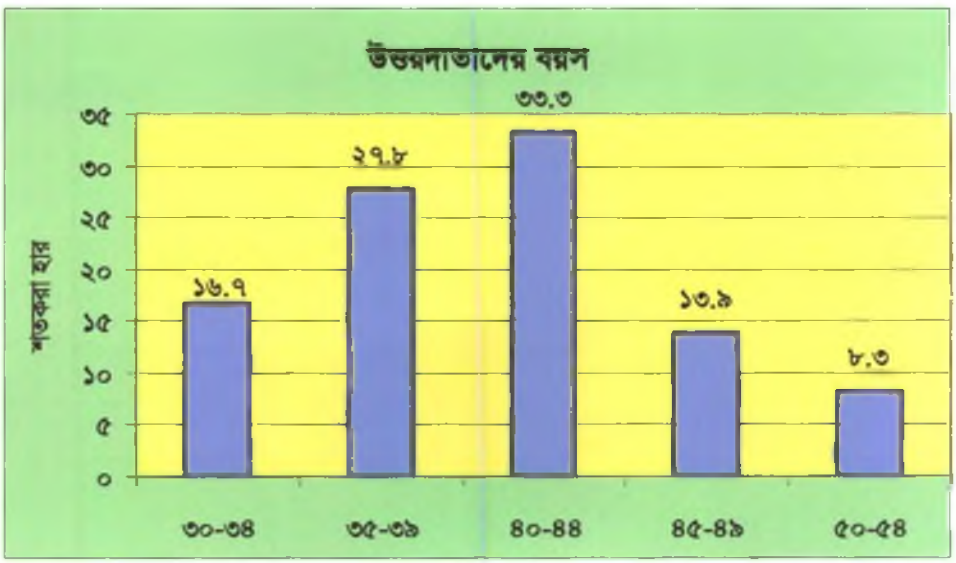

Dhaka University Institutional Repository

## ৫.৩ উত্তরদাতার লিঙ্গ

| উত্তরদাতার লিঙ্গ | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| মহিলা | ৩ | ৮.৩ |
| পুরুষ | ৩৩ | ৯১.৭ |
| **মোট** | **৩৬** | **১০০** |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, আগষ্ট-অক্টোবর, ২০০৯*

## ৫.৩ নং টেবিলের ব্যাখ্যা ঃ

৫.৩ নং টেবিলটি বিশ্লেষণে যে তথ্য পাওয়া যায় তা হলো লিঙ্গ ভিত্তিক উত্তরদাতারবিভাজন। এর মধ্যে- মহিলা উত্তর দাতার সংখ্যা হলো শতকরা ৮.৩ জন এবং পুরুষ উত্তর দাতার সংখ্যা হলো - শতকরা ৯১.৭ জন।

## ৫.৩ নং টেবিলের গ্রাফঃ

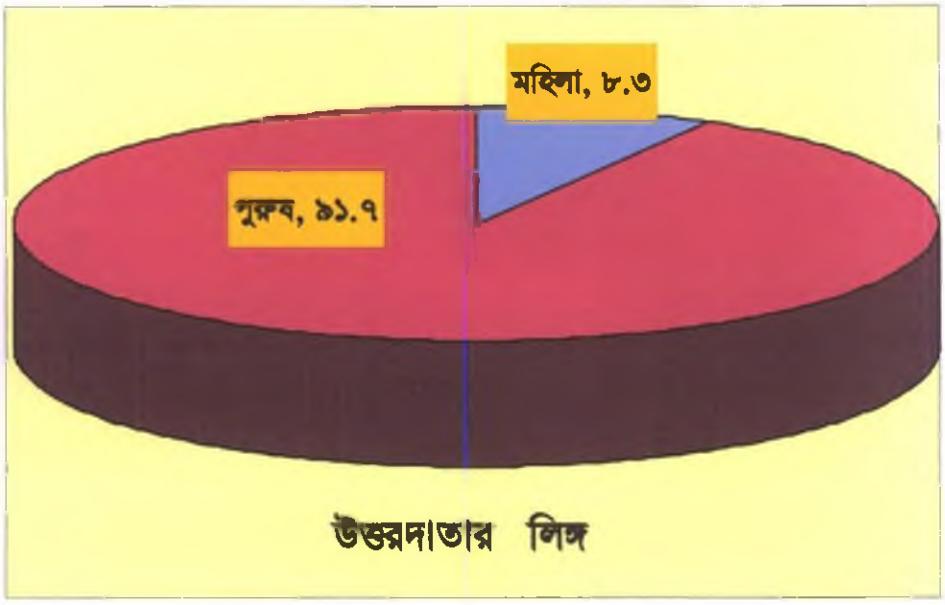


## ৫.৪ উত্তরদাতার বৈবাহিক মর্যাদা

| বৈবাহিক মর্যাদা | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| বিবাহিত | ৩৪ | ৯৪.৪ |
| অবিবাহিত | ২ | ৫.৬ |
| **মোট** | **৩৬** | **১০০** |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, আগষ্ট-অক্টোবর, ২০০৯*

Dhaka University Institutional Repository

৫.৪ নং টেবিলের ব্যাখ্যা ঃ

৫.৪ নং টেবিলে বিশ্লেষণ দেখা যায় যে- বৈবাহিক মর্যাদার ভিত্তিতে উত্তরদাতারা হলো - বিবাহিত ৯৪.৪% অবিবাহিত ৫.৬%। এখানে বিবাহিত উত্তরদাতাদের সংখ্যাই বেশি।

৫.৫ উত্তরদাতার পেশা

| উত্তরদাতার পেশা | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| ব্যবসায়ী | ১ | ২.৮ |
| শিক্ষক | ৩ | ৮.৩ |
| ছোট ব্যবসায়ী | ৭ | ১৯.৪ |
| কাঠ মিস্ত্রি | ২ | ৫.৬ |
| দর্জি | ৩ | ৮.৩ |
| কৃষক | ১২ | ৩৩.৩ |
| দিনমজুর | ৮ | ২২.২ |
| মোট | ৩৬ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

৫.৫ নং টেবিলের ব্যাখ্যা ঃ

৫.৫ নং টেবিলের ব্যাখায় বলা যায় - উত্তর দাতাদের পেশা ভিত্তিক শতকরা হার নিম্নরূপ- ব্যবসায়ী ২.৮%, শিক্ষক ৮.৩%, ছোট ব্যবসায়ী ১৯.৪%, কাঠ মিস্ত্রি ৫.৬%, দর্জি ৮.৩%, কৃষক ৩৩.৩%, দিন মজুর ২২.২%।

৫.৬ উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা

| শিক্ষাগত যোগ্যতা | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| প্রাথমিক পাস | ৭ | ১৯.৪ |
| এস. এস. সি | ১৬ | ৪৪.৪ |
| এইচ. এস. সি | ৬ | ১৬.৭ |
| বি.এ | ৫ | ১৩.৯ |
| এম এ | ২ | ৫.৬ |
| মোট | ৩৬ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, আগষ্ট-অক্টোবর, ২০০৯*

Dhaka University Institutional Repository

৫.৬ নং টেবিলের ব্যাখ্যা ঃ

৫.৬ নং টেবিলটি বিশ্লেষণ করলে যে তথ্য পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ- শিক্ষাগত যোগ্যতার শতকরা হার হলো - প্রাথমিক পাস - ১৯.৪%; এস.এস.সি ৪৪.৪%; এইস.এস.সি ১৬.৭%; বি.এ ১৩.৯; এবং এম.এ ১২-৫০%। এখানে দেখা যাচ্ছে যে- এস.এস.সি পাস উত্তর দাতার সংখ্যাই বেশী।

৫.৭ উত্তরদাতার ধর্ম

| উত্তরদাতার ধর্ম | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| মুসলমান | ৩৪ | ৯৪.৪ |
| হিন্দু | ২ | ৫.৬ |
| মোট | ৩৬ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

৫.৭ নং টেবিলের ব্যাখ্যা ঃ

৫.৭ নং টেবিলে দেখা যাচ্ছে যে- ধর্মভিত্তিক উত্তর দাতাদের শতকরা হার। যা নিম্নরূপ- মুসলমান ৯৪.৪% এবং হিন্দু ৫.৬%। অর্থাৎ এখানে মুসলমানের সংখ্যা সর্বাধিক।

৫.৮ উত্তরদাতার পরিবারের মাসিক আয়

| মাসিক আয় | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| ১০০০-১৪৯৯ | ৪ | ১১.১ |
| ১৫০০-১৯৯৯ | ৩ | ৮.৩ |
| ২০০০-২৪৯৯ | ৪ | ১১.১ |
| ২৫০০-২৯৯৯ | ৬ | ১৬.৭ |
| ৩০০০-৩৪৯৯ | ৪ | ১১.১ |
| ৩৫০০-৪৯৯৯ | ৫ | ১৩.৯ |
| ৫০০০-৬৯৯৯ | ৩ | ৮.৩ |
| ৭০০০+ | ৭ | ১৯.৪ |
| মোট | ৩৬ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

৫.৮ নং টেবিলের ব্যাখ্যা ঃ

৫.৮ নং টেবিলটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে - উত্তর দাতার পরিবারের মাসিক আয়। যেখানে ১০০০-১৪৯৯ আয়কারীর শতকরা হার - ১১.১; ১৫০০-১৯৯৯ টাকা

Dhaka University Institutional Repository

আয়কারী ৮.৩%; ২০০০-২৪৯৯ টাকা উপার্জনকারী ১১.১%; ২৫০০-২৯৯৯ টাকা উপার্জনকারী- ১৬.৭%; ৩০০০-৩৪৯৯ টাকা উপার্জনকারী ১১.১%; ৩৫০০-৪৯৯৯ টাকা উপার্জনকারী - ১৩.৯% ; ৫০০০-৬৯৯৯ উপার্জনকারী ৮.৩%; এবং ৭০০০+ উপার্জনকারী ১৯.৪।

৫.৮ নং টেবিলের গ্রাফ ঃ

৫.৯ উত্তরদাতার পরিবারের মাসিক খরচ

| মাসিক খরচ | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| ১০০০-১৪৯৯ | ৭ | ১৯.৪ |
| ১৫০০-১৯৯৯ | ৫ | ১৩.৯ |
| ২০০০-২৪৯৯ | ২ | ৫.৬ |
| ২৫০০-২৯৯৯ | ৬ | ১৬.৭ |
| ৩০০০-৩৪৯৯ | ৪ | ১১.১ |
| ৩৫০০-৪৯৯৯ | ৩ | ৮.৩ |
| ৫০০০-৬৯৯৯ | ৩ | ৮.৩ |
| ৭০০০+ | ৬ | ১৬.৭ |
| মোট | ৩৬ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

৫.৯ নং টেবিলের ব্যাখ্যাঃ

৫.৯ নং টেবিলটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে - উত্তর দাতার পরিবারের মাসিক খরচ। যেখানে ১০০০-১৪৯৯ টাকা খরচ করে শতকরা ১৯.৪ জন; ১৫০০-১৯৯৯ টাকা খরচ করে শতকরা ১৩.৯ জন; ২০০০-২৪৯৯ টাকা খরচ করে শতকরা ৫.৬ জন; ২৫০০-২৯৯৯ টাকা খরচ করে শতকরা ১৬.৭ জন; ৩০০০-৩৪৯৯ টাকা খরচ করে শতকরা ১১.১; ৩৫০০-৪৯৯৯ টাকা খরচ করে শতকরা ৮.৩ জন; ৫০০০-৬৯৯৯ টাকা খরচ করে শতকরা ৮.৩ জন এবং ৭০০০+ টাকা খরচ করে শতকরা ১৯.৪জন।

Dhaka University Institutional Repository

৫.১০ আপনি সরকারের নির্ধারিত কি কি কাজ করেন ?

| সরকারের নির্ধারিত কাজ | উত্তরদাতার সংখ্যা | মোট উত্তরদাতা | শতকরা হার |
|---|---|---|---|
| ভিজিএফ কার্ড বিতরণ | ৩৫ | ৩৬ | ৯৭.২ |
| ভিজিডি কার্ড বিতরণ | ২৯ | ৩৬ | ৮০.৬ |
| স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন | ২২ | ৩৬ | ৬১.১ |
| বাল্য বিবাহ নিরোধ | ১৭ | ৩৬ | ৪৭.২ |
| প্রয়োজনীয় রাস্তা-সেতু নির্মাণ | ৩২ | ৩৬ | ৮৮.৯ |
| নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচী | ২১ | ৩৬ | ৫৮.৩ |
| শিক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধি | ৩১ | ৩৬ | ৮৬.১ |
| স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি | ৩৩ | ৩৬ | ৯১.৭ |
| যৌতুক বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধি | ২৬ | ৩৬ | ৭২.২ |
| কৃষি উন্নয়নে সহায়তা | ২৪ | ৩৬ | ৬৬.৭ |
| মোট | ৩৬ | ৩৬ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

৫.১০ নং টেবিলের ব্যাখ্যাঃ

৫.১০ নং টেবিলটি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যগণ সরকারের নির্ধারিত যেসব কাজ করেন তার একটি বর্ণনা। এখানে দেখা যাচ্ছে multiple response –যেখানে একই প্রশ্নে সবাই উত্তর দিয়েছেন। আর এ টেবিলটির বর্ণনা নিম্নরূপ-যেখানে, ভিজিএফ কার্ড বিতরণ করে ৯৭.২% উত্তরদাতা, ভিজিডি কার্ড বিতরণ করে ৮০.৬% উত্তরদাতা, স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করে ৬১.১% উত্তরদাতা, বাল্য বিবাহ নিরোধ করে ৪৭.২% উত্তরদাতা, প্রয়োজনীয় রাস্তা-সেতু নির্মাণ করে ৮৮.৯% উত্তরদাতা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচী করে ৫৮.৩% উত্তরদাতা, শিক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধি করে ৮৬.১% উত্তরদাতা, স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করে ৯১.৭% উত্তরদাতা, যৌতুক বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধি করে ৭২.২% উত্তরদাতা এবং কৃষি উন্নয়নে সহায়তা করে ৬৬.৭% উত্তরদাতা।

Dhaka University Institutional Repository

৫.১১ স্থানীয় সরকারের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করতে গিয়ে কি কি ধরনে সমস্যায় পড়েন?

| কাজ করতে গিয়ে সমস্যা | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| স্থানীয় এমপির চাপ | ১০ | ২৭.৮ |
| স্থানীয় প্রশাসন সহায়তা করে না | ১৩ | ৩৬.১ |
| জনবল কম | ৫ | ১৩.৯ |
| জনগন সহায়তা করে না | ২ | ৫.৬ |
| স্থানীয় সন্ত্রাসবাদ | ৪ | ১১.১ |
| বাজেট বরাদ্ধ কম | ২ | ৫.৬ |
| মোট | ৩৬ | ৩৬ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

৫.১১ নং টেবিলের ব্যাখ্যাঃ

৫.১১ নং টেবিলের ব্যাখ্যায় দেখা যাচ্ছে- স্থানীয় সরকারের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করতে গিয়ে কর্মকতারা-কর্মচারীরা যেসব সমস্যায় পড়েন তা নিম্নরূপ- ২৭.৮% উত্তরদাতা বলেন এখানে স্থানীয় এমপির চাপ রয়েছে, ৩৬.১% উত্তরদাতা বলেন এখানে স্থানীয় প্রশাসন সহায়তা করে না, ১৩.৯% উত্তরদাতা বলেন এখানে জনবল কম, ৫.৬% উত্তরদাতা বলেন এখানে জনগন সহায়তা করে না, ১১.১% উত্তরদাতা বলেন এখানে স্থানীয় সন্ত্রাসবাদ রয়েছে, ৫.৬% উত্তরদাতা বলেন বাজেট বরাদ্ধ কম।

৫.১২ সরকারের দেওয়া সব সুযোগ-সুবিধা আপনি পান কিনা ?

| সরকারের দেওয়া সুযোগ-সুবিধা | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| হ্যা | ২৪ | ৬৬.৭ |
| না | ১২ | ৩৩.৩ |
| মোট | ৩৬ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

৫.১২ নং টেবিলের ব্যাখ্যাঃ

৫.১২ নং টেবিলের ব্যাখ্যায় দেখা যায়- ৬৬.৭% ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যগণ সরকারের দেওয়া সুযোগ-সুবিধা পায়। কিন্তু ৩৩% ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যগণ সরকারের দেওয়া সুযোগ-সুবিধা পায় না। কারণ হিসাবে বলেন-উর্দ্ধতন কর্ম-কর্তারা এটি ভাল জানে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.১৩ সরকারের দেওয়া সব সুযোগ সুবিধা না পাওয়ার কারণ ?

| সুযোগ-সুবিধা না পাওয়ার কারণ | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| স্থানীয় এমপির হস্তক্ষেপ | ১০ | ২৭.৮ |
| স্থানীয় প্রশাসনের হস্তক্ষেপ | ১৩ | ৩৬.১ |
| উপজেলা চেয়ারম্যানের হস্তক্ষেপ | ৫ | ১৩.৯ |
| স্থানীয় সন্ত্রাসীদের হস্তক্ষেপ | ৪ | ১১.১ |
| নিজেদের মধ্যে কোন্দল | ৪ | ১১.১ |
| মোট | ৩৬ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

৫.১৩ নং টেবিলের ব্যাখ্যাঃ

৫.১৩ নং টেবিলের ব্যাখ্যায় দেখা যায় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যগণ সরকারের দেওয়া সব সুযোগ-সুবিধা পায় না কারণ- ২৭.৮% উত্তরদাতা বলেন স্থানীয় এমপির হস্তক্ষেপ, ৩৬.১% উত্তরদাতা বলেন স্থানীয় প্রশাসনের হস্তক্ষেপ, ১৩.৯% উত্তরদাতা বলেন উপজেলা চেয়ারম্যানের হস্তক্ষেপ, ১১.১% উত্তরদাতা বলেন স্থানীয় সন্ত্রাসীদের হস্তক্ষেপ, ১১.১% উত্তরদাতা বলেন নিজেদের মধ্যে কোন্দল।

৫.১৪ জাতীয় সরকার আপনাদের কাজে সহয়তা করে কিনা?

| সরকার কাজে সহয়তা করে কিনা | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| হ্যা | ২৩ | ৬৩.৯ |
| না | ১৩ | ৩৬.১ |
| মোট | ৩৬ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

৫.১৪ নং টেবিলের ব্যাখ্যাঃ

৫.১৪ নং টেবিলের ব্যাখ্যায় দেখা যায় যে, ৬৩.৯% উত্তরদাতা সরকারের কাজে সহয়তা করে এবং ৩৬.১% উত্তরদাতা সরকারের কাজে সহয়তা করে না।

৫.১৫ উপজেলা ও জেলা পরিষদ আপনাদের কাজে সহায়তা করে কিনা ?

| উপজেলা ও জেলা পরিষদ কাজে সহয়তা করে কিনা | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| হ্যা | ২১ | ৫৮.৩ |
| না | ১৫ | ৪১.৭ |
| মোট | ৩৬ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

Dhaka University Institutional Repository

৫.১৫ নং টেবিলের ব্যাখ্যা:

৫.১৫ নং টেবিলের ব্যাখ্যায় দেখা যায় যে, ৫৮.৩% উত্তরদাতা উপজেলা ও জেলা পরিষদের কাজে সহয়তা করে এবং ৪১.৭% উত্তরদাতা উপজেলা ও জেলা পরিষদের কাজে সহয়তা করে না ।

৫.১৬ উপজেলা ও জেলা পরিষদ আপনাদের কাজে সহায়তা করে না কেন?

| কাজে সহায়তা না করার ধরণ | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| বাজেটের সম্পূর্ণ অংশ দেয় না | ৫ | ১৩.৯ |
| স্থাণীয় উন্নয়নে গুরুত্ব কম দেয়া | ১২ | ৩৩.৩ |
| আন্তরিকতার অভাব | ১৯ | ৫২.৮ |
| মোট | ৩৬ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

৫.১৬ নং টেবিলের ব্যাখ্যা:

৫.১৬ নং টেবিলের ব্যাখ্যায় দেখা যায় যে, ১৩.৯% উত্তরদাতা বলেন-উপজেলা ও জেলা পরিষদ আমাদের কাজে সহয়তা করে না কারণ তারা বাজেটের সম্পূর্ণ অংশ দেয় না, ৩৩.৩% মনে করে তারা স্থাণীয় উন্নয়নে গুরুত্ব কম দেয় এবং ৫২.৮% মনে করে তারা সেরকম আন্তরিক নয় ।

৫.১৭ আপনার দায়িত্ব পালন কালে ইউনিয়ন পরিষদের কি কি সফলতা হয়েছে ?

| কাজে সফলতার ধরণ | উত্তরদাতার সংখ্যা | মোট উত্তরদাতা | শতকরা হার |
|---|---|---|---|
| বাল্য বিবাহ রোধ | ১৬ | ৩৬ | ৪৪.৪ |
| শিক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধি | ১৯ | ৩৬ | ৫২.৮ |
| স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি | ২২ | ৩৬ | ৬১.১ |
| যৌতুক বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধি | ২৬ | ৩৬ | ৭২.২ |
| কৃষি উন্নয়নে সহায়তা | ১৫ | ৩৬ | ৪১.৭ |
| স্যানিটেশন এবং নিরাপদ পানীয় | ২৫ | ৩৬ | ৬৯.৪ |
| মোট | ৩৬ | ৩৬ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

৫.১৭ নং টেবিলের ব্যাখ্যা:

৫.১০ নং টেবিলটি ইউনিয়ন পরিষদের কাজে সফলতার ধরনের একটি বর্ণনা। এখানে দেখা যাচ্ছে multiple response –যেখানে একই প্রশ্নে সবাই উত্তর দিয়েছেন। আর এ টেবিলটির বর্ণনা নিম্নরূপ- ৪৪.৪% উত্তরদাতা বলেন তারা বাল্য

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহ রোধ করেছেন, ৫২.৮% উত্তরদাতা বলেন শিক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধি করেছেন, ৬১.১% উত্তরদাতা বলেন স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করেছেন, যৌতুক বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে করেন ৭২.২%, কৃষি উন্নয়নে সহায়তা করেছেন বলে মনে করেন ৪১.৭% এবং ৬৯.৪% উত্তরদাতা মনে করেন স্যানিটেশন এবং নিরাপদ পানীয় ব্যবস্থার নিশ্চয়তা তারা করতে পেরেছেন।

৫.১৮ এ পর্যন্ত কি কি কাজে ব্যর্থ হয়েছেন ?

| কাজে ব্যর্থ হওয়ার কারণ | উত্তরদাতা | মোট উত্তরদাতা | শতকরা হার |
|---|---|---|---|
| কৃষিকে আধুনিকীকরণ কররতে ব্যর্থ | ২৯ | ৩৬ | ৮০.৬ |
| গ্রামের অন্তর্কোন্দল দূর করতে ব্যর্থ | ৩৪ | ৩৬ | ৯৪.৪ |
| সন্ত্রাস নির্মূল ব্যর্থ | ২২ | ৩৬ | ৬১.১ |
| মোট | ৩৬ | ৩৬ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

৫.১৮ নং টেবিলের ব্যাখ্যাঃ

৫.১৮ নং টেবিলটি ইউনিয়ন পরিষদের কাজে ব্যর্থ হওয়ার কারণ সম্পর্কে বর্ণনা। এখানে দেখা যাচ্ছে multiple response –যেখানে একই প্রশ্নে সবাই উত্তর দিয়েছেন। আর এ টেবিলটির বর্ণনা নিম্নরূপ- এখানে ৮০.৬% উত্তরদাতা মনে করেন তারা কৃষিকে আধুনিকীকরণ কররতে ব্যর্থ হয়েছেন, ৯৪.৪% উত্তরদাতা মনে করেন তারা গ্রামের অন্তর্কোন্দল দূর করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং ৬১.১% উত্তরদাতা মনে করেন তারা সন্ত্রাস নির্মূল করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

৫.১৯ বর্তমান স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার গঠন প্রকৃতি কার্যাবলী ও প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা সর্ম্পকে আপনার প্রত্যাশা কি?

| আপনার প্রত্যাশা | উত্তরদাতা | মোট উত্তরদাতা | শতকরা |
|---|---|---|---|
| স্বায়ত্বশাসন প্রয়োজন | ৩১ | ৩৬ | ৮৬.১ |
| লোকবল বাড়ানো | ১৩ | ৩৬ | ৩৬.১ |
| বাজেট বাড়ানো | ২৭ | ৩৬ | ৭৫.০ |
| উপরের প্রশাসনের হস্তক্ষেপ বন্ধ | ২৪ | | ৬৬.৭ |
| নিজেদের মধ্যে অন্তর্কোন্দল দুর করা | ২১ | ৩৬ | ৫৮.৩ |
| বেতন বৃদ্ধি করা | ৩৬ | ৩৬ | ১০০.০ |
| মোট | ৩৬ | ১০০ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

Dhaka University Institutional Repository

৫.১৯ নং টেবিলের ব্যাখ্যা:

৫.১৯ নং টেবিলটি বর্তমান স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার গঠন প্রকৃতি কার্যাবলী ও প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা সর্ম্পকে ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনের প্রত্যাশা সর্ম্পকে মতামত। এখানেও দেখা যাচ্ছে multiple response –যেখানে একই প্রশ্নে সবাই উত্তর দিয়েছেন। আর এ টেবিলটির বর্ণনা হচ্ছে- এখানে ৮৬.১% উত্তরদাতার প্রত্যাশা স্বায়ত্বশাসন, ৩৬.১% উত্তরদাতার প্রত্যাশা লোকবল বাড়ানো, ৭৫% উত্তরদাতার প্রত্যাশা বাজেট বাড়ানো, ৬৬.৭% উত্তরদাতার প্রত্যাশা উপরের প্রশাসনের হস্তক্ষেপ বন্ধ, ৫৮.৩% উত্তরদাতার প্রত্যাশা নিজেদের মধ্যে অন্তর্কোন্দল দূর করা এবং ১০০% উত্তরদাতার প্রত্যাশা বেতন বৃদ্ধি করা।

৫.২০ ইউনিয়ন পরিষদের সমস্যাগুলো আপনি কি ভাবে সমাধান করেন?

| সমস্যার কি ভাবে সমাধান করেন | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| নিজের চেষ্টায় | ৬ | ১৬.৭ |
| স্থানীয় উর্ধ্বতন ( উপজেলা+জেলা পরিষদ) প্রশাসনের সহায়তায় | ১২ | ৩৩.৩ |
| এম.পির সহায়তায় | ৬ | ১৬.৭ |
| জনগনের সহায়তায় | ১২ | ৩৩.৩ |
| মোট | ৩৬ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

৫.২০ নং টেবিলের ব্যাখ্যা:

৫.২০ নং টেবিলের ব্যাখ্যায় দেখা যায় ইউনিয়ন পরিষদের সমস্যাগুলো কিভাবে সমাধান করেন তার ব্যাখ্যা- যেমন ১৬.৭% উত্তরদাতরা বলেন নিজেদের চেষ্টায়, ৩৩.৩% উত্তরদাতরা বলেন স্থানীয় উর্ধ্বতন প্রশাসনের সহায়তায়, ১৬.৭% উত্তরদাতরা বলেন এম.পি'র সহায়তায়, ৩৩.৩% উত্তরদাতরা বলেন জনগনের সহায়তায়।

৫.২১ স্থানীয় জনসাধারণ তাদের সমস্যা নিয়ে আপনার কাছে আসে কি না ?

| জনসাধারণ আপনার কাছে আসে কি না | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| হ্যা | ৩১ | ৮৬.১ |
| না | ৫ | ১৩.৯ |
| মোট | ৩৬ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

Dhaka University Institutional Repository

৫.২১ নং টেবিলের ব্যাখ্যা:

৫.২১ নং টেবিলের ব্যাখ্যায় দেখা যায় ইউনিয়ন পরিষদের ৮৬.১% উত্তরদাতারা সমস্যাগুলো সমাধান করতে স্থাণীয় প্রশাসনের কাছে আসে কিন্তু ১৩.৯% উত্তরদাতারা সমস্যাগুলো সমাধান করতে স্থাণীয় প্রশাসনের কাছে আসে না।

৫.২২ তারা কি কি ধরনের সমস্যার জন্য আপনার কাছে আসে ?

| সমস্যার ধরণ | উত্তরদাতার সংখ্যা | মোট উত্তরদাতা | শতকরা হার |
|---|---|---|---|
| জমি সংক্রান্ত | ২৭ | ৩৬ | ৭৫.০ |
| বিবাহ বিচ্ছেদ | ৬ | ৩৬ | ১৬.৭ |
| প্রতারণা | ২৬ | ৩৬ | ৭২.২ |
| লাইসেন্স | ১৯ | ৩৬ | ৫২.৮ |
| বিভিন্ন ধরনের সনদ | ২৩ | ৩৬ | ৬৩.৯ |
| নারী নির্যাতন | ১২ | ৩৬ | ৩৩.৩ |
| প্রশাসনিক সমস্যা | ২৪ | ৩৬ | ৬৬.৭ |
| আইনি সমস্যা | ২৭ | ৩৬ | ৭৫.০ |
| মোট | ৩৬ | ৩৬ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

৫.২২ নং টেবিলের ব্যাখ্যা:

৫.২২ নং টেবিলটিতে দেখা যাচ্ছে- যে ধরনের সমস্যার জন্য জনগণ ইউপি প্রশাসনের কাছে আসে সে সর্ম্পকে মতামত। এখানেও দেখা যাচ্ছে multiple response – যেখানে একই প্রশ্নে সবাই উত্তর দিয়েছেন। আর এ টেবিলটির ব্যাখ্যা হচ্ছে- এখানে ৭৫% উত্তরদাতা আসে জমি সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে, ১৬.৭% উত্তরদাতা আসে বিবাহ বিচ্ছেদ সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে, ৭২.২% উত্তরদাতা আসে প্রতারণার সমস্যা নিয়ে, ৫২.৮% উত্তরদাতা আসে লাইসেন্স সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে, ৬৩.৯% উত্তরদাতা আসে বিভিন্ন ধরনের সনদ নিতে, ৩৩.৩% উত্তরদাতা আসে নারী নির্যাতন মূলক সমস্যা নিয়ে, ৬৬.৭% উত্তরদাতা আসে প্রশাসনিক সমস্যা নিয়ে এবং ৭৫.৫% উত্তরদাতা আসে আইনি সমস্যা নিয়ে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.২৩ ইউনিয়ন পরিষদের দ্বন্দ্ব সংঘাতের পেছনে কারা থাকে ?

| দ্বন্দ্ব সংঘাতের পেছনের লোক | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| নিজের লোক | ২ | ৫.৬ |
| আপনার বিরোধী দল | ১১ | ৩০.৬ |
| এমপির লোক | ৯ | ২৫.০ |
| স্থানীয় সন্ত্রাস | ৫ | ১৩.৯ |
| জনগণ | ৩ | ৮.৩ |
| উপজেলা এবং জেলা প্রশাসন | ৬ | ১৬.৭ |
| মোট | ৩৬ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

৫.২৩ নং টেবিলের ব্যাখ্যা:

ইউনিয়ন পরিষদের দ্বন্দ্ব সংঘাতের পেছনে কারা থাকে- এ প্রশ্নের উত্তরে ৫.৬% উত্তরদাতা বলেন নিজেদের লোক, ৩০.৬% উত্তরদাতা বলেন বিরোধী দল, ২৫% উত্তরদাতা বলেন এমপির লোক, ১৩.৯% উত্তরদাতা বলেন স্থানীয় সন্ত্রাস, ৮.৩% উত্তরদাতা বলেন জনগণ এবং ১৬.৭% উত্তরদাতা বলেন উপজেলা এবং জেলা প্রশাসন।

৫.২৪ আপনি নিয়মিত সংবাদপত্র পড়েন কি না?

| নিয়মিত সংবাদপত্র পড়েন কি না | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| হ্যা | ২০ | ৫৫.৬ |
| না | ১৬ | ৪৪.৪ |
| মোট | ৩৬ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

৫.২৪ নং টেবিলের ব্যাখ্যা:

৫.২৪ নং টেবিলের ব্যাখ্যায় দেখা যায় ইউনিয়ন পরিষদের ৫৫.৬% উত্তরদাতারা নিয়মিত সংবাদপত্র পড়েন কিন্তু ৪৪.৪ % উত্তরদাতারা নিয়মিত সংবাদপত্র পড়েন না।

৫.২৫ আপনি কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক কিনা?

| রাজনৈতিক দলের সমর্থক কিনা | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| হ্যা | ৩২ | ৮৮.৯ |
| না | ৪ | ১১.১ |
| মোট | ৩৬ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

Dhaka University Institutional Repository

৫.২৫ নং টেবিলের ব্যাখ্যা:

৫.২৫ নং টেবিলের ব্যাখ্যায় দেখা যায় ইউনিয়ন পরিষদের ৮৮.৯% উত্তরদাতারা রাজনৈতিক দলের সমর্থক। কিন্তু ১১.১% উত্তরদাতারা রাজনৈতিক দলের সমর্থক নয়- কারণ তারা ভোটের সময় যাকে ভাল লাগে তাকে ভোট দেয়।

৫.২৬ কৃষির উন্নয়ন কল্পে আপনি কি কি কাজ করে থাকেন ?

| কৃষির উন্নয়ন কল্পে কাজ | উত্তরদাতা | মোট উত্তরদাতা | শতকরা হার |
|---|---|---|---|
| কৃষি ঋণ সহায়তা | ১২ | ৩৬ | ৩৩.৩ |
| উচ্চ ফলনশীন বীজ প্রদান | ২২ | ৩৬ | ৬১.১ |
| কৃষি যন্ত্র সরবরাহ | ১২ | ৩৬ | ৩৩.৩ |
| কীটনাশক সরবরাহ | ৩১ | ৩৬ | ৮৬.১ |
| উপযুক্ত সারের নিশ্চয়তা | ২৯ | ৩৬ | ৮০.৬ |
| উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থার নিশ্চয়তা | ৩০ | ৩৬ | ৮৩.৩ |
| খাল ও কূপ খনন | ১৯ | ৩৬ | ৫২.৮ |
| মোট | ৩৬ | ৩৬ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

৫.২৬ নং টেবিলের ব্যাখ্যা:

৫.২৬ নং টেবিলটিতে দেখা যাচ্ছে- কৃষির উন্নয়ন কল্পে ইউপি প্রশাসন যে সব কাজ করে থাকেন সে সর্ম্পকে মতামত। এখানেও দেখা যাচ্ছে multiple response – যেখানে একই প্রশ্নে সবাই উত্তর দিয়েছেন। আর এ টেবিলটির ব্যাখ্যা হচ্ছে- এখানে ৩৩.৩% উত্তরদাতা কৃষি ঋণ সহায়তার জন্য কাজ করে। এছাড়া উচ্চ ফলনশীন বীজ প্রদান (৬১.১% উত্তরদাতা), কৃষি যন্ত্র সরবরাহ (৩৩.৩% উত্তরদাতা), কীটনাশক সরবরাহ (৮৬.১% উত্তরদাতা), উপযুক্ত সারের নিশ্চয়তা (৮০.৬% উত্তরদাতা), উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থার নিশ্চয়তা (৮৩.৩% উত্তরদাতা) এবং খাল ও কূপ খনন করে ৫২.৮ % উত্তরদাতা।

Dhaka University Institutional Repository

৫.২৭ জনগণের সুস্বাস্থের জন্য আপনারা কি কি কাজ করেন?

| জনস্বাস্থের জন্য আপনারা কি কি কাজ করেন | উত্তরদাতা | মোট উত্তরদাতা | শতকরা |
|---|---|---|---|
| পরিবার পরিকল্পনার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন | ৩৪ | ৩৬ | ৯৪.৪ |
| টিকাদান কর্মসূচী পালন | ৩২ | ৩৬ | ৮৮.৯ |
| প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা | ২২ | ৩৬ | ৬১.১ |
| নিরাপদ পানীয় | ১৮ | ৩৬ | ৫০.০ |
| স্যানিটারি ল্যাট্রিন | ২৫ | ৩৬ | ৬৯.৪ |
| মোট | ৩৬ | ৩৬ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

৫.২৭ নং টেবিলের ব্যাখ্যাঃ

৫.২৭ নং টেবিলটিতে দেখা যাচ্ছে- জনগণের সুস্বাস্থের জন্য ইউপি প্রশাসন যে সব কাজ করে থাকেন সে সর্ম্পকে মতামত। এখানেও দেখা যাচ্ছে multiple response – যেখানে একই প্রশ্নে সবাই উত্তর দিয়েছেন। আর এ টেবিলটির ব্যাখ্যা হচ্ছে- এখানে ৯৪.৪% উত্তরদাতা মনে করেন সঠিকভাবে পরিবার পরিকল্পনার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হয়েছে, ৮৮.৯% উত্তরদাতা মনে করেন সঠিকভাবে টিকাদান কর্মসূচী পালিত হচ্ছে, ৬১.১% উত্তরদাতা মনে করেন সঠিকভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা দেওয়া হচ্ছে, ৫০% উত্তরদাতা মনে করেন সঠিকভাবে নিরাপদ পানীয় পাচ্ছে, ৬৯.৪% উত্তরদাতা মনে করেন পর্যাপ্ত স্যানিটারি ল্যাট্রিন আছে।

৫.২৮ সঠিক ভাবে চাষবাস ও বীজ সংরক্ষনের জন্য কৃষকদের আপনারা কোন প্রশিক্ষণ দেন কি না ?

| কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| হ্যা | ২১ | ৫৮.৩ |
| না | ১৫ | ৪১.৭ |
| মোট | ৩৬ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

৫.২৮ নং টেবিলের ব্যাখ্যাঃ

৫.২৮ নং টেবিলের ব্যাখ্যায় দেখা যায় ইউনিয়ন পরিষদের ৫৮.৩% উত্তরদাতারা বলেন কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় কিন্তু ৪১.৭ % উত্তরদাতারা বলেন কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় না।

*Dhaka University Institutional Repository*

৫.২৯ এলকায় হস্তশিল্প, কুটির শিল্প, মৎসচাষ, পোল্ট্রি - এসব কাজে সহযোগিতা করেন কিনা ?

| সহযোগিতা করা | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| হ্যা | ১৯ | ৫২.৮ |
| না | ১৭ | ৪৭.২ |
| মোট | ৩৬ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

৫.২৯ নং টেবিলের ব্যাখ্যাঃ

৫.২৯ নং টেবিলের বিশ্লেষণে দেখা যায় ইউনিয়ন পরিষদের ৫২.৮% উত্তরদাতা এলকায় হস্তশিল্প, কুটির শিল্প, মৎসচাষ, পোল্ট্রি - এসব কাজে সহযোগিতা করেন। কিন্তু ৪৭.২% উত্তরদাতারা এসব কাজে সহযোগিতা করেন না।

৫.৩০ গ্রাম্য সমস্যাগুলো কি আপনি গ্রাম্য আদালতে সমাধান করতে পারেন ?

| সমাধান করা | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| হ্যা | ১৪ | ৩৮.৯ |
| না | ২২ | ৬১.১ |
| মোট | ৩৬ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

৫.৩০ নং টেবিলের ব্যাখ্যাঃ

৫.৩০ নং টেবিলের বিশ্লেষণে দেখা যায়- ইউনিয়ন পরিষদের ৩৮.৯% উত্তরদাতা স্বীকার করেন যে, এলকার সমস্যাগুলো গ্রাম্য আদালতে সমাধান করা হয় । কিন্তু ৬১.১% উত্তরদাতারা স্বীকার করেন সমস্যাগুলো গ্রাম্য আদালতে সমাধান করা সম্ভব নয়।

৫.৩১ আপনার এলকায় আত্মহত্যার হার তুলনামূলক ভাবে দেশের মধ্যে বেশি কেন ?

| আত্মহত্যা করার কারণ | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| ফসলে দেওয়ার কীটনাশক খেয়ে[২২] | ১১ | ৩০.৬ |
| অভিমান করে | ৮ | ২২.২ |
| জানিনা | ১৭ | ৪৭.২ |
| মোট | ৩৬ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

[২২] এ এলাকায় প্রচুর সবজি চাষ হয় - যাতে ব্যাপকভাবে কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার করা হয় । আর ফসলে দেওয়া কীটনাশক এখানে খুবই সহজলভ্য । তা খেয়ে মানুষ সহজেই আত্মহত্যা করে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩১ নং টেবিলের ব্যাখ্যাঃ

৫.৩১ নং টেবিলের বিশ্লেষণে দেখা যায়- ৩০.৬% ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসন মনে করেন ফসলে দেওয়ার কীটনাশক খেয়েই বেশি মানুষ আত্মহত্যা করে। তবে ২২.২% উত্তরদাতা মনে করেন এখানে অভিমান করেও মানুষ আত্মহত্যা করে। আর ৪৭.২% উত্তরদাতা আত্মহত্যার কারণ কী তা জানেন না।

৫.৩২ আইন শৃঙ্গলা নিয়ন্ত্রণ ও অপরাধ দমনে আপনারা সফল কিনা ?

| আইন-শৃঙ্গলা দমনে সফল কিনা | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| হ্যা | ১৪ | ৩৮.৯ |
| না | ২২ | ৬১.১ |
| মোট | ৩৬ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

৫.৩২ নং টেবিলের ব্যাখ্যাঃ

৫.৩২ নং টেবিলের বিশ্লেষণে দেখা যায় ইউনিয়ন পরিষদের ৩৮.৯% উত্তরদাতা আইন-শৃঙ্গলা দমনে সফল বলে দাবী করেন। কিন্তু ৬১.১% উত্তরদাতা আইন-শৃঙ্গলা দমনে সফল নয় বলে মনে করেন।

৫.৩৩ পরিবেশ রক্ষায় আপনাদের কার্যক্রম কি ?

| পরিবেশ রক্ষায় আপনাদের কার্যক্রম | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| রাস্তায় পাশে গাছ লাগানো | ১১ | ৩০.৬ |
| সামাজিক বনায়ন | ৬ | ১৬.৭ |
| জলাশয় রক্ষা | ৮ | ২২.২ |
| বর্জপদার্থ আপসারণ | ৭ | ১৯.৪ |
| খাল বিল, নদী-নালা পরিস্কার করা | ৪ | ১১.১ |
| মোট | ৩৬ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

৫.৩৩ নং টেবিলের ব্যাখ্যাঃ

৫.৩৩ নং টেবিলের বিশ্লেষণে দেখা যায় পরিবেশ রক্ষায় ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনের মধ্যে ৩০.৬% উত্তরদাতা বলেন তারা রাস্তায় পাশে গাছ লাগায়, ১৬.৭% উত্তরদাতা বলেন

*Dhaka University Institutional Repository*

তারা সামাজিক বনায়ন করেছেন, ২২.২% উত্তরদাতা বলেন তারা জলাশয় রক্ষা করেছেন, ১৯.৪% উত্তরদাতা বলেন তারা বর্জপদার্থ আপসারণ করেন, ১১.১% উত্তরদাতা বলেন তারা নিয়মিত খাল বিল, নদী-নালা পরিস্কার করে থাকেন।

৫.৩৪ আপনার এলাকায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদের আধিকার থেকে বঞ্চিত কিনা ?

| আধিকার থেকে বঞ্চিত কিনা | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| হ্যা | ৩ | ৮.৩ |
| না | ৩৩ | ৯১.৭ |
| মোট | ৩৬ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

৫.৩৪ নং টেবিলের ব্যাখ্যাঃ

৫.৩৪ নং টেবিলের বিশ্লেষণে দেখা যায় ইউনিয়ন পরিষদের ৮.৩% উত্তরদাতা মনে করেন এলাকায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদের আধিকার থেকে বঞ্চিত। কিন্তু ৯১.৭% উত্তরদাতা মনে করেন এলাকায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদের আধিকার থেকে বঞ্চিত নয়।

৫.৩৫ আপনার এলাকায় নারীর প্রতি কোন কোন ধরনের বঞ্চনা/সহিংসতা আছে

| নারীর প্রতি বঞ্চনা/সহিংসতার ধরণ | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| যৌতুক | ১১ | ৩০.৬ |
| অন্যায়ভাবে তালাক দেওয়া | ৩ | ৮.৩ |
| মেয়েদের উত্যক্ত করা | ৮ | ২২.২ |
| বাল্য বিবাহ | ২ | ৫.৬ |
| মেয়ে শিশুকে স্কুলে না দেওয়া | ৪ | ১১.১ |
| মেয়েদের স্বাধীনভাবে বাইরে বেরাতে না দেয়া | ৫ | ১৩.৯ |
| রাস্তা ঘাটে নিরাপদভাবে চলতে পারে না | ৩ | ৮.৩ |
| মোট | ৩৬ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

৫.৩৫ নং টেবিলের ব্যাখ্যাঃ

৫.৩৫ নং টেবিলের বিশ্লেষণে দেখা যায় - ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনের মধ্যে উত্তরদাতারা এলাকায় নারীর প্রতি বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনা/সহিংসতার কথা বলেছেন। যেমন-

Dhaka University Institutional Repository

৩০.৬% উত্তরদাতা বলেন এখানে যৌতুক প্রথা রয়েছে, ৮.৩% উত্তরদাতা বলেন এখানে অন্যায়ভাবে তালাক দেওয়া হয়, ২২.২% উত্তরদাতা বলেন এখানে মেয়েদের উত্যক্ত করা হয়, ৫.৬% উত্তরদাতা বলেন এখানে বাল্য বিবাহ আছে, ১১.১% উত্তরদাতা বলেন এখানে মেয়ে শিশুকে স্কুলে দেওয়া হয় না, ১৩.৯% উত্তরদাতা বলেন এখানে মেয়েদের স্বাধীনভাবে বাইরে বেরাতে দেওয়া হয় না এবং ৮.৩% উত্তরদাতা বলেন এখানে মেয়েরা রাস্তা ঘাটে নিরাপদভাবে চলতে পারে না।

৫.৩৬ নারী ইউপি সদস্যরা স্বাধীনভাবে তাদের কাজকর্ম করতে পারেন কি না ?

| স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করতে পারেন কি না | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| হ্যা | ৩০ | ৮৩.৩ |
| না | ৬ | ১৬.৭ |
| মোট | ৩৬ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

৫.৩৬ নং টেবিলের ব্যাখ্যাঃ

৫.৩৬ নং টেবিলের বিশ্লেষণে দেখা যায় ইউনিয়ন পরিষদের ৮৩.৩% উত্তরদাতা মনে করেন এলাকায় নারী ইউপি সদস্যরা স্বাধীনভাবে তাদের কাজকর্ম করতে পারেন । কিন্তু ১৬.৭% উত্তরদাতা মনে করেন এলাকায় নারী ইউপি সদস্যরা স্বাধীনভাবে তাদের কাজকর্ম করতে পারেন না।

৫.৩৭ NGO দের কাজে তারা সহযোগিতা করেন কিনা ?

| NGO দের সহযোগিতা করেন কিনা | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| হ্যা | ২২ | ৬১.১ |
| না | ১৪ | ৩৮.৯ |
| মোট | ৩৬ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

৫.৩৭ নং টেবিলের ব্যাখ্যাঃ

৫.৩৭ নং টেবিলের বিশ্লেষণে দেখা যায় ইউনিয়ন পরিষদের ৬১.১% উত্তরদাতা NGO দের কাজে সহযোগিতা করেন । কিন্তু ৩৮.৯% উত্তরদাতা NGO দের কাজে সহযোগিতা করেননা। কারণ তারা NGO দের পছন্দ করেন না।

Dhaka University Institutional Repository

*(উত্তরদাতা- ত্রিবেণী ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ জনগণ)*

**৫.৩৮ উত্তরদাতার বয়স**

| উত্তরদাতার বয়স | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| ২০-২৪ | ১২ | ১৪.১ |
| ২৫-২৯ | ২০ | ২৩.৫ |
| ৩০-৩৪ | ১৫ | ১৭.৬ |
| ৩৫-৩৯ | ২৩ | ২৭.১ |
| ৪০-৪৯ | ১২ | ১৪.১ |
| ৫০+ | ৩ | ৩.৫ |
| মোট | ৮৫ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, আগষ্ট-অক্টোবর, ২০০৯*

**৫.৩৮ নং টেবিলের ব্যাখ্যা ঃ**

৫.৩৮ নং টেবিলে দেখা যাচ্ছে যে - উত্তর দাতার বয়স বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা আছে। যেখানে শতকরা ১৪.১ জন উত্তরদাতা আছেন ২০-২৪ বছর বয়সের মধ্যে, ২৫-২৯ বছর বয়সী লোক আছে ২৩.৫%, ৩০-৩৪ বছর বয়সী উত্তরদাতা আছে শতকরা ১৭.৬ জন, ৩৫-৩৯ বছর বয়সী উত্তর দাতা আছে শতকরা ২৭.১ জন, ৪০-৪৯ বছর বয়সী উত্তর দাতা আছে শতকরা ১৪.১ জন এবং শতকরা ৩.৫ জন আছে ৫০ বছরের উপরে।

**৫.৩৮ নং টেবিলের গ্রাফ ঃ**

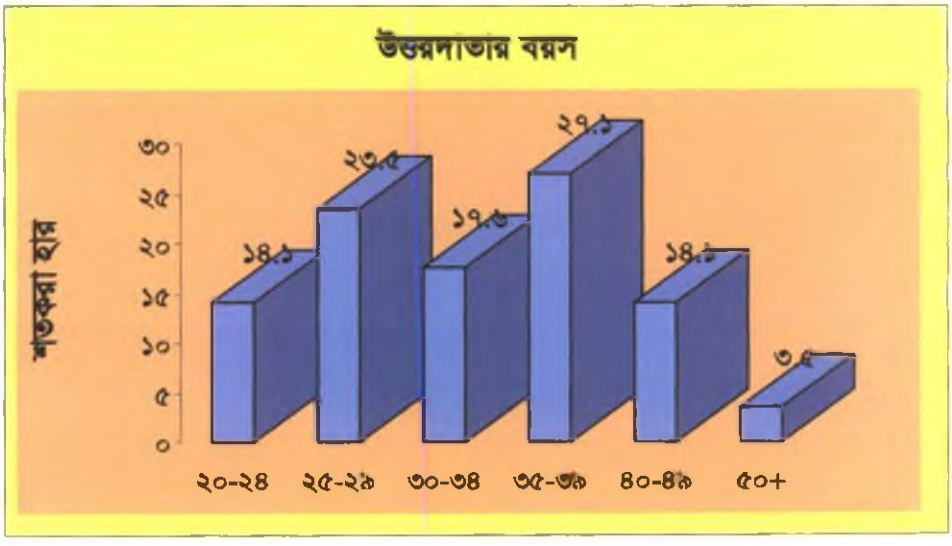

*Dhaka University Institutional Repository*

## ৫.৩৯ উত্তরদাতার লিঙ্গ

| উত্তরদাতার লিঙ্গ | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| মহিলা | ২৬ | ৩০.৬ |
| পুরুষ | ৫৯ | ৬৯.৪ |
| মোট | ৮৫ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, আগষ্ট-অক্টোবর, ২০০৯*

**৫.৩৯ নং টেবিলের ব্যাখ্যা ঃ**

৫.৩৯ নং টেবিলটি বিশ্লেষণে যে তথ্য পাওয়া যায় তা হলো লিঙ্গ ভিত্তিক উত্তরদাতার বিভাজন। এর মধ্যে- মহিলা উত্তর দাতার সংখ্যা হলো শতকরা ৩০.৬ জন এবং পুরুষ উত্তর দাতার সংখ্যা হলো - শতকরা ৬৯.৪ জন।

**৫.৩৯ নং টেবিলের গ্রাফঃ**

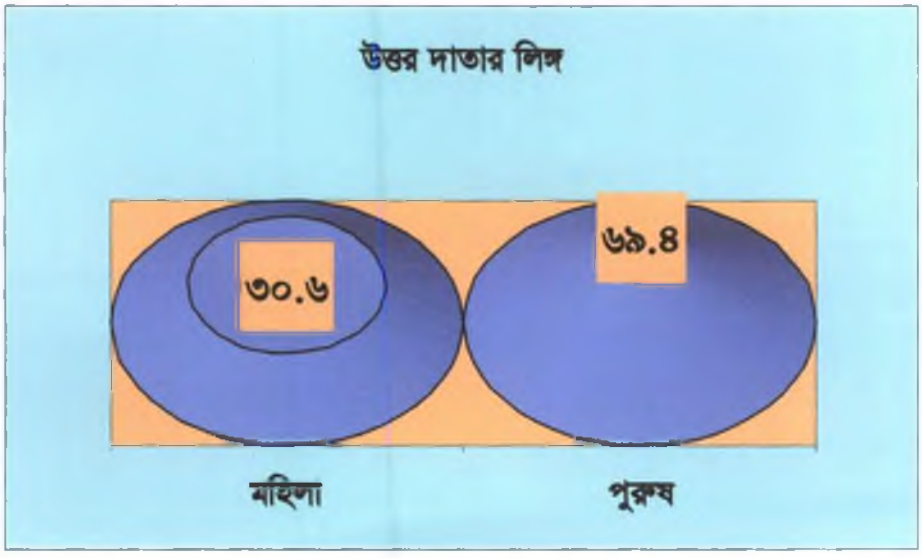


## ৫.৪০ উত্তরদাতার বৈবাহিক মর্যাদা

| বৈবাহিক মর্যাদা | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| বিবাহিত | ৭০ | ৮২.৪ |
| অবিবাহিত | ১৫ | ১৭.৬ |
| মোট | ৮৫ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, আগষ্ট-অক্টোবর, ২০০৯*

Dhaka University Institutional Repository

### ৫.৪০ নং টেবিলের ব্যাখ্যা ঃ

৫.৪ নং টেবিলে বিশ্লেষণ দেখা যায় যে- বৈবাহিক মর্যাদার ভিত্তিতে উত্তরদাতারা হলো - বিবাহিত ৮২.৪% অবিবাহিত ১৭.৬%। এখানে বিবাহিত উত্তরদাতাদের সংখ্যাই বেশি।

### ৫.৪১ উত্তরদাতার পেশা

| উত্তরদাতার পেশা | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| ব্যবসায়ী | ৬ | ৭.১ |
| শিক্ষক | ৪ | ৪.৭ |
| ছোট ব্যবসায়ী | ১৬ | ১৮.৮ |
| কাঠ মিস্ত্রি | ৫ | ৫.৯ |
| দর্জি | ৪ | ৪.৭ |
| কৃষক | ৩২ | ৩৭.৬ |
| দিনমজুর | ১৮ | ২১.২ |
| মোট | ৮৫ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

### ৫.৪১ নং টেবিলের ব্যাখ্যা ঃ

৫.৪১ নং টেবিলের ব্যাখায় বলা যায় - উত্তর দাতাদের পেশা ভিত্তিক শতকরা হার নিম্নরূপ- ব্যবসায়ী ৭.১%, শিক্ষক ৪.৭%, ছোট ব্যবসায়ী ১৮.৮%, কাঠ মিস্ত্রি ৫.৯%, দর্জি ৪.৭%, কৃষক ৩৭.৬%, দিন মজুর ২১.২%।

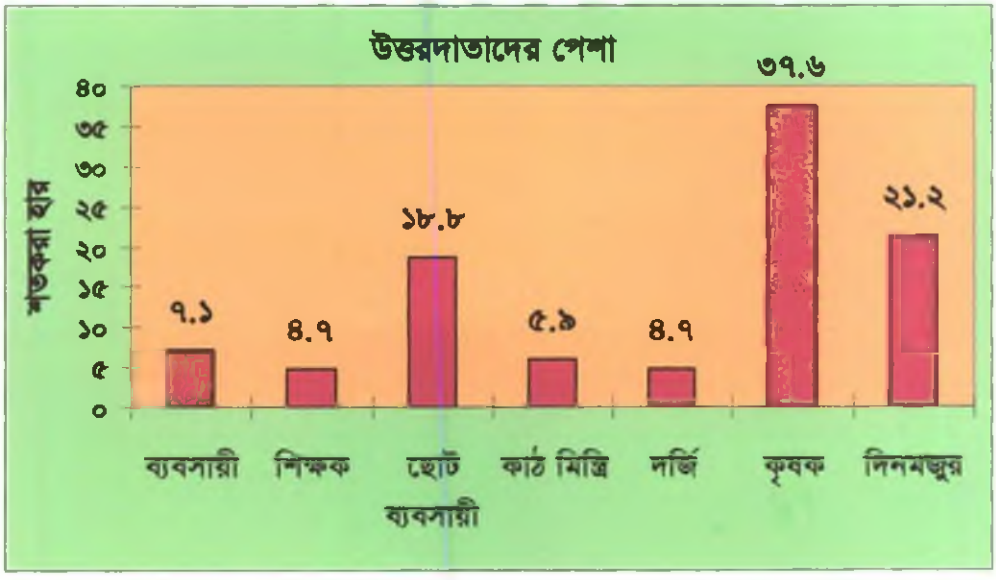

*Dhaka University Institutional Repository*

৫.৪২ উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা

| শিক্ষাগত যোগ্যতা | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| প্রাথমিক পাস | ২০ | ২৩.৫ |
| এস. এস. সি | ২৫ | ২৮.২ |
| এইচ. এস. সি | ২৬ | ৩০.৬ |
| বি.এ | ৬ | ১৪.১ |
| এম এ | ১ | ৩.৫ |
| মোট | ৮৫ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, আগষ্ট-অক্টোবর, ২০০৯*

৫.৪২ নং টেবিলের ব্যাখ্যা ঃ

৫.৪২ নং টেবিলটি বিশ্লেষণ করলে যে তথ্য পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ- শিক্ষাগত যোগ্যতার শতকরা হার হলো - প্রাথমিক পাস ২৩.৫%; এস.এস.সি ২৮.২%; এইস.এস.সি ৩০.৬%; বি.এ ১৪.১%; এবং এম.এ ৩.৫%। এখানে দেখা যাচ্ছে যে- এইচ.এস.সি পাস উত্তর দাতার সংখ্যাই বেশি।

৫.৪৩ উত্তরদাতার ধর্ম

| উত্তরদাতার ধর্ম | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| মুসলমান | ৭২ | ৮৪.৭ |
| হিন্দু | ১৩ | ১৫.৩ |
| মোট | ৮৫ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

৫.৪৩ নং টেবিলের ব্যাখ্যা ঃ

৫.৪৩ নং টেবিলে দেখা যাচ্ছে যে- ধর্মভিত্তিক উত্তর দাতাদের শতকরা হার। যা নিম্নরূপ- মুসলমান ৮৪.৭% এবং হিন্দু ১৫.৩%। অর্থাৎ এখানে মুসলমানের সংখ্যা সর্বাধিক।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৪৪ উত্তরদাতার পরিবারের মাসিক আয়

| মাসিক আয় | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| ১০০০-১৪৯৯ | ২৬ | ৩০.৬ |
| ১৫০০-১৯৯৯ | ১৯ | ২২.৪ |
| ২০০০-২৪৯৯ | ১৮ | ২১.২ |
| ২৫০০-২৯৯৯ | ৫ | ৫.৯ |
| ৩০০০-৩৪৯৯ | ৬ | ৭.১ |
| ৩৫০০-৪৯৯৯ | ৪ | ৪.৭ |
| ৫০০০-৬৯৯৯ | ৫ | ৫.৯ |
| ৭০০০+ | ২ | ২.৪ |
| মোট | ৮৫ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

৫.৪৪ নং টেরিলের ব্যাখ্যাঃ

৫.৪৪ নং টেবিলটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় - উত্তর দাতার পরিবারের মাসিক আয়। যেখানে ১০০০-১৪৯৯ আয়কারীর শতকরা হার ৩০.৬; ১৫০০-১৯৯৯ টাকা আয়কারী ২২.৪%; ২০০০-২৪৯৯ টাকা উপার্জনকারী ২১.২%; ২৫০০-২৯৯৯ টাকা উপার্জনকারী- ৫.৯%; ৩০০০-৩৪৯৯ টাকা উপার্জনকারী ৭.১%; ৩৫০০-৪৯৯৯ টাকা উপার্জনকারী ৪.৭% ; ৫০০০-৬৯৯৯ উপার্জনকারী ৫.৯%; এবং ৭০০০+ উপার্জনকারী ২.৪।

৫.৪৫ উত্তরদাতার পরিবারের মাসিক খরচ

| মাসিক খরচ | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| ১০০০-১৪৯৯ | ৩২ | ৩৭.৬ |
| ১৫০০-১৯৯৯ | ২৫ | ২৯.৪ |
| ২০০০-২৪৯৯ | ৭ | ৮.২ |
| ২৫০০-২৯৯৯ | ৪ | ৪.৭ |
| ৩০০০-৩৪৯৯ | ৬ | ৭.১ |
| ৩৫০০-৪৯৯৯ | ৫ | ৫.৯ |
| ৫০০০-৬৯৯৯ | ৪ | ৪.৭ |
| ৭০০০+ | ২ | ২.৪ |
| মোট | ৮৫ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

Dhaka University Institutional Repository

৫.৪৫ নং টেবিলের ব্যাখ্যাঃ

৫.৪৫ নং টেবিলটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে - উত্তর দাতার পরিবারের মাসিক খরচ। যেখানে ১০০০-১৪৯৯ টাকা খরচ করে শতকরা ৩৭.৬ জন; ১৫০০-১৯৯৯ টাকা খরচ করে শতকরা ২৯.৪ জন; ২০০০-২৪৯৯ টাকা খরচ করে শতকরা ৮.২ জন; ২৫০০-২৯৯৯ টাকা খরচ করে শতকরা ৪.৭ জন; ৩০০০-৩৪৯৯ টাকা খরচ করে শতকরা ৭.১; ৩৫০০-৪৯৯৯ টাকা খরচ করে শতকরা ৫.৯ জন; ৫০০০-৬৯৯৯ টাকা খরচ করে শতকরা ৪.৭ জন এবং ৭০০০+ টাকা খরচ করে শতকরা ২.৪ জন।

৫.৪৬ আপনি আপনার আইনি সমস্যার সমাধানে কোথায় যান ?

| আইনি সমস্যার সমাধানে কোথায় যান | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| স্থানীয় এমপি এর কাছে | ১৩ | ১৫.৩ |
| আদালতে | ২৪ | ২৮.২ |
| উপজেলা চেয়ারম্যানের কাছে | ১২ | ১৪.১ |
| ইউপি চেয়ারম্যানের কাছে | ৩০ | ৩৫.৩ |
| মেম্বারদের কাছে | ৬ | ৭.১ |
| মোট | ৮৫ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

৫.৪৬ নং টেবিলের ব্যাখ্যাঃ

৫.৪৬ নং টেবিলের ব্যাখ্যায় দেখা য়ায়- ১৫.৩% উত্তরদাতা আইনি সমস্যার সমাধানে স্থানীয় এমপি এর কাছে যান, ২৮.২% উত্তরদাতা যান আদালতে, ১৪.১% উত্তরদাতা যান উপজেলা চেয়ারম্যানের কাছে, ৩৫.১ % উত্তরদাতা যান ইউপি চেয়ারম্যানের কাছে, ৭.১% উত্তরদাতা যান মেম্বারদের কাছে।

৫.৪৭ ইউপি চেয়ারম্যান আপনার এলাকায় সব ধরনের দ্বন্দ্ব সংঘাতের বিচার করতে পারেন কি না?

| দ্বন্দ্ব সংঘাতের বিচার করা | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| হ্যা | ৬৩ | ৭৪.১ |
| না | ২২ | ২৫.৯ |
| মোট | ৮৫ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

Dhaka University Institutional Repository

৫.৪৭ নং টেবিলের ব্যাখ্যা:

৫.৪৭ নং টেবিলের বিশ্লেষণে দেখা যায় ইউনিয়ন পরিষদের ৭৪.১% উত্তরদাতা মনে করেন ইউপি চেয়ারম্যান এলাকায় সব ধরনের দ্বন্দ্ব সংঘাতের বিচার করতে পারেন । কিন্তু ২৫.৯% উত্তরদাতা মনে করেন ইউপি চেয়ারম্যান এলাকায় সব ধরনের দ্বন্দ্ব সংঘাতের বিচার করতে পারেন না ।

৫.৪৮ আপনার চেয়ারম্যান কৃষিকাজের দিকে গুরুত্ব দেয় কি না?

| কৃষিকাজের দিকে গুরুত্ব দেওয়া | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| হ্যা | ৫৭ | ৬৭.১ |
| না | ২৮ | ৩২.৯ |
| মোট | ৮৫ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

৫.৪৮ নং টেবিলের ব্যাখ্যা:

৫.৪৮ নং টেবিলের বিশ্লেষণে দেখা যায় ইউনিয়ন পরিষদের ৬৭.১% উত্তরদাতা মনে করেন ইউপি চেয়ারম্যান এলাকায় কৃষিকাজের দিকে গুরুত্ব দেয় । কিন্তু ৩২.৯% উত্তরদাতা মনে করেন ইউপি চেয়ারম্যান এলাকায় কৃষিকাজের দিকে গুরুত্ব দেয় না ।

৫.৪৯ কৃষিকাজের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ইউপি অফিস থেকে পান কিনা?

| কৃষিকাজের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম পাওয়া | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| হ্যা | ৩২ | ৩৭.৬ |
| না | ৫৩ | ৬২.৪ |
| মোট | ৮৫ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

৫.৪৯ নং টেবিলের ব্যাখ্যা:

৫.৪৯ নং টেবিলের ব্যাখ্যায় দেখা যায় ইউনিয়ন পরিষদের ৩৭.৬% উত্তরদাতা কৃষিকাজের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ইউপি অফিস থেকে পান বলে জানান। কিন্তু ৬২.৪% উত্তরদাতা বলেন কৃষিকাজের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ইউপি অফিস থেকে পান তারা পান না।

৫.৫০ আপনার আপনি ফসলের ন্যায্য মুল্য পান কিনা?

| আপনি ফসলের ন্যায্য মুল্য পান কিনা | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| হ্যা | ২২ | ২৫.৯ |
| না | ৬৩ | ৭৪.১ |
| মোট | ৮৫ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

Dhaka University Institutional Repository

৫.৫০ নং টেবিলের ব্যাখ্যা:

৫.৫০ নং টেবিলের বিশ্লেষণে দেখা যায় ইউনিয়ন পরিষদের ২৫.৯% উত্তরদাতা জানান তারা ফসলের ন্যায্য মুল্য পান । কিন্তু ৭৪.১% উত্তরদাতা বলেন তারা ফসলের ন্যায্য মুল্য পান না ।

৫.৫১ ফসলের ন্যায্য মুল্য পান না কেন ?

| ফসলের ন্যায্য মুল্য পান না কেন | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| একই ফসলের উৎপাদন বেশি | ৩২ | ৩৭.৬ |
| উৎপাদনের খরচ বেশি | ১৫ | ১৭.৬ |
| যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল না | ১২ | ১৪.১ |
| জানিনা | ২৬ | ৩০.৬ |
| মোট | ৮৫ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

৫.৫১ নং টেবিলের ব্যাখ্যা:

৫.৫১ নং টেবিলের বিশ্লেষণে দেখা যায় ইউনিয়ন পরিষদের ৮৫ জন জনগণের মধ্যে উত্তরদাতার ৩৭.৬% জানান তারা ফসলের ন্যায্য মুল্য পান না কারণ এখানে একই ফসলের উৎপাদন বেশি, উত্তরদাতার ১৭.৬% জানান তারা ফসলের ন্যায্য মুল্য পান না কারণ এখানে উৎপাদনের খরচ বেশি, ১৪.১% জানান যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল না এবং ৩০.৬% উত্তরদাতা বলেন তারা এর কারণ জানেন না ।

৫.৫২ কৃষি সংক্রান্ত কাজে ইউপির কাছে আপনাদের প্রত্যাশা কি কি?

| কৃষি সংক্রান্ত কাজে ইউপির কাছে আপনাদের প্রত্যাশা | উত্তরদাতা | মোট উত্তরদাতা | শতকরা হার |
|---|---|---|---|
| উপযুক্ত পরিমানে সার পাওয়া | ৮২ | ৮৫ | ৯৬.৫ |
| উন্নত জাতের বীজ পাওয়া | ৮০ | ৮৫ | ৯৪.১ |
| উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থা | ৭০ | ৮৫ | ৮২.৪ |
| পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ | ৭৫ | ৮৫ | ৮৮.২ |
| মোট | ৮৫ | ৮৫ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

৫.৫২ নং টেবিলের ব্যাখ্যা:

৫.৫২ নং টেবিলটিতে দেখা যাচ্ছে- কৃষি সংক্রান্ত কাজে ইউপির কাছে জনগণের যে প্রত্যাশা সে সর্ম্পকে মতামত। এখানে দেখা যাচ্ছে multiple response –যেখানে একই প্রশ্নে সবাই উত্তর দিয়েছেন। আর এ টেবিলটির ব্যাখ্যা হচ্ছে- এখানে ৯৬.৫%

*Dhaka University Institutional Repository*

জনগণ উপযুক্ত পরিমানে সার পাওয়ার প্রত্যাশা করেন, ৯৪.১% জনগণ উন্নত জাতের বীজ পাওয়ার প্রত্যাশা করেন, ৮২.৪% উত্তরদাতা উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থার প্রত্যাশা করেন এবং ৮৮.২% উত্তরদাতা পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রত্যাশা করেন।

৫.৫৩ আপনারা সময়মত সঠিক পরিমান বীজ, সার, কীটনাশক পান কিনা।

| সঠিক পরিমান বীজ, সার, কীটনাশক পান কি না | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| হ্যা | ৪১ | ৪৮.২ |
| না | ৪৪ | ৫১.৮ |
| মোট | ৮৫ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

৫.৫৩ নং টেবিলের ব্যাখ্যাঃ

৫.৫৩ নং টেবিলের বিশ্লেষণে দেখা যায় ইউনিয়ন পরিষদের ৮৫ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৪৮.২% উত্তরদাতা জানান তারা সময়মত সঠিক পরিমান বীজ, সার, কীটনাশক পান । কিন্তু ৫১.৮% উত্তরদাতা বলেন তারা সময়মত সঠিক পরিমান বীজ, সার, কীটনাশক পান না।

৫.৫৪ ভিজিএফ কার্ড, রেশন কার্ড, বয়স্ক ভাতা, বিধবাভাতা এ গুলো বিতরণে কোন অনিয়ম আছে কিনা?

| বিতরণে কোন অনিয়ম আছে কিনা | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| হ্যা | ২৬ | ৩০.৫৯ |
| না | ৫৯ | ৬৯.৪১ |
| মোট | ৮৫ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

৫.৫৪ নং টেবিলের ব্যাখ্যাঃ

৫.৫৪ নং টেবিলের বিশ্লেষণে দেখা যায় ইউনিয়ন পরিষদের ৮৫ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৩০.৫৯% উত্তরদাতা জানান ভিজিএফ কার্ড, রেশন কার্ড, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা বিতরণে অনিয়ম আছে । কিন্তু ৬৯.৪১% উত্তরদাতা বলেন ভিজিএফ কার্ড, রেশন কার্ড, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা বিতরণে অনিয়ম নেই ।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৫৫ এলকায় যাতায়াত ব্যবস্থা নিয়ে আপনি সন্তুষ্ট কি না?

| যাতায়াত ব্যবস্থা নিয়ে আপনি সন্তুষ্ট কি না | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| হ্যা | ৪৯ | ৫৭.৬ |
| না | ৩৬ | ৪২.৪ |
| মোট | ৮৫ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

৫.৫৫ নং টেবিলের ব্যাখ্যাঃ

৫.৫৫ নং টেবিলের ব্যাখ্যায় দেখা যায় ইউনিয়ন পরিষদের ৮৫ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৫৭.৬% উত্তরদাতা জানান তারা এলকার যাতায়াত ব্যবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট । কিন্তু ৪২.৪% উত্তরদাতা বলেন তারা এলকার যাতায়াত ব্যবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট নয়।

৫.৫৬ সরকারের দেওয়া স্বাস্থ্য সুবিধা সবই আপনি পান কি না?

| স্বাস্থ্য সুবিধা সবই আপনি পান কি না | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| হ্যা | ৫৫ | ৬৪.৭ |
| না | ৩০ | ৩৫.৩ |
| মোট | ৮৫ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

৫.৫৬ নং টেবিলের ব্যাখ্যাঃ

৫.৫৬ নং টেবিলে দেখা যায় মোট উত্তর দাতার মধ্যে ৬৪.৭% উত্তরদাতা জানান তারা সরকারের দেওয়া সব স্বাস্থ্য সুবিধা পান। কিন্তু ৩৫.৩% উত্তরদাতা বলেন তারা সময়মত সরকারের দেওয়া সব স্বাস্থ্য সুবিধা পান না।

৫.৫৭ নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে কিনা?

| নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে কিনা | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| হ্যা | ৭০ | ৮২.৪ |
| না | ১৫ | ১৭.৬ |
| মোট | ৮৫ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

৫.৫৭ নং টেবিলের ব্যাখ্যাঃ

৫.৫৭ নং টেবিলের বিশ্লেষণে দেখা যায় ইউনিয়ন পরিষদের ৮৫ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৮২.৪% উত্তরদাতা জানান তাদের নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ১৭.৬% উত্তরদাতা বলেন তাদের জন্য নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই ।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৫৮ আপনি ইউপির কাজে সহযোগিতা করেন কি না?

| ইউপির কাজে সহযোগিতা করেন কিনা | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| হ্যা | ৭৭ | ৯০.৬ |
| না | ৮ | ৯.৪ |
| মোট | ৮৫ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

৫.৫৮ নং টেবিলের ব্যাখ্যাঃ

৫.৫৮ নং টেবিলে দেখা যায় ইউনিয়ন পরিষদের ৮৫ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৯০.৬% উত্তরদাতা জানান তারা ইউপির কাজে সহযোগিতা করেন । কিন্তু ৯.৪% উত্তরদাতা বলেন তারা ইউপির কাজে সহযোগিতা করেন না। কারণ তাদের মধ্যে রয়েছে নানা রকম কোন্দল- যা আমাদেরকে তাদের কাছ থেকে দূরে রেখেছে।

৫.৫৯ সহজশর্তে ঋণ পাওয়ার কোন সুযোগ আপনার আছে কিনা ?

| সহজ শর্তে ঋণ পাওয়ার সুযোগ | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| হ্যা | ১৫ | ১৭.৬ |
| না | ৭০ | ৮২.৪ |
| মোট | ৮৫ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

৫.৫৯ নং টেবিলের ব্যাখ্যাঃ

৫.৫৯ নং টেবিলের ব্যাখ্যায় দেখা যায় ৮৫ জন উত্তরদাতার মধ্যে ১৭.৬% উত্তরদাতা জানান তারা সহজ শর্তে ঋণ পাওয়ার সুযোগ পান। কিন্তু ৮২.৪% উত্তরদাতা বলেন তারা সহজ শর্তে ঋণ পাওয়ার সুযোগ পান না।

৫.৬০ আপনার গ্রামে উপযুক্ত পারিমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে কি না।

| শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসা ব্যবস্থা | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| হ্যা | ৬৩ | ৭৪.১ |
| না | ২২ | ২৫.৯ |
| মোট | ৮৫ | ১০০ |

উৎসঃ *ফিল্ড স্টাডি, এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০৯*

Dhaka University Institutional Repository

৫.৬০ নং টেবিলের ব্যাখ্যাঃ

৫.৬০ নং টেবিলের বিশ্লেষণে দেখা যায় ৮৫ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৭৪.১% উত্তরদাতা জানান তার গ্রামে উপযুক্ত পারিমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ২৫.৯% উত্তরদাতা বলেন তার গ্রামে উপযুক্ত পারিমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই। ভাল চিকিৎসা এবং শিক্ষার জন্য তাদের শহরের দিকে ছুটতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

# অধ্যায় - ছয়

## স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাঃ - ঘটনা অনুধ্যান উপস্থাপন

কেস স্টাডি - ১

চেয়ারম্যান

ইউনিয়ন পরিষদের জরিপের কাজ করছিলাম অল্পকিছুদিনের জন্যই গ্রামে গিয়ে ছিলাম প্রথম দিন যখন ইউনিয়ন অফিসে যাই চেয়রম্যান সাহেবের সঙ্গে কথা বলার জন্য যদিও আগেই এপোয়েন্টমেন্ট করা ছিল কন্তি তিনি অফিসে উপস্থিত হলেন দেরীতে কারন তিনি কার সাথে কথা বলতে দেরী হয়ে গেছে আমার প্রয়োজনীয় কথা যদিও শুরু কারলাম একের পর এক টেলিফোন আসতে লাগল সেদিন পুরোপুরি তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হল না পরবর্তী দিন সময় চাইলাম উনিবললেন আগামী কাল ১০.০০ টায় নিটিং আছে আপনি নয়টার সময় আসেন আমি ১ঘন্টা আপনাকে সময় দিব। আমি যথারীতি ইউনিয়ন অফিসে যাওয়ার আগে ওনাকে ফোন দিয়েছি উনি কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে আমাকে জানালেন মাত্রে ৮.০০ টা বাজে আপনি ৯.৩০ দিকে অফিসে আগের (উল্লেখ্য মফস্বলে এখনও ঘড়ির কাটা আগের নিয়মে চলে। অফিস শুরু হয় আগের সময়ে) আমি ৯.৩০ এর কিছু পরে অফিসে পৌছালাম গিয়ে দেখি অফিস বন্ধ একজন কর্মকর্তা দারোয়ান পিয়ন কেহই আসেনি যেখানে ১০.০০ টায় মিটিং শুরু হওয়ার কথা চেয়ারম্যান আসলেন ১০.৩০ টায় । মিটিং এর সদস্যরা এলেন কেহ সাড়ে ১১.৩০ কেহ ১২.০০ টা মিটিং শুরু হল ১২.৩০ টায় মিটিং এ আমার থাকার সৌভাগ্য হল । মিটিং শেষে রেজুলেশন খাতাও স্বাক্ষর করলাম। মিটিং হল কবিখা প্রকল্পের উপর । মিটিং শেষে প্রকল্প বাস্ত বায়নে P/C (Project hnplimentation committee) নিয়ে হালকা বাক বিতিন্ডা পরে মিমাংসা হল। মিটিং চলাকালে ২ জন স্থানীয় লোক অফিস রুমে ঢুকে একটু অভিভাবক সুলভ সুরেই চেয়ারম্যান বরাবর জীনতে চাইল কাবিখার প্রকল্প গুলো ঠিক আছে কিনা । চেয়ারম্যান তৎক্ষনাৎ মিটিং এ বিষয়বস্তু পড়ে শুনালেন মোটামুটি ঠিক আছে জেনে তারাচলে গেল পরে একজন মহিলা সদস্যর সাথে আলাপ করে জানতে পারলাম প্রকল্প বাস্তবায়নে এদেরকেও ভাগ দিতে হয় অনুমান করলাম এরা সহনীয় চাপ সৃষ্টিকারী দলেরই সদস্য হবে। মিটিং শেষে সবাই যখন উঠতে উদ্যত কোন সদস্য উঠে চলেও গেছে

Dhaka University Institutional Repository

এমন সময় চেয়ারম্যান সাহেবের মোবাইলে ফেন এল । বেশ কিছুক্ষন বিনয় এবং হালকা হাসির ছলে কথাবলে, ফোন বন্ধ করে চেয়ারম্যান সাহেব বললেন দেখলেন তো আপা কাবিখার কাজ হবে ইউনিয়ন পরিষদে, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা) ফোন করে বলে তাকেও অংশ দিতে হবে।

কেস স্টাডি - ২

সাধারন জনগণ

ইউনিয়ন পরিষদে তথ্য সংগ্রহের জন্য যে গ্রামে অবস্থান করছিলাম ঘটনা ক্রমে সে গ্রামে দু পক্ষের মধ্যে ফোন এক মার্ডার কেস নিয়ে দলা দলি চলছিল। ঐ এলাকার ইউ পি চেয়ারম্যান এর অবস্থান ছিল আসামী পক্ষে। গ্রামে দু পক্ষের দু জন সাধারন মানুষের সাথে কথা বলে সম্পুর্ন বিপরীত ধর্মী তথ্য পেলাম । আসামী (বিবাদী) পক্ষের একজনের নিকট জানতে চাইলাম আপনারা যে কোন কাজে ইউপি অফিসে গেলে সহযোগীতা পানকিনা কোন অনিয়ম চোখে পড়ে কিনা । তিনি বললেন সহযোগীতা পান এবং অনিয়মের কোন অবকাশ নেই কারন মানুষ তাকে ভোটদিয়েছে আগামী ভোটে জিততে হলে মানুষকে কোন কাজের পেছনে ঘুরালে চলবে না। বাদী পক্ষের নিকট যখন জানতে চাইলাম ইউপি চেয়ারম্যান মেম্বারদের কাজে কোন অনিয়ম চোখে পড়ে কিনা বা তার কর্ম কান্ডে আপনারা মন্তুষ্ট কিনা জবাবে তিন বললেন চেয়ারম্যান সব কিছু নিজের লোকদের জন্যই করে। বিবাদী পক্ষে কেস চালাতে সহযোগিতা হিসাবে ভি জি ডি/ ভি জি এফ এর সরকারী বরাদ্দ তাদেরই দিয়ে থাকে । কৃষি কাজের সারের বরাদ্দ তারাই আগে পায়।

কেস স্টাডি - ৩

পুরুষ সদস্য

ইউনিয়ন পরিষদে কাজের উদ্দেশ্যে এ বছরের মাঝামাঝি একবার গ্রামের বাড়ি গিয়েছিলাম । মার কাছে জানতে চাইলাম আমাদের এলাকার চেয়ারম্যান মেম্বার কারা। মা বল্লেন ভাইজাল মেম্বার এর মেয়ে সোনালী ওনার কাছে কোরান শিখতে আসে পরদিন কোরান পড়া শেষে সোনালীর সাথে গেলাম ওদের বাড়িতে ওর বাবার সাথে দেখা করতে । বিশাল বপু দেহের একজন মানুষ আলাপচারিচার এক পর্যায়ে তার শিক্ষাগত যোগ্যতা জানতে চাইলে অবলিলায়

Dhaka University Institutional Repository

বললেন ৩য় শ্রেণী পর্যন্ত লোখা পড়া করেছেন। সোনালী দেখতে সুন্দর আমার ভাল লেগেছিল ওকে। হয়ত গ্রামের স্কুলে সপ্তম শেনীতে পড়ে। মনে মনে ভাবছি আমাকে দেখে সোনালীর বাবা হয়ত মেয়েকে লেখা পড়া শেখাতে উৎসাহী হবে। উৎসাহ দানমুলক অনেক কথাও বলেছিলাম কুরান আলাপকালে শুনেছিলাম তার বড়মেয়ে অনেক সুন্দরী ছিল তার স্বামী তাকে পছন্দ করে বিয়ে করেছিল কিন্তু তার স্বামীর পরিবারের কেউ তাকে মেনে নিতে পারেনাই ভুল বুঝাবুঝির এক পর্যয়ে সে আত্ম হত্যাকরে ।

এবার নভেম্বরে আরও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রেহের উদ্দেশ্যে আবার ও গ্রামের বাড়ি যাচ্ছিলাম সোনালীদের বাড়ির পাশ দিয়েই যেতে হয়। দেখলাম সোনালীদের বাড়ীর কাছে একটি বাস দাড়িয়ে। বাড়ি গিয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করতেই মা বলল সোনালীর বিয়ে হয়ে গেছে। ওর বিয়ের দিনও কোরান পড়তে এসেছিল সেদিন ও মাকে বলেছিল ওকে তাড়াতাড়ি ছুটি দিতে হবে ওর বিয়ের লোকজন আসবে, বিয়ে হবে।

449224

ইউনিয়ন পরিবদে তথ্য সংগ্রহের এক পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের এক মিটিং এ থাকার সুযোগ হয়েছিল । মিটিং এ তাইজাল মেম্বার সবার পরে হাজির হল এবং মিটিং শেষ হওয়ার আগেই তার ফিরার তাড়া কারন সোনালীকে শ্বশুর বাড়ী থেকে ফিরনি আনতে যাবো মিষ্টি কিনেছে ২০ কেজি। সোনালীর বিয়ের কথা শুনে আহত হয়েছিলাম । সুন্দরী সরল। সম্ভাবনাময় মেয়ে এক দর্জির সাথে বিয়ে হয়েছে। মিটিং এর এক পর্যায়ে তাইজাল মেম্বার (সোনালীর বাবা) এর সামনে চেয়ারম্যান কে আক্রমনের সুরে জানতে চাইলাম আপনি আপনার কর্মকান্ডের সফল তার ধারাবহিকতায় দাবী করেছেন বাল্য বিবাহ বন্ধে সফল হয়েছেন অথচ আপনার সদস্য এত অল্প বয়সে মেয়ের বিয়েদিল। এক্ষেত্রে আপনার বক্তব্য কি? উনি সঙ্গে সঙ্গে মেম্বার কে জিজ্ঞাসা করলেন কি ব্যাপার এত অল্প বয়সে মেয়ের বিয়ে দিলেন যে - মেম্বার জাবাবে বললেন ওর বয়স ১৮ বছর হয়ে গেছে। চেয়ারম্যান বললেন মেয়ের জন্ম দাতা পিতাই যদি মেয়ের বয়স অস্বীকার করে তবে কার কি বলার আছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কেস স্টাডি - ৪

মহিলা সদস্য

ইউনিয়ন পরিষদে কাবিখার প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সভা আহ্বান করা হয়েছে । আমি আগের দিনই চেয়ারম্যান সাহেবকে জানিয়ে রেখেছিলাম সভায় আমি উপস্থিত থাকাব। সভার সময় ঘনিয়ে আসতে সদস্যরা এক এক করে আসতে শুরু করল । তিন জন মহিলা সদস্যের মধ্যে প্রথম এলেন একজন মহিলা সদস্যের স্বামী। কারণ মহিলা সদস্য বাড়িতে মেহমান নিয়ে ব্যস্ত থাকায় তিনি প্রতিনিধিরূপে এসেছেন। পরে আর একজন মহিলা সদস্য এলেন তার স্বামীর সাথে এবং সভায় মতামত প্রকাশ করলেন এই মহিলা সদস্যের স্থলে তার স্বামী। এই মহিলা সদস্যের মতামতটাই তার স্বামী জোরালো ভাবে তুলে ধরলেন। সভা শুরুর মাঝামাঝি সময়ে এলেন আরএকজন মহিলা সদস্য তিনি একজন জন প্রতিনিধি হিসাবে ভাবতে আমার অস্বাভাবিক লাগছিল তার বাহ্যিক ভাবগতি এবং নিতান্ত অপরিছন্ন পরিচ্ছদের কারনে । নিতান্ত অশিক্ষিত তোবটেই অফিসিয়াল রুলস বিন্দু মাত্র বোঝেন না । সকল সদস্য এবং কর্মকর্তার অপছন্দের ব্যক্তি একারনে যে ইউনিয়ন পরিষদের সকল কাজ একটা টীম ওয়ার্কের মাধ্যমে করা হয় সেটা তাকে বেঝানো যায় না ।

সভা শেষে একজন মহিলা মেম্বার এর সাথে কথা বলতে বলতে তার বাড়িতে গেলাম। প্রায় ঘন্টা দুই অবস্থান করলাম। তার কাছে ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন কর্মকান্ড যেমন (কৃষি ঋন, সার) ইত্যাদি সর্ম্পকে জানতে চাইলে তিনি বললে এসব ব্যাপাবে আমার থেকে আমার স্বামী ভাল বলতে পারবে। আপনি উনার সাথে কথা ভলেন।

কেস স্টাডি - ৫

চৌকিদার

ইউনিয়ন পরষদে তথ্য সংগ্রহের কারনে আমি যে গ্রামে অবস্থান করছিলাম সে গ্রামে বছর পাঁচেক আগে এক মার্ডার হয়েছিল সেই মার্ডার কেস প্রায় চুড়ান্ত রায়ের পর্যায়ে চলে গেলে বিপক্ষদল পাল্টা একটি মার্ডার করে বসে ফলে গ্রামে বাড়িঘর ভাংচুর ও জিনিস পত্র লুটেরমত ঘটনা ঘটে। উল্লেখ্য প্রথম মার্ডার এর সময় অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল । এ ঘটনা প্রতিরোধ কল্পে আক্রান্ত লোকজন প্রথমে পুলিশি সহায়তা নেয়। দীর্ঘদিন পুলিশি সহায়তা

Dhaka University Institutional Repository

ব্যয়ভার বহন করতে অক্ষম হওয়ায় শুধু রাত্রে পাহারা দেওয়ার জন্য প্রতি রাত্রে ৩০০ টাকা চুক্তি ভিত্তিতে দুজন করে চৌকিদার রাখার ব্যাবস্থা করে। কিন্তু রাতের অন্ধকারে দল ধরে লোক জন প্রায় জন শুন্য বাড়িতে ঢুকে চৌকিদার থাকা স্বত্ত্বেও জিনিসপত্র নিয়ে যায় চৌকিদার এক্ষেত্রে কোন ভুমিকাই পালন করতে পারেনি। কারণ জানতে বাড়ির লোক জনের সাথে কথা বলতে তারা জানায় যারা রাত্রে লুট করতে আসে তারা দলে ভারী তাদের সাথে মাত্র দুজন চৌকিদারের পেরে ওঠার কথা নয় । আলাপ চারিতার এক পর্যায়ে জানতে পারলাম ৭ পুরুষের ঐতিহ্য বাহী লোহার সিন্দুক কম পক্ষে ২০ জন লোকের সহযোগিতায় বাঁশ রশি ইত্যাদি ছাড়া সরানো যায়না সেই সিন্দুক তারা চৌকিদারদের ভীতি প্রদর্শন করে ঘরে আটকে রেখে নিয়ে যায়। এ বিষয়ে চৌকিদারের সাথে যখন কথা বললাম তারা জানাল সন্ত্রাসীরা যদি কোন আক্রমণাত্মক আচরন করে তাকে আহত করলেও চিকিৎসা নেওয়ার মত আর্থিক ক্ষমাত তাদের নেই। মাস শেষে তারা যা বেতন পান তা দিয়ে মানব জীবনের মৌলিক প্রয়োজন সমুহের খুব সামান্যই পূরন করা যায় । শ্রম অনুযায়ী পরিশ্রমিক না হওয়ায় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক কাজেই তারা আগ্রহ দেখাতে পারেন না।

কেস স্টাডি - ৬

ইউপি সচিব

ইউনিয়ন পরিষদে তথ্য সংগ্রহের কাজ শেষ করে ঢাকা চলে এসেছি। আসার আগের দিনও ইউনিয়ন পরিষদের অফিসে এক মিটিং এ উপস্থিত ছিলাম মিটিং শেষে একটু হট্টগোল, বিষয় বস্তু ইউনিয়ন পর্যায়ের উন্নয়নমূলক কাজে সরকারী বরাদ্দ হতে আংশিক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান দাবী করেছে, সেটা কি ভাবে বিহিত করা যায়। তাই ইউপি অফিসহতে ফিরে আসার সময় সকল কর্মকর্তা কর্মচারীর নিকট হতে আনুষ্ঠানিক বিদায় নেওয়া সম্ভব হয়নি। ঢাকা ফিরে কেমন যেন অস্বস্তিও অপরাধী মনে হতে লাগল । প্রথম যখন ইউপি অফিসে যাই সচীব আমাকে খুবই আন্তরিক ভাবে সহতযোগীতা করেছিলেন এবং যে কোন ধরনের সহযোগীতার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন।

ইউপি অফিসে প্রথম যখন তথ্য সংগ্রহের কাজে গিয়েছিলাম অফিস কর্মকর্তারা আমাকে দেখে এক প্রকার খুশি হয়ে ছিলেন, কারণ হিসেবে বুঝাতে পারলাম তাদের মনের অনেক

Dhaka University Institutional Repository

দুঃখের কথা তিমিরেই রয়ে যায়। আমাকে অনেক সুখদুঃখের কথাও বললেন। সুখের কথা ছিল সচিব সাহেব তার কর্ম তৎপরতার জন্য কয়েক বার পুরস্কৃত হয়েছেন। দুঃখের কথা হল ইউনিয়ন পরিষদের অফিসে যাবতীয় কাজ এক হাতে করতে হয়। দম ফেলার সময় পায়নে তথচ মাস শেষে যে বেতন পায় তাতে মন ভেঙ্গে যায় মনের শক্তি কমে যায় । অথচ ভূমি বিভাগে যারা কাজ করে তাদের কোন পরিশ্রমই করা লাগেনা আরামে চাকরিকরে তারা বেতন পায় রাজস্ব বিভাগ হতে । সরকারী সব সুযোগ সুবিধাও তারা পায় । আমাদের ও যদি সরকারের উন্নয়ন বিভাগে হতে বেতন না দিয়ে রাজস্ব বিভাগ হতে দেওয়া হত তাহলে আমরা কাজে আরও অনুপ্রেরনা পেতাম । আপা আপনি যদি পারেন আমাদের এই কষ্টটা আপনার লেখায় তুলে ধরবেন। আমি তাদেরকে বললাম আমি কোন সরকারী প্রতিনিধি না । সামান্য গবেষক মাত্র। তার বক্তব্য আপনাদের গবেষনার ফলই তো সরকারী পর্যায়ে আলোচিত হয়।

যাহোক আমি আমার মনের অপরাধ বোধ দুর করতে ও সৌজন্যের ধারাবাহিক বিষয় হিসাবে ঢাকা ফিওে সচিব সাহেবকে ফোন করলাম এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। তার জাবাবে সচিবের প্রধান বক্তব্য হল আপা আপনি ভাল থাকেন আর আমাদের কষ্টের কথাটা কিন্তু অবশ্যই লিখবেন।

Dhaka University Institutional Repository

# অধ্যায় - সাত

# উপসংহার

## ৭.১ উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্যের সাথে মাঠ থেকে সংগৃহীত তথ্যের সাথে রয়েছে বিশেষ সামঞ্জস্য। যেখানে এর উদ্দেশ্য ছিল- ঐতিহাসিক ও বর্তমান অবস্থার নিরীক্ষে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন, দেশের সার্বিক উন্নয়নকল্পে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ব্যর্থতার কাছে মানুষের প্রত্যাশা তুলে ধরা, মাঠ পর্যায়ের তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার দুর্বলতা ও ব্যর্থতার কারণ খুঁজে বের করা, বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে এবং মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কার্যাবলী পর্যালোচনা, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উপর কেন্দ্রিয় সরকার ব্যবস্থার কোন প্রভাব আছে কিনা তা বিশেষভাবে খতিয়ে দেখা, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা আধিকতর কার্যকর করতে বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সুপারিশমালা তৈরি।

আর এ গবেষণার মূল ফলাফল উপরোক্ত উদ্দেশ্যের ভিত্তিতেই করা। যেমন- এ গবেষণায় উত্তরদাতারা দু' ভাগে বিভক্ত। যেখানে একভাগে রয়েছে ৩৬ ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারী (পুরুষ ৩৩ জন এবং মহিলা ৩ জন) ও অন্য ভাগে রয়েছে ৮৫ ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ জনগণ (পুরুষ ৫৯ জন এবং মহিলা ২৬ জন)। এবার দেখা যাক, ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকতা-কর্মচারীরা কী কী কাজ করে থাকেন-যেখানে দেখা যাচ্ছে (টেবিল নং ৫.১০ এ ৩৬ জন উত্তরদাতা প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন) - ভিজিএফ কার্ড বিতরণ করে শতকরা ৯৭.২ জন, ভিজিডি কার্ড বিতরণ করে শতকরা ৮০.৬ জন, স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে কাজ করে শতকরা ৬১.১ জন, বাল্য বিবাহ নিরোধে কাজ করে শতকরা ৪৭.২ জন, প্রয়োজনীয় রাস্তা-সেতু নির্মাণ করে ৮৮.৯% উত্তরদাতা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে ৫৮.৩% উত্তরদাতা, শিক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করেন (৮৬.১%), স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি (৯১.৭%), যৌতুক বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধি করেন ৭২.২% উত্তর দাতা, কৃষি উন্নয়নে সহায়তা করেন শতকরা ৬৬.৭ জন উত্তরদাতা।

Dhaka University Institutional Repository

৫.১১ নং টেবিলে দেখা যায় - স্থানীয় সরকারের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করতে গিয়ে তারা যে ধরনের সমস্যায় পড়েন তা হলো-স্থানীয় এমপির চাপ (২৭.৮%), স্থানীয় প্রশাসন সহায়তা করে না (৩৬.১%) এবং সরকারের দেওয়া সব সুযোগ-সুবিধা শতকরা ৬৬.৭ জন উত্তরদাতা পান বলে জানান (টেবিল ৫.১২)। তবে সরকারের দেওয়া সব সুযোগ সুবিধা (টেবিল ৫.১৩) না পাওয়ার কারণ হিসাবে তারা মনে করেন- স্থানীয় এমপির হস্তক্ষেপ (২৭.৮%), স্থানীয় প্রশাসনের হস্তক্ষেপ (৩৬.১%) এবং উপজেলা চেয়ারম্যানের হস্তক্ষেপ (১৩.৯%)। স্থানীয় প্রশাসন যেসব কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছেন তাদের মধ্যে প্রধান ব্যর্থতা (টেবিল ৫.১৮) হিসাবে উল্লেখ করেন- গ্রামের অন্তর্কোন্দল দূর করা ( ৯৪.৪%)। আর স্বায়ত্বশাসনকে - বর্তমান স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার গঠন প্রকৃতি, কার্যাবলী ও প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা পেতে সর্ম্পকে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বলে তারা (৮৬.১%) প্রত্যাশা করেন।

আর স্থাণীয় জনগণ তাদের (৩৫.৩%) আইনি সমস্যার সমাধানে ইউপি চেয়ারম্যানের কাছে যান বলে স্বীকার করেন (টেবিল ৫.৪৬) এবং চেয়ারম্যান তাদের সব ধরনের দ্বন্দ্ব সংঘাতের বিচার করতে পারেন বলে মত প্রকাশ করেন ৭৪.১% উত্তরদাতা। চেয়ারম্যান কৃষিকাজের দিকে গুরুত্ব দেয় কি না এ প্রশ্নের জবাবে ৮৫ জনের মধ্যে হ্যা বলেন ৬৭% উত্তরদাতা। তবে কৃষি সংক্রান্ত কাজে ইউপির কাছে জনগণের প্রত্যাশা নিম্নরূপ- উপযুক্ত পরিমানে সার পাওয়া (৯৬.৫%), উন্নত জাতের বীজ পাওয়া (৯৪.১%) উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থা (৮২.৪%) এবং পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহের নিশ্চয়তা (৮৮.২%)।

## ৭.২ সুপারিশ মালা

১. ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালনায় বিদ্যমান আইন, অধ্যাদেশ, বিধি, নীতিমালা এবং জনগুরুত্বপূর্ণ সরকারী প্রজ্ঞাপনগুলো জাতীয় প্রচার মাধ্যমের সহায়তায় অবহিত করার উদ্যোগ নেওয়া।

২. জেলা প্রশাসনসহ উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে সরকারীভাবে স্থাণীয় সরকারের কার্যক্রম প্রচারের ব্যবস্থা নেওয়া।

৩. সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের মধ্যে সমন্বয় সাধন।

Dhaka University Institutional Repository

৪. ইউনিয়ন পরিষদ গঠন কাঠামো ও পরিচালনায় সংসদীয় পদ্ধতি প্রবর্তনে প্রয়োজনীয় আইন সংশোধনের বিষয়টি নিয়ে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে আলোচনার সূত্রপাত করা।

৫. প্রতিটি ইউনিয়নের দরিদ্র ও প্রকৃত সাহায্য প্রার্থীর তথ্য সংবলিত ডাটাবেজ তৈরিতে সরকারী উদ্যোগ নেওয়াসহ কেন্দ্র নির্ভরতা কমিয়ে আনা।

৬. উপযুক্ত পরিমানে সার, সেচ ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ, উন্নত জাতের বীজ পাওয়া নিশ্চিত করতে হবে।

৭. উপযুক্ত পারিমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসা ব্যবস্থা, সহজশর্তে ঋণ পাওয়ার সুযোগ, নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা, ভাল যাতায়াত ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে।

৮. ভিজিএফ কার্ড, রেশন কার্ড, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা নিশ্চিত করতে হবে, ফসলের ন্যায্য মুল্য নিশ্চিত করা, এলাকার সব ধরনের দ্বন্দ্ব সংঘাতের বিচার করতে হবে।

৯. নারী ইউপি সদস্যরা যাতে স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করতে পারে তার সুযোগ করে দিতে হবে।

১০. গ্রাম্য আদালতের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে হবে।

১১. সঠিক ভাবে চাষবাস ও বীজ সংরক্ষণের জন্য কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

১২. জমি সংক্রান্ত যে কোন কোন্দল দূর করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

## ৭.৩ গ্রন্থপঞ্জী

আনিসুজ্জামান, মো. (১৯৮২)
*বাংলাদেশের লোকপ্রশাসনঃ তত্ত্ব ও তথ্য*, সেন্টার ফর সোসাল স্টাডিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আহমেদ, তোফায়েল (১৯৯৯)
*বিকেন্দ্রীকরণ, মাঠ প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার*; গণউন্নয়ন গ্রন্থাগার, ঢাকা।

------- *সরকারের সংস্কার ভাবনা*, কোস্ট ট্রাস্ট

বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ (২০০২)
*কার্যকর নারী-সহায়ক ইউনিয়ন পরিষদ ও নারী প্রগতি সংঘের উদ্যোগ* (বিএনপিএস)

মন্ডল, গৌতম (২০০৩)
*রাজনীতির দুষ্টচক্রে বন্দি বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা*, নিউজ নেটওয়ার্ক, ঢাকা।

রহমান, হোসেন জিল্লুর ও খন্দকার সাখ ওয়াত আলী (২০০২)
*নতুন শতাব্দীতে স্থাণীয় সরকার*, (সম্পাদিত), পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।

স্থাণীয় সরকার সহায়ক গ্রুপ নিউজ লেটার, ফেব্রুয়ারি ও অক্টোবর; ২০০২, ঢাকা।

Ahmed. Tofail and Abvdul Qader (2000)
*Local Government at the Crossroads: Some Recommendations for Structure Reorganization*. Coastal Association for Social Transformation Trust.

Alderfer, H.F. (1982.)
*Local Government in Developing Countries*. New York: McGraw Hill, Dhaka: Centre for Social Studies.

Ali, Shaikh Maqsood et al. (1983)
*Decentralisation and Participation in Bangladesh*. Dhaka: National Institute of Public Administration.

Ara, Jesmin. (2004)
*Women Leadership in Bangladesh Politics*. Dhaka: Nari Kendra.

Dhaka University Institutional Repository

Begum, Feroza (1970)
*Bangladesh Public Administration Dhaka:* Kakoli, 2002 (in Bangla). Bhattacharya. M. *Essays in Urban Government.* Kolkata: The World Press Private Ltd., 1970.

Dearlove, J. (1973).
The *Politics of Policy in Local Government*. Cambridge: Cambridge University Press.
____ . *The Reorganisation of British Local Government,* Cambridge: Cambridge University Press, 1979.

Faizulla, Mohammad. (1987)
*Development of Local Government in Bangladesh*. Dhaka: National Institute of Local Government.

Friere, Mila and Richard Stren, eds (2001)
*The Challenge of Urban Government: Policiesand Practices*. Washington D.C.: The World Bank Institute.

Hart, S.G. (1927)
*Self-Government in Rural Bengal* Vol. I, Calcutta: M.C. Sarkar and Sons.

Hasan, Masudul (1985)
*History of Local Governnment in Pakistan.* Karachi: Pakistan.

Hennesey, H.E. (1983)
*Administrative History of British India*. Delhi: Neeraj Publication.

Hicks, Ursula K. (1961)
*Development from Below: Local Government Finance in Developing Countries of the Commonwealth*. Oxford: Clarendon Press.

Hoque, A.N. Shamsul. (1970)
*Administrative Reforms in Pakistan*. Dhaka: National Instituteof Public Administration.

Dhaka University Institutional Repository

Humes, Samuel and Eileen Marten (1969)
*The Structure of Local Government: AComparative Study of 81 Countries.* The Hague: International Union of LocalAuthorities.

Kamal Siddiqui (2005) (Edited)
*Local Government in Bangladesh.* University Press Limited, Dhaka.

Mahhmood, Afzal (1964)
*Basic Democracies*. Lahore: All Pakistan Legal Decisions.

Saha, Dilip Kumar. (1997)
*Local Government Union Par/shod Management*. Maizdi: Maitri *I* Saha, (in Bangla).

Sarkar, Jadunath. (1984)
*Mughal Administration.* Calcutta: M.C. Sarkar & Sons.

Saupders, Peter (1986)
*Social Theory and the Urban Question* (2nd edn). London and New York: Routledge.

Saxena, A.P. (ed.). (1980)
*Administrative Reforms for Decentralised Development.* Kualalampur: Asia and Pacific Development Administration.

Samuel Hume and Eeleen Marten (2007)
*The Structure of Local Government: A Comparative Study of 81 Countries.* The Hage: International Uninion of Local Authorities.

Seraj, Toufiq M. (1989).
The *Role of Small Towns in Rural Development*. Dhaka: National / Institute of Local Government.

United Nations (2006:137)
*A Report on Local Self Government in Developig Countries*.

Dhaka University Institutional Repository

# পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১ ঃ সাক্ষাৎকারসূচী

*ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার (পুরুষ+মহিলা) ও অন্যান্য*

৫.১ আপনার পদ মর্যাদা কি ?

| উত্তরদাতার পদ মর্যাদা | উত্তরদাতা |
|---|---|
| চেয়ারম্যান | |
| সেক্রেটারী | |
| মেম্বার | |
| গ্রাম পুলিশ | |
| দফাদার | |
| মহল্লাদার | |

৫.২ উত্তরদাতার বয়স

| উত্তরদাতার বয়স | উত্তরদাতা |
|---|---|
| ৩০-৩৪ | |
| ৩৫-৩৯ | |
| ৪০-৪৪ | |
| ৪৫-৪৯ | |
| ৫০-৫৪ | |

৫.৩ উত্তরদাতার লিঙ্গ

| উত্তরদাতার লিঙ্গ | উত্তরদাতা |
|---|---|
| মহিলা | |
| পুরুষ | |

৫.৪ উত্তরদাতার বৈবাহিক মর্যাদা

| বৈবাহিক মর্যাদা | উত্তরদাতা |
|---|---|
| বিবাহিত | |
| অবিবাহিত | |

Dhaka University Institutional Repository

৫.৫ উত্তরদাতার পেশা

| উত্তরদাতার পেশা | উত্তরদাতা |
|---|---|
| ব্যবসায়ী | |
| শিক্ষক | |
| ছোট ব্যবসায়ী | |
| কাঠ মিস্ত্রি | |
| দর্জি | |
| কৃষক | |
| দিনমজুর | |

৫.৬ উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা

| শিক্ষাগত যোগ্যতা | উত্তরদাতা |
|---|---|
| প্রাথমিক পাস | |
| এস. এস. সি | |
| এইচ. এস. সি | |
| বি.এ | |
| এম এ | |
| মোট | |

৫.৭ উত্তরদাতার ধর্ম

| উত্তরদাতার ধর্ম | উত্তরদাতা |
|---|---|
| মুসলমান | |
| হিন্দু | |

৫.৮ উত্তরদাতার পরিবারের মাসিক আয়

| মাসিক আয় | উত্তরদাতা |
|---|---|
| ১০০০-১৪৯৯ | |
| ১৫০০-১৯৯৯ | |
| ২০০০-২৪৯৯ | |
| ২৫০০-২৯৯৯ | |
| ৩০০০-৩৪৯৯ | |
| ৩৫০০-৪৯৯৯ | |
| ৫০০০-৬৯৯৯ | |
| ৭০০০+ | |

*Dhaka University Institutional Repository*

৫.৯ উত্তরদাতার পরিবারের মাসিক খরচ

| মাসিক খরচ | উত্তরদাতা |
|---|---|
| ১০০০-১৪৯৯ | |
| ১৫০০-১৯৯৯ | |
| ২০০০-২৪৯৯ | |
| ২৫০০-২৯৯৯ | |
| ৩০০০-৩৪৯৯ | |
| ৩৫০০-৪৯৯৯ | |
| ৫০০০-৬৯৯৯ | |
| ৭০০০+ | |

৫.১০ আপনি সরকারের নির্ধারিত কি কি কাজ করেন ?

| সরকারের নির্ধারিত কাজ | উত্তরদাতা |
|---|---|
| ভিজিএফ কার্ড বিতরণ | |
| ভিজিডি কার্ড বিতরণ | |
| স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন | |
| বাল্য বিবাহ নিরোধ | |
| প্রয়োজনীয় রাস্তা-সেতু নির্মাণ | |
| নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচী | |
| শিক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধি | |
| স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি | |
| যৌতুক বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধি | |
| কৃষি উন্নয়নে সহায়তা | |

৫.১১ স্থানীয় সরকারের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করতে গিয়ে কি কি ধরনে সমস্যায় পড়েন?

| কাজ করতে গিয়ে সমস্যা | উত্তরদাতা |
|---|---|
| স্থানীয় এমপির চাপ | |
| স্থানীয় প্রশাসন সহায়তা করে না | |
| জনবল কম | |
| জনগন সহায়তা করে না | |
| স্থানীয় সন্ত্রাসবাদ | |
| বাজেট বরাদ্ধ কম | |

৫.১২ সরকারের দেওয়া সব সুযোগ-সুবিধা আপনি পান কিনা ?

| সরকারের দেওয়া সুযোগ-সুবিধা | উত্তরদাতা |
|---|---|
| হ্যা | |
| না | |

*Dhaka University Institutional Repository*

৫.১৩ সরকারের দেওয়া সব সুযোগ সুবিধা না পাওয়ার কারণ ?

| সুযোগ-সুবিধা না পাওয়ার কারণ | উত্তরদাতা |
|---|---|
| স্থানীয় এমপির হস্তক্ষেপ | |
| স্থানীয় প্রশাসনের হস্তক্ষেপ | |
| উপজেলা চেয়ারম্যানের হস্তক্ষেপ | |
| স্থানীয় সন্ত্রাসীদের হস্তক্ষেপ | |
| নিজেদের মধ্যে কোন্দল | |

৫.১৪ জাতীয় সরকার আপনাদের কাজে সহয়তা করে কিনা?

| সরকার কাজে সহয়তা করে কিনা | উত্তরদাতার সংখ্যা |
|---|---|
| হ্যা | |
| না | |

৫.১৫ উপজেলা ও জেলা পরিষদ আপনাদের কাজে সহায়তা করে কিনা ?

| উপজেলা ও জেলা পরিষদ কাজে সহয়তা করে কিনা | উত্তরদাতা |
|---|---|
| হ্যা | |
| না | |

৫.১৬ উপজেলা ও জেলা পরিষদ আপনাদের কাজে সহায়তা করে না কেন?

| কাজে সহায়তা না করার ধরণ | উত্তরদাতা |
|---|---|
| বাজেটের সম্পূর্ণ অংশ দেয় না | |
| স্থাণীয় উন্নয়নে গুরুত্ব কম দেয়া | |
| আন্তরিক নয় | |
| মোট | |

৫.১৭ আপনার দায়িত্ব পালন কালে ইউনিয়ন পরিষদের কি কি সফলতা হয়েছে ?

| কাজে সফলতার ধরণ | উত্তরদাতা |
|---|---|
| বাল্য বিবাহ রোধ | |
| শিক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধি | |
| স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি | |
| যৌতুক বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধি | |
| কৃষি উন্নয়নে সহায়তা | |
| স্যানিটেশন এবং নিরাপদ পানীয় | |
| মোট | |

৫.১৮ এ পর্যন্ত কি কি কাজে ব্যর্থ হয়েছেন ?

| কাজে ব্যর্থ হওয়ার কারণ | উত্তরদাতা |
|---|---|
| কৃষিকে আধুনিকীকরণ করা | |
| গ্রামের অন্তর্কোন্দল দূর করা | |
| সম্পূর্নভাবে সন্ত্রাস নির্মূল | |

*Dhaka University Institutional Repository*

৫.১৯ বর্তমান স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার গঠন প্রকৃতি কার্যাবলী ও প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা সর্ম্পকে আপনার প্রত্যাশা কি?

| আপনার প্রত্যাশা | উত্তরদাতা |
|---|---|
| স্বায়ত্বশাসন প্রয়োজন | |
| লোকবল বাড়ানো | |
| বাজেট বাড়ানো | |
| উপরের প্রশাসনের হস্তক্ষেপ বন্ধ | |
| নিজেদের মধ্যে অন্তর্কোন্দল দূর করা | |
| বেতন বৃদ্ধি করা | |

৫.২০ ইউনিয়ন পরিষদের সমস্যাগুলো আপনি কি ভাবে সমাধান করেন?

| ইউনিয়ন পরিষদের সমস্যাগুলো | উত্তরদাতা |
|---|---|
| নিজের চেষ্টায় | |
| স্থানীয় উর্ধ্বতন ( উপজেলা+জেলা পরিষদ) প্রশাসনের সহায়তায় | |
| এম.পির সহায়তায় | |
| জনগনের সহায়তায় | |
| নোট | |

৫.২১ স্থানীয় জনসাধারণ তাদের সমস্যা নিয়ে আপনার কাছে আসে কি না ?

| জনসাধারণ আপনার কাছে আসে কি না | উত্তরদাতা |
|---|---|
| হ্যা | |
| না | |

৫.২২ তারা কি কি ধরনের সমস্যার জন্য আপনার কাছে আসে ?

| সমস্যার ধরণ | উত্তরদাতা |
|---|---|
| জমি সংক্রান্ত | |
| বিবাহ বিচ্ছেদ | |
| প্রতারণা | |
| লাইসেন্স | |
| বিভিন্ন ধরনের সনদ | |
| নারী নির্যাতন | |
| প্রশাসনিক সমস্যা | |
| আইনি সমস্যা | |

*Dhaka University Institutional Repository*

৫.২৩ ইউনিয়ন পরিষদের দ্বন্দ্ব সংঘাতের পেছনে কারা থাকে

| দ্বন্দ্ব সংঘাতের পেছনের লোক | উত্তরদাতা |
|---|---|
| নিজের লোক | |
| আপনার বিরোধী দল | |
| এমপির লোক | |
| স্থানীয় সন্ত্রাস | |
| জনগণ | |
| উপজেলা এবং জেলা প্রশাসন | |

৫.২৪ আপনি নিয়মিত সংবাদপত্র পড়েন কি না?

| নিয়মিত সংবাদপত্র পড়েন কি না | উত্তরদাতা |
|---|---|
| হ্যা | |
| না | |

৫.২৫ আপনি কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক কিনা?

| রাজনৈতিক দলের সমর্থক কিনা | উত্তরদাতা |
|---|---|
| হ্যা | |
| না | |

৫.২৬ কৃষির উন্নয়ন কল্পে আপনি কি কি কাজ করে থাকেন ?

| কৃষির উন্নয়ন কল্পে কাজ | উত্তরদাতা |
|---|---|
| কৃষি ঋণ সহায়তা | |
| উচ্চ ফলনশীল বীজ প্রদান | |
| কৃষি যন্ত্র সরবরাহ | |
| কীটনাশক সরবরাহ | |
| উপযুক্ত সারের নিশ্চয়তা | |
| উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থার নিশ্চয়তা | |
| খাল ও কূপ খনন | |

৫.২৭ জনগণের সুস্বাস্থের জন্য আপনারা কি কি কাজ করেন?

| জনস্বাস্থের জন্য আপনারা কি কি কাজ করেন | উত্তরদাতা |
|---|---|
| পরিবার পরিকল্পনার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন | |
| টিকাদান কর্মসূচী পালন | |
| প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা | |
| নিরাপদ পানীয় | |
| স্যানিটারি ল্যাট্রিন | |

*Dhaka University Institutional Repository*

৫.২৮ সঠিক ভাবে চাষবাস ও বীজ সংরক্ষনের জন্য কৃষকদের আপনারা কোন প্রশিক্ষণ দেন কি না?

| কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া | উত্তরদাতা |
|---|---|
| হ্যা | |
| না | |

৫.২৯ এলকায় হস্তশিল্প, কুটির শিল্প, মৎসচাষ, পোল্ট্রি - এসব কাজে সহযোগিতা করেন কিনা ?

| সহযোগিতা করা | উত্তরদাতা |
|---|---|
| হ্যা | |
| না | |

৫.৩০ গ্রাম্য সমস্যাগুলো কি আপনি গ্রাম্য আদালতে সমাধান করতে পারেন ?

| সমাধান করা | উত্তরদাতা |
|---|---|
| হ্যা | |
| না | |

৫.৩১ আপনার এলকায় আত্মহত্যার হার তুলনামূলক ভাবে দেশের মধ্যে বেশি কেন ?

| আত্মহত্যা করার কারণ | উত্তরদাতা |
|---|---|
| ফসলে দেওয়ার কীটনাশক খেয়ে | |
| অভিমান করে | |
| জানিনা | |

৫.৩২ আইন শৃঙ্গলা নিয়ন্ত্রণ ও অপরাধ দমনে আপনারা সফল কিনা ?

| আইন-শৃঙ্গলা দমনে সফল কিনা | উত্তরদাতা |
|---|---|
| হ্যা | |
| না | |

৫.৩৩ পরিবেশ রক্ষায় আপনাদের কার্যক্রম কি ?

| পরিবেশ রক্ষায় আপনাদের কার্যক্রম | উত্তরদাতা |
|---|---|
| রাস্তায় পাশে গাছ লাগানো | ১১ |
| সামাজিক বনায়ন | ৬ |
| জলাশয় রক্ষা | ৮ |
| বর্জপদার্থ আপসারণ | ৭ |
| খাল বিল, নদী-নালা পরিস্কার করা | ৪ |

*Dhaka University Institutional Repository*

৫.৩৪ আপনার এলাকায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদের আধিকার থেকে বঞ্চিত কিনা ?

| আধিকার থেকে বঞ্চিত কিনা | উত্তরদাতা |
|---|---|
| হ্যা | |
| না | |

৫.৩৫ আপনার এলাকায় নারীর প্রতি কোন কোন ধরনের বঞ্চনা/সহিংসতা আছে

| নারীর প্রতি বঞ্চনা/সহিংসতার ধরণ | উত্তরদাতা |
|---|---|
| যৌতুক | |
| অন্যায়ভাবে তালাক দেওয়া | |
| মেয়েদের উত্যক্ত করা | |
| বাল্য বিবাহ | |
| মেয়ে শিশুকে স্কুলে না দেওয়া | |
| মেয়েদের স্বাধীনভাবে বাইরে বেরাতে না দেয়া | |
| রাস্তা ঘাটে নিরাপদভাবে চলতে পারে না | |

৫.৩৬ নারী ইউপি সদস্যরা স্বাধীনভাবে তাদের কাজকর্ম করতে পারেন কি না ?

| স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করতে পারেন কি না | উত্তরদাতা |
|---|---|
| হ্যা | |
| না | |

৫.৩৭ NGO দের কাজে তারা সহযোগিতা করেন কিনা ?

| NGO দের সহযোগিতা করেন কিনা | উত্তরদাতা |
|---|---|
| হ্যা | |
| না | |

*(উত্তরদাতা- ত্রিবেণী ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ জনগণ)*

৫.৩৮ উত্তরদাতার বয়স

| উত্তরদাতার বয়স | উত্তরদাতা |
|---|---|
| ৩০-৩৪ | |
| ৩৫-৩৯ | |
| ৪০-৪৪ | |
| ৪৫-৪৯ | |
| ৫০-৫৪ | |

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩৯ উত্তরদাতার লিঙ্গ

| উত্তরদাতার লিঙ্গ | উত্তরদাতা |
|---|---|
| মহিলা | |
| পুরুষ | |

৫.৪০ উত্তরদাতার বৈবাহিক মর্যাদা

| বৈবাহিক মর্যাদা | উত্তরদাতা |
|---|---|
| বিবাহিত | |
| অবিবাহিত | |

৫.৪১ উত্তরদাতার পেশা

| উত্তরদাতার পেশা | উত্তরদাতা |
|---|---|
| ব্যবসায়ী | |
| শিক্ষক | |
| ছোট ব্যবসায়ী | |
| কাঠ মিস্ত্রি | |
| দর্জি | |
| কৃষক | |
| দিনমজুর | |

৫.৪২ উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা

| শিক্ষাগত যোগ্যতা | উত্তরদাতা |
|---|---|
| প্রাথমিক পাস | |
| এস. এস. সি | |
| এইচ. এস. সি | |
| বি.এ | |
| এম এ | |
| নোট | |

৫.৪৩ উত্তরদাতার ধর্ম

| উত্তরদাতার ধর্ম | উত্তরদাতা |
|---|---|
| মুসলমান | |
| হিন্দু | |

৫.৪৪ উত্তরদাতার পরিবারের মাসিক আয়

| মাসিক আয় | উত্তরদাতা |
|---|---|
| ১০০০-১৪৯৯ | |
| ১৫০০-১৯৯৯ | |
| ২০০০-২৪৯৯ | |

Dhaka University Institutional Repository

২৫০০-২৯৯৯
৩০০০-৩৪৯৯
৩৫০০-৪৯৯৯
৫০০০-৬৯৯৯
৭০০০+

৫.৪৫ উত্তরদাতার পরিবারের মাসিক খরচ

| মাসিক খরচ | উত্তরদাতা |
|---|---|
| ১০০০-১৪৯৯ | |
| ১৫০০-১৯৯৯ | |
| ২০০০-২৪৯৯ | |
| ২৫০০-২৯৯৯ | |
| ৩০০০-৩৪৯৯ | |
| ৩৫০০-৪৯৯৯ | |
| ৫০০০-৬৯৯৯ | |
| ৭০০০+ | |

৫.৪৬ আপনি আপনার আইনি সমস্যার সমাধানে কোথায় যান ?

| আইনি সমস্যার সমাধানে কোথায় যান | উত্তরদাতা |
|---|---|
| স্থানীয় এমপি এর কাছে | |
| আদালতে | |
| উপজেলা চেয়ারম্যানের কাছে | |
| ইউপি চেয়ারম্যানের কাছে | |
| মেম্বারদের কাছে | |

৫.৪৭ ইউপি চেয়ারম্যান আপনার এলাকায় সব ধরনের দ্বন্দ্ব সংঘাতের বিচার করতে পারেন কি না?

| দ্বন্দ্ব সংঘাতের বিচার করা | উত্তরদাতা |
|---|---|
| হ্যা | |
| না | |

৫.৪৮ আপনার চেয়ারম্যান কৃষিকাজের দিকে গুরুত্ব দেয় কি না?

| কৃষিকাজের দিকে গুরুত্ব দেওয়া | উত্তরদাতা |
|---|---|
| হ্যা | |
| না | |

*Dhaka University Institutional Repository*

৫.৪৯ কৃষিকাজের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ইউপি অফিস থেকে পান কিনা?

| কৃষিকাজের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম পাওয়া | উত্তরদাতা |
|---|---|
| হ্যা | |
| না | |

৫.৫০ আপনার আপনি ফসলের ন্যায্য মুল্য পান কিনা?

| আপনি ফসলের ন্যায্য মুল্য পান কিনা | উত্তরদাতা |
|---|---|
| হ্যা | |
| না | |

৫.৫১ ফসলের ন্যায্য মুল্য পান না কেন ?

| ফসলের ন্যায্য মুল্য পান না কেন | উত্তরদাতা |
|---|---|
| একই ফসলের উৎপাদন বেশি | |
| উৎপাদনের খরচ বেশি | |
| যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল না | |
| জানিনা | |

৫.৫২ কৃষি সংক্রান্ত কাজে ইউপির কাছে আপনাদের প্রত্যাশা কি কি?

| কৃষি সংক্রান্ত কাজে ইউপির কাছে | উত্তরদাতা |
|---|---|
| আপনাদের প্রত্যাশা | |
| উপযুক্ত পরিমানে সার পাওয়া | |
| উন্নত জাতের বীজ পাওয়া | |
| উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থা | |
| পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ | |

৫.৫৩ আপনারা সময়মত সঠিক পরিমান বীজ, সার, কীটনাশক পান কিনা।

| সঠিক পরিমান বীজ, সার, কীটনাশক পান কি না | উত্তরদাতা |
|---|---|
| হ্যা | |
| না | |

৫.৫৪ ভিজিএফ কার্ড, রেশন কার্ড, বয়স্ক ভাতা, বিদানভাতা এ গুলো বিতরণে কোন অনিয়ম আছে কিনা?

| বিতরণে কোন অনিয়ম আছে কিনা | উত্তরদাতা |
|---|---|
| হ্যা | |
| না | |

*Dhaka University Institutional Repository*

৫.৫৫ এলকায় যাতায়াত ব্যবস্থা নিয়ে আপনি সন্তুষ্ট কি না?

| যাতায়াত ব্যবস্থা নিয়ে আপনি সন্তুষ্ট কি না | উত্তরদাতা |
|---|---|
| হ্যা | |
| না | |

৫.৫৬ সরকারের দেওয়া স্বাস্থ্য সুবিধা সবই আপনি পান কি না?

| স্বাস্থ্য সুবিধা সবই আপনি পান কি না | উত্তরদাতা |
|---|---|
| হ্যা | |
| না | |

৫.৫৭ নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে কিনা?

| নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে কিনা | উত্তরদাতা |
|---|---|
| হ্যা | |
| না | |

৫.৫৮ আপনি ইউপির কাজে সহযোগিতা করেন কি না?

| ইউপির কাজে সহযোগিতা করেন কিনা | উত্তরদাতা |
|---|---|
| হ্যা | |
| না | |

৫.৫৯ সহজশর্তে ঋণ পাওয়ার কোন সুযোগ আপনার আছে কিনা ?

| সহজ শর্তে ঋণ পাওয়ার সুযোগ | উত্তরদাতা |
|---|---|
| হ্যা | |
| না | |

৫.৬০ আপনার গ্রামে উপযুক্ত পারিমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে কি না।

| শিক্ষা প্রভিষ্ঠান ও চিকিৎসা ব্যবস্থা | উত্তরদাতা |
|---|---|
| হ্যা | |
| না | |

Dhaka University Institutional Repository

## পরিশিষ্ট ২ ঃ স্থানীয় সরকারের গঠন ও নীতিমালা

*স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩*

*(১৯৮৩ সালের অধ্যাদেশ নং ৫১)*

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম: এই অধ্যাদেশ ১৯৮৩ সালের স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা: উদ্দেশ্য ও বিষয় বস্তুও সাথে সঙ্গতিবিহীন না হলে এ অধ্যাদেশে-

১। 'বার্ষিক মূল্য' অর্থ কোন গৃহ বা জমি প্রতি বছর ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত মোট ভাড়ার টাকা;

২। "গৃহ" কথাটির দ্বারা যে কোন দোকান, বাড়ি, কুঁড়েঘর, বৈঠকঘর, চালা, বা প্রবেশ পথ বুঝাইবে, যাহা যে কোন বস্তু দ্বারা নির্মিত ও যে-কোন কাজে ব্যবহৃত হতে পারে, এবং দেওয়াল, কুয়া, বারান্দা, মাচা, খিলান ও সিঁড়িও ইহার অন্তর্গত;

৩। "চেয়ারম্যান" অর্থ একটি ইউনিয়ন ও উপজেলার সার্কেল অফিসার এবং ইহা ছাড়াও এই অধ্যাদেশের অধীনে সার্কেল অফিসারের সমুদয় বা যে-কোন দায়িত্ব পালনের জন্য সরকার কর্তৃক বিশেষভাবে নিযুক্ত যে-কোন অফিসার "ডেপুটি কমিশনার" বলিয়া গণ্য হইবেন;

৪। "সার্কেল অফিসার" অর্থ সংশ্লিষ্ট উপজেলার সার্কেল অফিসার এবং ইহা ছাড়াও এই অধ্যাদেশের অধীনে সার্কেল অফিসারের সমুদয় বা যে-কোন দায়িত্ব পালনের জন্য সরকার কর্তৃক বিশেষভাবে নিযুক্ত যে-কোন অফিসার ইহার অন্তর্ভুক্ত;

৫। এই অধ্যাদেশের অধীনে সার্কেল অফিসারের সমুদয় বা যে-কোন দায়িত্ব পালনের জন্য জন্য সরকার কর্তৃক বিশেষভাবে নিযুক্ত যে-কোন অফিসার "ডেপুটি কমিশনার" বলিয়া গণ্য হইবেন;

৬। "জেলা" অর্থ একটি রাজস্ব জেলা;

৭। "নির্বাচন কমিশন" অর্থ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন;

৮। "কার্য" শব্দের আওতায় ব্যবহারযোগ্য ক্ষমতা ও পালনীয় দায়িত্বসমূহও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

৯। "সংক্রামক ব্যাধি" অর্থ কলেরা, প্লেগ, জলবসন্ত ও যক্ষ্মা এবং এই অধ্যাদেশের অধীনে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত অন্য যে-কোন ব্যাধি;

১০। "জমি" শব্দের অর্থ নির্মাণাধীন বা নির্মিত অথবা জলমগ্ন যে-কোন জমি অন্তর্ভুক্ত;

১১। "সদস্য" অর্থ একটি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য;

বিঃদ্রঃ (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক, ২৪শে মার্চ ১৯৮২ সালের ঘোষণার মাধ্যমে সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার প্রেক্ষিতে ঐ ক্ষমতা বলে সদয় হইয়া

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর "স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩" জারী করেন, এবং এই অধ্যাদেশ বলে "স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ, ১৯৭৬" বাতিল করা হয়)।

১২। "পৌরসভা" অর্থ যে-কোন আইনের অধীনে শহর এলাকায় গঠিত স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত যে-কোন সংস্থা;

১৩। "নির্ধারিত" অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত কার্যবিধি দ্বারা নির্ধারিত;

১৪। "সরকারী রাস্তা" অর্থ সরকার কিংবা একটি ইউনিয়ন পরিষদ অথবা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ রক্ষণাবেক্ষণাধীন যে-কোন রাস্তা;

১৫। "সরকারী সড়ক" অর্থ সরকার কিংবা একটি ইউনিয়ন পরিষদ অথবা ন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কতৃক রক্ষণাবেক্ষণাধীন যে-কোন সড়ক:

১৬। "জনপথ" অর্থ সরকার কিংবা একটি ইউনিয়ন পরিষদ অথবা অন্য কোন স্থনীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণাধীন যে-কোন জনপথ;

১৭। "রেগুলেশন" অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত রেগুলেশনসমূহ;

১৮। "রাস্তা" শব্দের আওতায় যাতায়াতের মাধ্যমে নহে এইরূপ রাস্তাও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

১৯। "বিধিমালা" অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত রেগুলেশনসমূহ;

২০। "গ্রাম এলাকা" অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত বিধিমালা;

২১। "সড়ক" শব্দের আওতায় যাতায়াতের মাধ্যমে নহে এইরূপ সড়কও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

২২। বাতিল।

২৩। বাতিল।

২৪। "কর" শব্দের আওতায় যে-কোন রেট, ফী, অথবা এই অধ্যাদেশের অধীনে ধার্য করা যায় এমন যে-কোন কর অন্তর্ভুক্ত হইবে;

২৫। "বাতিল।

২৬। "ইউনিয়ন" অর্থ ৩ ধারার অধীনে ইউনিয়ন বলিয়া ঘোষিত একটি পল্লী এলাকা;

২৭। "ইউনিয়ন পরিষদ" অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীনে গঠিত একটি ইউনিয়ন পরিষদ;

২৮। "উপজেলা নির্বাহী অফিসার" অর্থ ১৯৮২ সালের স্থানীয় সরকারী (উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসন পুনর্গঠন) অধ্যাদেশের (১৯৮২ সালের স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসন পুনর্গঠন (অধ্যাদেশের (১৯৮২ সালের ৫৯ নং) ২ ধরার অনুচ্ছেদ।

২৯। "উপজেলা পরিষদ" বলিতে ১৯৮২ সালের সালের স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসন পুনর্গঠন) অধ্যাদেশের (১৯৮২ সালের ৫৯ নং) ২ ধারার অনুচ্ছেদ।

৩০। "নগর এলাকা" অর্থ একটি পৌরসভার কর্তৃত্বাধীন এলকা;

Dhaka University Institutional Repository

৩১। "ওয়ার্ড" অর্থ একটি ইউনিয়ন পরিষদের একটি ওয়ার্ড; এবং

৩২। "পথ" শব্দের আওতায় পায়ে চলা পথ, স্কোয়ার, মাঠ, বহিরাঙ্গণ বা চলাচলের রাস্তা, যাহা সড়ক না হইলেও জনসাধারণের যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত হয়, অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। ইউনিয়ন ঘোষণা এবং উহার সীমানা পুনঃনির্ধারণ: ডেপুটি কমিশনার নির্ধারিত পদ্ধতিতে-

ক) তাঁহার প্রশাসনের অধীনস্থ যে-কোন উপজেলার পল্লী এলাকাসমূহ পৃথক পৃথক এলাকায় বিভক্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি এলাকাকে ইউনিয়ন হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে;

খ) এইরূপ যে কোন এলাকা নির্দিষ্ট তারিখ হইতে আর ইউনিয়ন থাকিবে না বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবেন।

৪। ইউনিয়ন পরিষদ গঠন:

১। এই অধ্যাদেশ জারি হইবার পর যত শীঘ্র সম্ভব ইউনিয়নের জন্য এই অধ্যাদেশের বিধান অনুসারে ইইনয়ন পরিষদ করা যাইবে।

২। একটি ইউনিয়ন পরিষদের স্থানীয় নাম ডেপুট কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

৩। প্রত্যেকটি ইইনয়ন পরিষদ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হইবে। উহার অব্যাহত উত্তরাধিকারসহ একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই অধ্যাদেশের বিধান ও বিধিমালা সাপেক্ষে যেকোন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন করিতে পারিবে এবং নিজ নামে মামলা করিতে পারিবে এবং উহার বিরুদ্ধে মামলা করা যাইবে।

৫। ইউনিয়ন পরিষদ গঠন প্রকৃতি:

১। একজন চেয়ারম্যান, নয়জন নির্বাচিত সদস্য ও তিনজন মনোনীত মহিলা সদস্যসহ একটি ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হইবে। [তবে শর্ত থাকে যে, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম, বান্দরবন এবং খাগড়াছড়ি জেলাসমূহের ইউনিয়নে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের প্রতিনিধিত্বের পর্যাপ্ত সুযোগ দানের উদ্দেশ্য অনধিক তিনজন মনোনীত সদস্য নিয়োগ করিতে পারিবেন]

২। এই অধ্যাদেশের বিধান ও কার্যবিধির অধীনে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে চেয়ারম্যান ও নির্বাচিত সদস্যগণ নির্বাচিত হইবেন।

৩। [সরকার ইউনিয়নের মধ্য হইতে মহিলা সদস্য মনোনীত করিবেন।]

৪। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান উক্ত পরিষদের একজন সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন।

৫। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সম্মানী পাইবেন।

৬। ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকাল:

১। একটি ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকাল উহা গঠিত হইবার পর প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবার তারিখ হইতে ৩ [তিন] বৎসর মেয়াদী হইবে: শর্ত থাকে যে, মেয়াদ শেষ হইবার পরেও

Dhaka University Institutional Repository

ইহার উত্তরাধিকারী হিসাবে গঠিত পরবর্তী পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ইউনিয়ন পরিষদ কাজ চালাইয়া যাইবে।

২। চেয়ারম্যান ও নির্বাচিত সদস্যদের নাম সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ হইতে পরবর্তী ত্রিশ দিনের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হইতে হইবে।

৭। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা:

১। যে কোন ব্যক্তি উপধারা।

২। এর বিধান সাপেক্ষে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্য পদে নির্বাচিত বা মনোনীত হওয়ার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন হইবেন, যদি-

ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন;

খ) তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর হইয়া থাকে; এবং

গ) ইউনিয়নের যে কোন ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় তাঁহার নাম অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে।

২। যে কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যান বা সদস্য পদে নির্বাচিত বা রমনোনীত হওয়ার জন্য অযোগ্য হইবে, যদি-

ক) তিনি কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ ঘোষিত হইয়া থাকেন;

খ) তিনি দেউলিয়া বলিয়া ঘোষিত হইয়া থাকেন;

গ) তিনি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব হারাইয়া থাকেন;

ঘ) তিনি নৈতিক অপরাধজনিত ফৌজদারী মোকদ্দমায় দোষী সাব্যস্ত হইয়া অনধিক দুই বৎসরের কারাদণ্ড ভোগ করিয়া থাকেন এবং তাঁহার কারামুক্তির পর পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত না হইয়া থাকে;

ঙ) তিনি প্রজাতন্ত্রের বা ইউনিয়ন পরিষদের অথবা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে অর্থের বিনিময়ে সার্বক্ষণিক চাকরিতে নিযুক্ত হইয়া থাকেন; অথবা

চ) তিনি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষেদের কোন কাজের জন্য বা কোন মালামাল সরবরাহের জন্য ঠিকাদার হিসাবে বা অন্য কোনভাবে জড়িত হইয়া থাকেন, অথবা অন্য কোনভাবে ইউনিয়ন পরিষদ হইতে আর্থিক সুবিধা অর্জন করিয়া থাকেন, অথবা সরকার কর্তৃক অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য সামগ্রীর ডিলার নিযুক্ত হইয়া থাকলে।

ছ) কোন ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করে উক্ত ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে অপারগ হলে।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাখ্যা: ব্যাংক বলতে, সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, শিল্প ঋণ সংস্থা, শিল্প ব্যাংক, গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা, কৃষি ব্যাংক, বাঙলাদেশ বিনিয়োজগ সংস্থা ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক বুঝাইবে।

৮। এক ব্যক্তি দুই পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না:

১। এক ব্যক্তি একই সময়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও নির্বাচিত সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

২। কোন ব্যক্তি যদি একই সময়ে ইউনিযন পরিষদের চেয়ারম্যান ও নির্বাচিত সদস্যপদের জন্য প্রার্থী হন তবে তাঁহার সমুদয় মনোনয়নপত্র বাতিল হইয়া যাইবে।

৯। শপথ গ্রহণ: প্রত্যেক চেয়ারম্যান ও সদস্য স্বীয় দায়িত্বভার গ্রহণের পূর্বে সময়কালের মধ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে শপথ গ্রহণ করিবেন।

১০। সম্পত্তির বিবরণ ঘোষণা: প্রত্যেক চেয়ারম্যান ও সদস্য স্বীয় দায়িত্বভার গ্রহণের পূর্বে স্বদেশে বা বিদেশে তাঁহার স্বনামে বা পরিবারের অন্য কোন সদস্যের নামে অর্জিত বা সংরক্ষিত যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ বা বিদেশে হইতে তিনি তাঁহার পরিবারের কোন সদস্য কোনরূপ আর্থিক লাভ অর্জন করিয়া থাকিলে উহার বিবরণ লিখিতভাবে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবেন।

ব্যাখ্য: এই ধারায় "তাঁহার পরিবারের সদস্য" বলিতে বুঝাইবে-

ক) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রী, এবং

খ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সহিত একত্রে বসবাসকারী এবং সম্পূর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল পুত্র-কন্যাগণ, পিতা-মাতা, ভাই ও ভগ্নিগণ।

১১। চেয়ারম্যান প্রভৃতির পদত্যাগ:

১। এজন চেয়ারম্যান সরকারের নিকট অথবা সরকার কর্তৃক নির্দেশিত অপর কোন কর্তৃপক্ষের নিকট স্বহস্তে লিখিত পত্র দ্বারা পদত্যাগ করিতে পারেন।

এজন সদস্য চেয়ারম্যানের উদ্দেশ্যে স্বহস্তে লিখিত পত্র দ্বরা পদত্যাগ করিতে পারেন।

৩। প্রাপক যে তারিখে পত্র পাইবেন সেই তারিখ হইতে এই ধারার উল্লিখিত পদত্যাগ কার্যকর এবং সংশ্লিষ্ট পদটি শূণ্য হইবে।

১২। চেয়ারম্যান, প্রভৃতির অপসারণ:

১। একজন চেয়ারম্যান অথবা সদস্য স্বীয় পদ হইতে অপসারণের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন, যদি-

Dhaka University Institutional Repository

ক) তিনি যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন;

খ) অসদাচরণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন অথবা ইউনিয়ন পরিষদের অর্থ বা কোন সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির করা বা অপব্যবহারের জন্য দায়ী হন।

গ) অসদাচরণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন অথবা ইউনিয়ন পরিষদের অর্থ বা কোন সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি করা বা অপব্যবহারের জন্য দায়ী হন।

ব্যাখ্যা: এই উপধারায় "অসদাচরণ" মানে ক্ষমতায় অপব্যবহার, দুর্নীতি, অসদুপায়ে ব্যক্তিগত সুবধা হাসিল, পক্ষাপতিত্ব, স্বজনপোষণ ও ইচ্ছাকৃতত প্রশাসনিক অব্যবস্থা এবং অনুরূপ অসদাচরণ করার জন্য চেষ্টা করা বা সহায়তা দান করা।

২। উক্ত উদ্দেশ্যে ইউনিয়ন পরিষদের একটি বিশেষ সভা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আহ্বান করিয়া সংশ্লিষ্ট সদস্যকে অপসারণের জন্য উত্থাপিত প্রস্তাব অনধিক সাতজন নির্বাচিত সদস্যের সমর্থনক্রমে গৃহীত না হইলে এবং প্রস্তাবটি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত একজন চেয়ারম্যান বা একজন নির্বাচিত সদস্যকে উপধরায় (১) এর অধীনে বর্ণিত কোন অভিযোগ সদস্যপদ হইতে অপসারণ করা যাইবে না: শর্ত থাকে যে, অভিযোগের ভিত্তিতে প্রণীত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট চেযারম্যান বা সদস্যকে কারণ দর্শাইবার জন্য যুক্তিসঙ্গত সুযোগদান না করা হইলে অনুরূপ প্রস্তাব গৃহীত হইবে না।

৩। নিধারিত পদ্ধতিতে আহূত ইউনিয়ন পরিষদের একটি বিশেষ সভায় অনধিক সাতজন নির্বাচিত সদস্যের সমর্থনক্রমে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হইলে এবং অনুরূপ গৃহীত প্রস্তাবটি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইলে একজন চেয়ারম্যান স্বীয় পদ হইতে অপসারিত হইবেন।

৪। সরকার বা মনোনীত কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় তদন্ত সম্পন্ন করার পর ইউনিয়ন পরিষদের যে কোন মহিলা সদস্যকে উপধারা (৯)-এর বর্ণিত যে-কোন অভিযোগ সদস্য পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবেন।

৫। এই অধ্যাদেশের অন্যত্র যেরূপ বিধানই সন্নিবেশিত থাকুক না কেন, এই ধারার অধীনে যে ব্রক্তিকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণ করা হইয়াছে, ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকালের অবশিষ্ট মেযাদের মধ্যে তিনি ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত বা মনোনীত হওয়ার যোগ্যতা হারাইবেন।

১৩। চেয়ারম্যান প্রভৃতির পদ শূন্য হওয়া: একজন চেয়ারম্যান বা সদস্যের পদ শূন্য হইবে, যদি-

ক) তিনি ৭ (২) ধারা মতে চেয়ারম্যান বা সদস্য পদে অযোগ্য হইয়া তাকেন;

Dhaka University Institutional Repository

খ) [ডিপুটি কমিশনার] প্রদর্শিত যুক্তিসঙ্গত কারণে মেয়াদ বর্ধিত না করিয়া থাকিলে, তিনি নির্ধারিত সময়ের (৯) ধারায় বর্ণিত শপথ গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হন;

গ) তিনি ১১ ধারার অধীনে পদত্যাগ করেন;

ঘ) তিনি ১২ ধারার অধীনে পদত্যাগ করেন

ঙ) তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

১৪। সাময়িকভাবে পদ শূন্য হওয়া:

১। ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকাল সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে অনধিক একশত আশি দিনের মধ্যে একজন চেয়ারম্যানের বা সদস্যের পদ শূন্য হইলে পদটি শূন্য হওয়ার তারিখ হইতে ষাট দিনের মধ্যে শূন্য পদ পূরণের জন্য অবস্থানুসারে নির্বাচন অনুষ্ঠান বা মনোনয়ন দান করিতে হইবে, এবং অনুরূপভাবে বিনর্বাচিত বা মনোনীত ব্যক্তি অবশিষ্ট মেয়াদ কালের জন্য সংশ্লিষ্ট পদে বহাল থাকিবেন:শর্ত থাকে যে, ষাট দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হইলে নির্বাচন কমিশন অনুরূপ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য একটি তারিখ নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবেন।

১৫। চেয়ারম্যান প্রভৃতির ছুটি: একটি ইউনিয়ন পরিষদ উহার চেয়ারম্যান কর্তৃক চেয়ারম্যানকে এক বৎসরে অনধিক তিন মাস পর্যন্ত ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে।

১৬। অস্থায়ী চেয়ারম্যান: চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যান দায়িত্ব পালনে অক্ষম হইলে ইউনিয়ন পরিষদ উহার নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য হইতে একজন অস্থায়ী চেয়ারম্যান নির্বাচিত করিবেন এবং শূন্য পদটি পূরণের জন্য একজন নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়া তাঁহার দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত উক্ত অস্থায়ী চেয়ারম্যান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করিয়া যাইবেন।

১৭। নির্বাচন প্রভৃতির বিজ্ঞপ্তি: চেয়ারম্যানের বা সদস্যের নির্বাচন, মনোনয়ন, পদত্যাগ, অপসারণ বা পদশূন্যতা সরকার অথবা সরকার কর্তৃক নির্দেশিত অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশিত হইবে।

[১৭ক] কতিপয় ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের পুনর্গঠন: (১) যেক্ষেত্রে ইউনিয়নে কোন অংশ ১৯৭৭ সনের পৌরসভা অধ্যাদেশের অধীনে নগর এলাকা হিসাবে ঘোষিত হয় এবং পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত হয় সেক্ষেত্রে সরকার যেরূপ নির্দেশ করিবে সেরূপে উক্ত ইউনিয়নের ইউনিয়ন পরিষদ পুর্নর্গঠিত হইবে এবং এই অধ্যাদেশের বিধানানুসারে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করিয়া যাইবে। (২) (১) উপধারায় যে কোন কিছু থাকা সত্ত্বেও, সরকার ইউনিয়ন পরিষদ পুনর্গঠন করার পরিবর্তে ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব পালন করিবার জন্য

Dhaka University Institutional Repository

প্রশাসক নিয়োগ করিতে পারেন যতদিন এই অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত না হয়।

(৩) যে ক্ষেত্রে এই ধারার অধীনে প্রশাসক নিয়োগ করা হয় সেক্ষেত্রে-

ক) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ তাহার পদ হারাইবেন;

খ) সরকার যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেরূপ সংখ্যক সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি নিয়োগ করিবেন প্রশাসককে তাহার দায়িত্ব পালনে সহায়তা করিবার জন্য।

(৪) প্রশাসক ও কমিটি-সদস্যগণ, যদি থাকে, ইউনিয়ন পরিষদের যথাক্রমে চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন।

(৫) সরকার এই ধারার অধীনে পুনর্গঠিত ইউনিয়ন পরিষদের কর্মচারীদের এবং পরিসম্পৎ ও দায়সমূহের সম্পর্কে যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারেন।

১৮। ওয়ার্ডসমূহ: নির্বাচিত সদস্যদের নির্বাচনের উদ্দেশ্যে একটি ইউনিয়নকে তিনটি ওয়ার্ডে ভাগ করিতে হইবে।

১৯। সীমানা নির্ধারণের জন্য অফিসার নিয়োগ: (১) ওয়ার্ডসমূহের সীমানা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে মহকুমা অফিসার অথবা উপজেলা নির্বাহী অফিসার, অবস্থানুসারে, প্রজাতন্ত্রের চাকররিতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সীমানা নির্ধারণী অফিসার বা সহকারী সীমানা (২) একজন সহকারী সীমানা নির্ধারণী অফিসার সীমানা নির্ধারণী অফিসারকে তাঁহার দায়িত্ব পালনে সাহায্য করিবেন এবং সীমানা নির্ধরণী অফিসাররে নিয়ন্ত্রণাধীনে সীমানা নির্ধারণী অফিসারে দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন।

২০। ওয়ার্ডসমূহের সীমানা নির্ধারণ: (১) আঞ্চলিক ঐক্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ওয়ার্ডসমূহের সীমানা নির্ধারণ করিতে হইবে এবং এই ব্যাপারে যতদূর সম্ভব জনসংখ্যা ও প্রশাসনিক সুবিধাদির পুনর্বিন্যাসের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। (২) সীমানা নির্ধারণী অফিসার ওয়ার্ডসমূহের সীমানা নির্ধারণের সময় প্রয়োজনমত যে-কোন তথ্যানুসন্ধান ও রেকর্ড-পত্রাদি পরীক্ষা করিতে পারিবেন, তাঁহার নিকট কোন আবেদন পেশ করা হইলে উহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এং তাঁহার দফতরে ও ইউনিয়ন পরিষদের কার্যালয়ে এবং তাঁহার বিবেচনায় অন্য যে কোন স্থানে ওয়ার্ডসমূহের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করিবেন। উক্ত তালিকায় প্রস্তাবিত প্রতিটি ওয়ার্ডে কোন কোন এলাকা অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হইয়াছে উহাদের পরিচয় এং তৎসহ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরবর্তী পনর দিনের মধ্যে এতদসংক্রান্ত আপত্তি বা প্রস্তাব আহ্বান বিজ্ঞপ্তিতে সন্নিবেশিত থাকিতে হইবে। (৩) যদি উপধারা (২)-এর

Dhaka University Institutional Repository

অধীনে কোন আপত্তি বা প্রস্তাব পাওয়া যায় তবে উহা অবস্থানুসারে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট পাঠাইতে হইবে এং তাঁহারা তাঁহাদের বিবেচনানুসারে প্রয়োজনীয় তথ্যানুসন্ধানের পর সীমানা নির্ধারণী অফিসারের নিকট হইতে উক্ত আপত্তি বা প্রস্তাব প্রাপ্তির তারিখ হইতে অনধিক পনর দিনের মধ্যে তাঁহার সিদ্ধান্ত জানাইয়া দিবেন। (৪) সীমানা সংক্রান্ত আপত্তি বা প্রস্তাব বিবেচনার পর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপধারা (৩)-এর অধীনে যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন তদনুসারে কসীমানা নির্ধারণী অীপসার উপধারা (২)-এর অধীনে প্রকাশিত প্রাথমিক তালিকা সংশোধন, পরিবর্তন বা রদবদল করিবেন এবং উহা ছাড়াও কোন ভূলভ্রান্তি নিরসনের জন্য প্রযোজন হইলে উক্ত প্রাথমিক তালিকার প্রযোজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন বা রদবদল করিবেন। (৫) সীমানা নির্ধারণী অফিসার উপধারা (৪)-এর অধীনে যদি সংশোধন, পরিবর্তন বা রদবদল করা হয়, তবে তাঁহার দফতরে, ইউনিয়ন পরিষদের কার্যালয়ে এবং তাঁহার বিবেনানুসারে অন্য কোন স্থানে ওয়ার্ডসমূহের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করিবেন, যাহাতে প্রতি ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত এলকাসমূহ নির্দেশ করিতে হইবে এবং উক্ত তালিকার সত্যায়িত কপি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট ক্ষেত্রবিশেষ প্রেরণ করিবেন এবং তাঁহার ওয়ার্ডসমূহের তালিকা সরকারী গেজেটে প্রদান করিবেন।

২১। ভোটার তালিকা: (১) নির্বাচন কমিশনার প্রতি ওয়ার্ডের জন্য একটি ভোটার তালিকা প্রণয়ন করিবেন। (২) একজন লোক একটি ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত করার অধিকার লাভ করিবেন, যদি তিনি-

ক) বাংলাদেশের নাগরিক হন;

খ) বয়স আঠার বছরের কম না হয়;

গ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ ঘোষিত না হইয়া থাকেন; এবং

ঘ) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের বাসিন্দা হন।

২২। ভোটদানের অধিকার: (১) ওয়ার্ডের ভোটর তালিকায় যে ব্যক্তির নাম অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে তিনি সেই ওয়ার্ডের জন্য নির্বাচনযোগ্য সদস্যের নির্বাচনে ভোটদানের অধিকারী হইবেন। (২) একটি ইউনিয়নের যে কোন ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় যে ব্যাক্তির নাম অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে তিনি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের নিবর্চাচনে ভোটদানে অধিকারী হইবেন।

২৩। নির্বাচনযোগ্য সদস্য প্রভৃতির নির্বাচন: (১) প্রতি 'ওয়ার্ড' হইতে নির্বাচনযোগ্য তিনজন করিয়া সদস্য এবং একটি ইউনিয়নে একজন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন। (২) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যন ও সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে-

Dhaka University Institutional Repository

ক) এই অধ্যাদেশ কার্যকর হইবার পর যত শীঘ্র সম্ভব ৪ ধারার অধীনে ইউনিয়ন পরিষদ গঠনের উদ্দেশ্য; এবং

খ) ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকাল শেষ হওয়ার পর যদি ইউনিয়ন পরিষদটিকে বালি গোষণা করা হইয়া থাকে তবে বাতিলকৃত মেয়াদ শেষ হওয়ার মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদকে পুনর্গঠিত করার উদ্দেশ্যে।

২৪। নির্বাচন পরিচালনা: (১) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সকল নির্বাচন নির্দিষ্ট বিধি মোতাবেক নির্বাচন কমিশন কর্তৃক সংগঠিত ও অনুষ্ঠিত হইবে এবং অনুরূপ কার্যবিধিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির সমুদয় বা যে কোন ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত থাকিতে পারে; ক) নির্বাচন পরিচালনার জন্য রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার ও পোলিং অফিসারদের নিয়োগ ও তাঁহাদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব নির্ধারণ করা; (খ) প্রার্থীদের মনোনয়ন, মনোনয়নের বিরুদ্ধে আপত্তি এবং ম নোনয়ন পত্র বাছাই করা; (গ) প্রার্থীদের জামানতের অর্থ জমা নওয়া এবং কিরূপ অবস্থায় উহা প্রার্থীকে ফেরত দেওয়া হইবে অথবা ইউনিয়ন পরিষদের নিকট বাজেয়াপ্ত করা হইব তাহা নির্ধারণ করা; (ঘ) প্রার্থীপদ প্রত্যাহার; (ঙ) প্রার্থাদের এজেন্ট নিয়োগ; (চ) প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচনের কার্যবিধি নিধারণ করা; (ছ) ভোট গ্রহণের তারিখ, সময় ও স্থান এবং নির্বাচনের সহিত সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় নির্ধারণ করা; (জ) ভোট প্রদানের নিয়ম; (ঝ) ভোট গণনা ও বাচাই, ফলাফল ঘোষণা এবং প্রতিযোগিতা সমান সংখ্যাক ভোট পাইয়া থাকলে সে অবস্থায় কর্ম পন্থা নির্ধারণ; (ঞ) ভোটপ পত্রের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা এবং নির্বাচন পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য কাগজপত্রের রক্ষণাবেক্ষণ; (ট) কিরূপ পরিস্থিতিতে বোট গ্রহণ মূলতবী রাখিয়া নতুন করিয়া ভোট গ্রহণ করা হইবে তাহা নির্ধারণ করা; (ঠ) নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যয়; (ড) নির্বাচনের অসদুপায় অবলম্বনসহ অন্যান্য নির্বাচনী অপরাধ এবং তজ্জন্য দণ্ড বিধান করা; এবং (ঢ) নির্বাচনের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি।

২৫। চেয়ারম্যান প্রভৃতির নির্বাচনের ফল প্রকাশ: ইউনিয়ন পরিষদের সকল নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও নির্বাচিত সদস্যের নাম অনুরূপ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ারন পর যত শীঘ্র সম্ভব নির্বাচন কমিশন কর্তৃক সরকারী গেজেট প্রকাশিত হইবে।

২৬। নির্বাচনী দরখাস্ত: (১) উপধারা (২)-এর অধীনে দরখাস্ত না করা হইলে এই অধ্যাদেশের অধীনে অনুষ্ঠিত কোন নির্বাচনের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না। (২) নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী যে কোন প্রার্থী নির্বাচনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করিয়া নির্বাচনী দরখাস্ত দাখিল

Dhaka University Institutional Repository

করিতে পারেন। (৩) নির্বাচনী দরখাস্ত নির্ধারিত পদ্ধতিতে ২৭ ধারার অধীনে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের নিকট দাখিল করিত হইবে।

২৭। ট্রাইব্যুনাল নিয়োগঃ (১) নির্বাচনী দরখাস্তে বর্ণিত অভিযোগসমূহ বিচারের উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মারফত একজন বিচার বিভাগ অফিসারের সমন্বয়ে নিবাচনী ট্রাইব্যুনাল নিয়োগ করিবেন। কোন কোন এলকার জন্য নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হইয়াছে গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে তাহার উল্লেখ করিতে হইবে। (২) নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল হিসাবে নিযুক্ত ব্যক্তি পরিবর্তিত হইলে পরবর্তী ব্যক্তি তাঁহার পূর্বসুরী কর্তৃক সম্পাদিত বিচার কার্যের পরবর্তী ধারাগুলি সম্পাদন করিবেন এবং ইতিপূর্বে যে সকল ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়োছেন তাহার নথিপত্র অনুসরণ করিয়া পরবর্তী কার্যগলি সম্পন্ন করিতে হইবে। অতএব আগেই যাহাদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তাহাদের সাক্ষ্য পুনরায় গ্রহণের প্রয়োজন নাই।

২৮। নির্বাচনী দরখাস্ত হস্তান্তরের ক্ষমতাঃ নির্বাচন কমিশন স্বেচ্ছায় অথবা বিরোধে জড়িত যে কোন পক্ষের আবেদনক্রমে বিচার কার্য চলার মধ্যে যে কোন সময় একটি নির্বাচনী দরখাস্ত একটি নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল হইতে অপর একটি নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের নিকট স্তানান্তর করিতে পারিবেন এবং যে ট্রাইব্যুনালের নিকট স্থানান্তর করা হইল তিনি তিঁতহার পূর্ববর্তী ট্রাইব্যুনাল যতটা কাজ সম্পাদন করিয়াছেন তাহার পর হইতে কাজ শুরু করিবেনঃ

শর্ত থাকে যে, নির্বাচনী দরখাস্ত যে ট্রাইব্যুনালের নিকট স্থানান্তর করা হইয়াছে তিনি ইচ্ছা করিলে আগে যাহারা সাক্ষ্য দিয়াছেন তাঁহাদের সাক্ষ্য পুনরায় গ্রহণ ও পুনঃ জেরা করিতে পারিবেন।

২৯। নির্বাচনী দরখাস্ত বিচারঃ (১) নির্বচনী ট্রাইবুনাল নির্বাচনী দরখাস্ত প্রাপ্ত হইবার পর দরখাস্তে উল্লিখিত প্রার্থীদের নিকট এতদসংক্রান্ত নোটিশ প্রেরণ করিবেন। (২) বিধিমালা প্রণীত হইলে তৎসাপেক্ষে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল প্রতিযোগী পক্ষসমূহকে বক্তব্য পেশের এবং সাক্ষী-সাবুদ উপস্থিত করার সুযোগ দানের পর নিজের বিবেচনায় যাহা ভাল মনে করিবেন সেইরূপ নির্দেশ প্রদান করিবেন। (৩) উপধারা (৪)-এর যেরূপ বিধান আছে তদ্ভিন্ন অন্যান্য ক্ষেত্রে কোন নির্বাচনী দরখাস্ত সম্পর্কে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। (৪) নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তের অসন্তুষ্ট কোন ব্রক্তি ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার পর ত্রিশ দিনের মধ্যে এখিতয়ার সম্পন্ন জেলঅজজের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবে। এরূপ আপীলে জেলাজজের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবেঃ

তবে শর্ত এই যে,দ ১৯৮৪ সনের স্থানীয় সরকার [(ইউনিয়ন পরিষদ) সংশোধনী] অধ্যাদেশ বলবৎ হইবার পূর্বে ট্রাইবুন্যালের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইয়া থাকিলে সে ক্ষেত্রে বলবত হওয়ার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে আপীল ধায়ের করিতে হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

৩০। ইউনিয়ন পরিষদের নাগরিক দায়িত্ব: (১) বিধিমালা এবং সরকার সময় সময় যে সমস্ত নির্দেশ দিবেন তদসাপেক্ষে এবং যে তহবিল আছে উহার সীমার মধ্যে যে সমস্ত নির্দেশ দিবেন তদসাপেক্ষ এবং হাতে যে তহবিল আছে উহার সীমার মধ্যে একটি ইউনিয় পরিষদ প্রথম তফসিলের ১ম অংশে উল্লিখিত সমুদয় বা যে কোন কাজ সম্পাদন করিনতে পারিবে এবং ইহা ছাড়াও সেই সব কাজ, যাহা-

ক) সাধারণবাবে ইউনিয়ন পরিষদসমূহের জন্য বা কোন নির্দিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ঘোষিত; অথবা

খ) [বাতিল]

গ) সমকালে প্রচলিত অন্য কোন আইনের অধীনে ইউনিয়ন পরিষদসমূহের উপর ন্যস্ত অন্যান্য দায়িত্ব।

(১) ইউনিয়ন পরিষদসমূহ বিশেষবাবে নিম্নোক্ত কাজগুলি সম্পন্ন করিবে:

ক) আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে প্রশাসনকে সাহায্য করা;

খ) অপরাধ অনুষ্ঠান, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও চোরাচালান বন্ধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

গ) কৃষি, বন, মৎস্য, গবাদি পশু, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কুটির শিল্প, যোগযোগ, সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে উন্নয়ন কর্মসূচীর বাস্তবায়নের কাজ করা;

ঘ) পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর বাস্তবায়নে কাজ করা;

ঙ) [বাতিল]

চ) স্থানীয় সম্পদের উন্নয়ন ও উহার সদ্ব্যবহার;

ছ) সরকারীসম্পত্তি যেমন, সড়ক, সেতু, খাল, বাঁধ, টেলিফোন ও বিদ্যুৎ লাইন প্রভৃতির রক্ষণাবেক্ষণ;

জ) ইউনিয়ন পর্যায়ের সকল প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কর্মতৎপরতা পর্যালোচনা করিয়া সেই সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ বা উপজেলা পরিষদকে সুপারিশ পেশ করা;

ঝ) সেনিটারি পায়খানা স্থাপনের জন্য জনসাধারণের মধ্যে আগ্রহ ও সচেতনাতা সৃষ্টি করা;

ঞ) জন্ম, মৃত্যু, অন্ধ, ভিক্ষুক ও দুঃস্থ ব্রকিএদর সম্পর্ক তথ্য লিপিবদ্ধ করা;

ট) সকল প্রকারের তমারী পরিচালনার দায়িত্ব পালন করা।

৩১। ইউনিয়ন পরিষদের পুলিশী ও প্রতিরক্ষা দায়িত্ব: (১) সরকার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পল্লী এলাকায় গ্রাম পুলিশ বাহিনী গঠন এবং কার্যবিধি প্রণয়নের দ্বারা উঁহাদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, নিয়মশৃঙ্খলা ও চাকরির শর্তাবরি নির্ধারণ করিয়া দিতে পারেন। (২) গ্রাম পুলিশ প্রথম তফসিলের ২য় অংশে বর্ণিত ক্ষমতা ব্যবহার ও দায়িত্ব পালন করিবে। (৩)

Dhaka University Institutional Repository

ডেপুটি কমিশনার যদি মনে করেন যে, কোন ইউনিয়নে অথবা উহার কোন অংশে গ্রাম প্রতিরক্ষা বা জননিরাপত্তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি সংশ্লিস্ট ইউনিয়নের বা উহার অংশবিশেষের সকল প্রাপ্তবয়স্ক অধিবাসীকে আদেশ বর্ণিত সময়কালের জন্য তাঁহার বর্ণিত পদ্ধতিতে টহলদারী দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন। (৪) উপধারা (৩)-এর অধীনে কোন নির্দেশ জারি করা হইলে ইউনিয়ন পরিষদ উক্ত নির্দেশে নির্ধারিত ক্ষমতা ব্যবহার ও দায়িত্ব পালন করিবে।

৩২। ইউনিয়ন পরিষদের রাজস্ব ও সাধারণ প্রশাসনিক দায়িত্বঃ (১) চেয়ারম্যানের দায়িত্ব হইবে-

ক) ইউনিয়নের কর্মরত সকল নামের বা পদবীর গ্রাম কর্মচারদিের রাজস্ব ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায় এবং সাধারণ প্রশাসনিক কাজে সহঅয়তা দান করা;

খ) ডেপুটি কমিশনার যেভাবে চাহিবেন সেইভাবে রেকর্ডপত্র প্রণয়ন, জরিপ ও শস্য তদারকী এবং ইউনিয়নের অন্যান্য নির্ধারিত রাজস্ব প্রশাসনের সহায়তা দান;

গ) কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে ও ইউনিয়নে কোন দুস্কৃতিকারীর উপস্থিতি দেখা গেলে তা পুলিশকে জানানো এবং অপরাধ তদন্ত ও অপরাধীদের গ্রেফতারের কাজে পুলিশকে সাহায্য করা;

ঘ) কোন সরকারী রাস্তার সরকারী জায়গায়, সরকারী ভবনের বা সম্পত্তির ক্ষতি বা বেদখলের ঘটনা ঘটিলে উহা দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট করা;

ঙ) সরকারের অথবা অন্যান্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের জন্য ইউনিয়নে প্রয়োজনীয় প্রচারকার্য সম্পাদান করা; এবং

চ) অফিসারগণকে তাঁহাদের সরকারী দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা এবং সরকারের প্রয়োজনে তাঁহারা যে সমস্ত অর্থ চাহিবেন তাহা সরবরাহ করা।

৩৩। ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়নমূলক দায়িত্বঃ (১) প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদ স্বীয় ইউনিয়নের কৃষি, শিল্প ও সমাজ উন্নয়নমূলক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী হইবে এবং এই ন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করিবে। (২) পল্লী উন্নয়নের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ উহার উপর ন্যস্ত নির্বারিত দায়িত্বগুলি পালন করিবে।